শক্তিপদ
ভট্টাচার্য
কীর্তিনাশের হাসি

327
-SHK

# ক্রীতদাসের হাসি

প্রকাশক

আবদুল বারি

এ, বি, পাবলিকেশন্‌স

১৪, জিন্নাহ এভেনিউ, ঢাকা—২

পূর্ব্ব পাকিস্তান

প্রচ্ছদপট

কাইয়ুম চৌধুরী

দ্বিতীয় মুদ্রণ

সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

বাঁধাই

তালেবুর রহমান

ব্লক

আল হেলাল প্রেস পাবলিকেশন্‌স লিঃ

মুদ্রণ

এস, ভুঁইয়া

মডেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৩৯, বাংলা বাজার,

ঢাকা—১

মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

## ॥ নিবেদন ॥

লেখক ও পাঠকের মধ্যে অদৃশ্য যোগসূত্র আছে। একথা পুরাতন। কিন্তু এই নেপথ্য সম্পর্ক আমি খানিকটা পরোক্ষ করতে চাই দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে। পাঠক অনেক সময় দাবী জানান, আর সে-কাজটা বহুলাংশে সমালোচক করে থাকেন পাঠকদের পক্ষ থেকে—যেহেতু সমালোচক আবার পাঠক-গোষ্ঠীতে-ও পড়েন। লেখকরা সাধারনতঃ এই ব্যাপারে পালন করেন চিরাচরিত স্তব্ধতা। যদিও তাদের দাবী থাকে, আর তা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পূর্বোক্ত সুবাদে পাঠকের নিকট কয়েকটা দবী পেশ করা যাচ্ছে। ঠিক দাবী নয়, বরং প্রত্যাশা।

প্রথমতঃ, পাঠকের কাছে কিছু পরিশ্রম এবং কল্পনা-শক্তি যাঞ্চা করব। বই পড়তে কিছু মেহনৎ যায়। এই পুস্তকের কলেবর তিনগুন বর্দ্ধিত হোলে তিনগুন সময় যেতো। আমি পাঠকের বহু পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছি। উপন্যাসের কাঠামো যথা-সম্ভব দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ছোট করা হোয়েছে। এই জন্যে পাঠকের কাছ থেকে আরো কিছু সময় দাবী করতে পারি। তার সঙ্গে অনুরোধ জানাব ঈষৎ কল্পনা-ব্যয়ের। প্রতিধ্বনির সাহায্যে গিরি-কন্দরের গভীরতা এবং দূরত্ব-জ্ঞাপনের পন্থায় এই পুস্তক রচিত। বিবরণ বহুলাংশে কম। এইজন্য পাঠকের পক্ষে কিছু কল্পনা অপরিহার্য্য। এমন-কী বহু জায়গায় কথোপকথন থেকে স্থানীয় পরিবেশ আন্দাজ করে নিতে হবে। পাঠকের বুদ্ধি এবং কল্পনার উপর নির্ভর করেই সেই সংক্ষেপনের সাহস পেয়েছি।

আর আশা করব, পাঠক ইতিহাসের নানা প্রবাদিক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত।

কিন্তু তাই ব'লে কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে কেউ যেন ইতিহাস খুঁজতে না যান। এক কালে আলেফ লায়লার দ্বাদশ খণ্ড এবং কেতাবুল

আঘানীর বিষয় স্তূপের মধ্যে ডুবেছিলাম। তখনই এই কাহিনী-রচনার ইচ্ছা জেগেছিল। উপন্যাস কাহিনী, ইতিহাস নয়। পাঠক যেন তা ভুলে না যান। এই পুস্তকের কোন চরিত্রই ঐতিহাসিক নয়——যদিও তাদের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সে-শুধু অতীতের অনুরননিত কিছু আমেজের প্রত্যাশায় ব্যবহৃত; ধ্রুপদ গায়ক যেমন তানপুরা ব্যবহার করেন সুরের স্থায়ী সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। আবু নওয়াস, আতাহিয়া বিখ্যাত কবি। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতা তাঁদের দীওয়ান থেকে অনুদিত। অবিশ্যি এখানে কবি-চরিত্র আমার কল্পনা মাত্র। অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কেও তা প্রযুজ্য।

শ, ও

দূরাত্মা
একেয়েমঁি আহসান
সানাউল হক

—কে

অতঃপর, ধেয়
কৃষ্ণ সারমেয় ॥

সে পত্র দিয়েছিল।

লিখেছিল ঃ কেতাবের পাতা ভেদ করে তোমাদের চোখে ত মানুষের মুখ ভেসে উঠ্‌তে পারে না। তবু লিখছি। পাবনার এই অঞ্চলে কোন দিন এলে, একবার এসো। ঠক্‌বে না। কারণ, যে প্রতারণার মার প্যাঁচ বোঝে না, তাকে ঠকিয়ে লাভ কী.....

লাহিড়ীপুরের কাছে ট্রেন আসা-মাত্র হঠাৎ বহুদিনের কথা মনে পড়ে গেল। স্মৃতিগ্রন্থী কখন খোলে, কখন প্যাঁচ খেয়ে জটীল হয়, তা বোঝা মুশ্‌কিল। শারদীয় অবকাশের এই সময়টা ত সিগারেট ফুঁকে কাটানোর কথা। অথচ তিন জনে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

পাশের বার্থ থেকে মৌলানা জালাল হাঁক দিলেন, "সোবহান সাহেব—।"

"জী"।

"হঠাৎ কোন ষ্টেশনে নেমে পড়তে ইচ্ছে করছে।"

ধাবমান ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা-রত আমার চিন্তাধারা। সঙ্গী মৌলানার ডাক তা ছুঁয়ে গেল।

আশ্চর্য্য, আবেগ-স্রোতের এই সঙ্গম। মৌলানা গোটা ছুটিই আমার সঙ্গী। ট্রেনে ষ্টিমারে কাঁহা কাঁহা না ছুটে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ এখানে তার নামার খেয়াল হোলো কেন?

জুটীর দিকে না তাকিয়ে, মনের আনাচে-কানাচে হাৎড়ে বেড়াতে লাগলাম.....রউফনের সেই চিঠির জবাব ত দশ বৎসর দিইনি। পিতার মৃত্যুর পর সে ইউনিভার্সিটি ছেড়েছিল। আর ফেরেনি। একমাত্র দাদু জীবিত ছিলেন। তাদের কোন খোঁজই আমার জানা নেই। হঠাৎ ওই কটা কথাই বা মনে থাকল কী করে?

মৌলানা আবার তাড়া দিলেন, "চলেন, এই লাহিড়ীপুরেই নেমে পড়ি।"

প্রসঙ্গত, বলে রাখা ভাল—আমার বন্ধু মৌলানা জালাল দীন ও দুনিয়ার কাবেল লোক। তাঁর হাতে সব সঁপে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হোতে পারেন। অবিশ্যি, আপনি জাহান্নামে না বেহেশ্‌তে যাবেন তার হদিস ঠিক নেই, কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত হোতে পারেন। মাদ্‌রাসা-বহির্গত তাবৎ ইলেমী ইন্‌সানের পর্য্যায়ে তিনি পড়েন না। দ্বীনের সঙ্গে দুনিয়ার কিভাবে এদ্‌গাম (সন্ধি) খাটাতে হয়, তা তিনি জানেন। আর বহু দিনের পরিচয়-প্রসূত ব'লে আমার এই সনদ নির্ঘাৎ নির্ভুল ( ধরে নিতে পারেন )।

সুতরাং তার জবাবে সম্মতি দিতে মোটেই দেরী হয় না। কিন্তু দুই পরিচিত চোরে গৃহস্থের একই সামগ্রী নিয়ে টানাটানির মত নির্বুদ্ধিতা ত শুভ নয়। তাই দ্রুত হিসাব করছিলাম। ট্রেনের গতি শ্লথ হও'ার জন্য রক্ষা। লেভেলক্রসিং দেখা গেল নিমেষেই।

ভাবছি, জবাব ভাবছি।

"সোবহান-ভাই, দেশালাই দেন।" উপরের বার্থে শুয়েছিল মাসুদ। সে-ও তিন-সঙ্গীর একজন। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। আর মিনিট পনর আগে ত ওকে ঘুমোতে দেখেছি। হঠাৎ ডাকে বাধা পড়ল।

"দেশালাই···দেশালাই" রবে মুখে সিগারেট গুঁজে সে ততক্ষণে উঠে বসেছে।

মৌলানা আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি তার অনুসরণ করি। মাসুদ জবাব ও দেশালাই না পেয়ে বাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল।

"হোলো কি আপনাদের?" সে আমার হাত ধরে টানে। আমি যেন লুপ্ত-চেতন মূর্তি। তারপর সে আংটায় ঝোলানো কোটের পকেট হাতড়াতে লাগল।

আমরা তখনও স্তব্ধ।

"হোলো কী? দেশালাই দিন"। এবার মাসুদ পালাক্রমে আমাদের মুখ দেখে।

জবাব দিলেন মৌলানা, "আমরা এখানে নেমে পড়তে চাই।"

"বহুত আচ্ছা", মাসুদ ততক্ষণে প্রাপ্ত-দেশালায়ে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বল্‌লে, "এদেশ আমার। এর সব জায়গা আমার কাছে স্বর্গ। এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি.....।" মাসুদ শেষে সুরে পৌঁচেছে।

আমরা তখনও সিদ্ধান্ত-টলমল হ্যাম্‌লেট। মাসুদ বিস্ময়জনিত মজা চাখ্‌ছে দুই মূর্তি দেখে। সে আবার গানের কলি বদ্‌লালে, "ও আমার দেশের মাটি.....।" তারপর সোজা বার্থের কাঠে মাথা ঠুকে, "তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা", রবে জোরে চেঁচানি-মেশা গান ধরলে।

আমরা দুইজনে হেসে উঠ্‌লাম। মৌলানা তখন নিজের চেহ্‌রায় ফিরে গেছেন। বল্‌লেন, "মাসুদ, বিছানাপত্র গুটোও। এখানে নেমে যাবো।"

ট্রেন প্লাটফর্মে স্থির। আমরা বিছানাপত্র গুটোব কি কোন রকমে বগল-দাবা নেমে পড়লাম।

তারপর কি করব, ঠিক নেই। মাসুদের হট্টগোলে সিগারেট খাওয়া হয়নি। মুখ থেকে পড়ে গিয়েছিল। সে আমাদের দুজনকে সিগারেট দান করলে। সৎ পুত্রের মত মুখাগ্নি পর্য্যন্ত বাদ দিলে না।

মৌলানা জালাল, "অহন কি করতাম, রে বা'ই" বলে চুপ করে গেছেন। অবিশ্যি সিগারেট ফুঁকছেন ঠিকই।

ট্রেন চলে গেল। মালের লোভে কয়েকটা কুলী কয়েকবার ধমক খেয়ে আর এমুখো হোলো না। প্ল্যাটফর্ম নীরব।

মাসুদের বোধ হয় বিরক্তি ধরে যায়। তবে সে সব সময়ই তেতো পীলে চিনি মাখাতে জানে। বল্‌লে, "এখন যদি কোন কপালকুণ্ডলা এসে বলে, পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? আপনারা কি জবাব দেবেন?"

"আমি ত হালী রে জবাব দিতাম ন," মৌলানা মুখ খুললেন।

"আপনি, সোবহান-ভাই"? মাসুদ এবার আমার পিছু নিলে।

"আমি বল্‌তাম, বিবিসাব, তোমার সাধু ভাষা রাখো—একটা গরুর গাড়ী ডেকে দাও।"

আমার 'গরুর গাড়ী', একদম সিসেম-খোল বা চিচিং-ফাঁকের কাজ করলে।

মৌলানা জালাল, কুলী ডাকালেন। গন্তব্য ষ্টেশনের বাইরে গোশকট-ষ্ট্যাণ্ড। মাসুদ ত জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে ক্ষ্যান্ত। তার বাদাম বাতাসের উপর অচলা ভক্তি রেখে চলে। উজান-ভাটি নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

যথাস্থানে মালপত্র পৌঁছল। তখন গাড়োয়ান ছুটে আসে। দরাদরি ইত্যাদি ত বাকী আছেই।

গাড়োয়ান। কোথা যাবেন, সাহেব ?

আমি ও মৌলানা। (একত্রে) পলাশপুর।

গাড়োয়ান। পাঁচ টাকা। পাঁচ কোশ পথ।

দামের দিকে আমাদের কারো লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু মৌলানার মুখের দিকে চেয়ে আমি অবাক। পলাশপুর, তিনিও যাবেন ? আশ্চর্য্য।

আমি কিন্তু মনের কথা চেপে গেলাম। বেড়াতে বেরিয়ে যে কোন এক জায়গায় নামার খেয়াল হয়ত স্বাভাবিক। দুর্ঘটনা নয়। কিন্তু একই জায়গায়, একই সময়ে এমন খেয়াল নাজেল হোলো ?

দু'ই সঙ্গী আমার মনের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু টের পায় না।

গাড়ীতে চেপে আমি প্রায় ভাবাবিষ্ট দার্শনিক হোয়ে পড়লাম। গাড়ী ছেড়েছে কখন, তাও আমার খেয়াল ছিল না। মৌলানা ত বেশ কেরামতি শুরু করেছেন। রউফন-কে হয়ত চেনেন। না, ওর আত্মীয়! মাসুদ সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি ছেড়েছ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাবেক এবং হাল তাবৎ গলিত-দলিত হৃদয়ের সংবাদ সবই জানে। অন্য সময় হোলে, জিজ্ঞেস করতাম। কিন্তু আজ রীতিমত অস্বোয়াস্তি লাগ্‌তে থাকে। অথচ রউফনের সঙ্গে এক সহপাঠিনী রেস্তা ছাড়া আমার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। তার শালীনতা আমরা সকলে শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তাম। চলা-ফেরায় সে ছিল আমাদের গত-শতকী দাদী ও বিশ-শতকী সঙ্গিনীর কলম-করা তেজী চারা। কাপড়-চোপড়ে তার সুরুচি শালীনতা ছিল সত্যি দেখার মত, যেন যামিনী রায়ের স্কেচ্‌-ফ্রেম থেকে উছ্‌লে বেরিয়ে আসত। লেবাসের ফ্রেমে ঢাকা-পড়ার মত মেয়ে নয় রউফন। এমন

করে ওর কথা কোনদিন মনেও হয়নি। আজ মৌলানা কি ফুঁক-ফাঁক শুরু করলেন?

মাসুদ বেডিং পেতে সটান লম্বা, সিগারেট ফোঁকার সঙ্গে গানের কলি দোহ্‌রাতে লাগল। সে শহুরে মানুষ। পল্লী-অঞ্চলের স্নিগ্ধ শোভা চোখ ভরে শহরে নিয়ে যেতে চায়। তাই কাৎ হোয়ে শুয়ে বাইরে চোখ ছড়াচ্ছে। মৌলানা চুপ করে গেছেন, সেটা আমার পক্ষে আরো অস্বোয়াস্তিকর।

কি ভাবছে মৌলানা?

যদ্দূর জানি, আমরা যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছিলাম, মৌলানা তখন তার ধারে কাছে হাঁটতেন না এম, এ পাশ করেছেন পরে। রউফন-কে চেনার কথা নয়। আর চিন্‌লে রউফন কি আমাকে বলত না? তার সুখ-দুঃখের আমিই ছিলাম ভাণ্ডারী। উমেদার ছিলাম না কোনদিন। সে কিন্তু আমাকে সব কথাই বলত সহপাঠি হিসেবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেরা এক ছাত্র তা-কে দাগা দিয়ে গেল—তার খুঁটিনাটি খবর ত শুধু আমিই জানি। রউফনের হঠাৎ আত্মনির্ব্বাসনের হেতু হয়ত সেইখানে। কিন্তু তারপর আর ত দেখা হয় নি। ডিগ্রীর উচ্চতা দিয়ে কত মেয়ে যে মানুষের উচ্চতা মাপে আর পরে প্রতারিত হয়, তার উদাহরণ রউফন। ইংরেজী বিভাগের সেই ছেলেটা পরে এক কণ্ট্রাকটরের মুর্খ মেয়েকে বিয়ে করেছিল আট-আনা রাজত্ব-সহ। রউফন হয়ত খবরটা পেয়েছিল। অবিশ্যি আমি প্রত্যাখ্যান-পর্ব পর্য্যন্ত সাক্ষী ছিলাম। তারপর আর কিছু জানি নে। রউফন পত্রযোগে সম্পর্ক জীইয়ে রাখার চেষ্টা পেয়েছিল। আমি ত কোন জবাবই দিই নি। অথচ দশ বৎসর পরে আমরা সশরীর উত্তর দিতে যাচ্ছি।

ভ্রমণের আনন্দটা শেষে এই ভাবে মাটি হবে নাকি? কয়েক সপ্তাহ দোজখ-গুল্‌জার মওজের উপর আমরা তিনজনে সওয়ার ছিলাম। হাসি-ঠাট্টার উপায়-উদ্ভাবনে কোন ঘাট্‌তি পড়ে নি। আজ দুই জন প্রায়-গম্ভীর। মাসুদের আবিষ্কার-শক্তি বোধ হয় নিষ্‌প্রভ। সাহিত্যের

ছাত্রের মুখে কথা নিজে এসে যোগান দিচ্ছে না, এ কেমন ধারা! ও ত অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট টান্‌ছে, কথা বল্‌ছে না।

পাড়াগাঁর এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো রাস্তায় গরুর গাড়ী যেন সাঁতার কাট্‌ছিল। অঙ্গে অঙ্গে তা টের পাচ্ছিলাম। সাহচর্য্য পথ-ক্লেশ মুছে নিতে পারে। কিন্তু সেদিক ত নীরব। মাস্থদের লক্ষণ মোটেই সুবিধের নয়। অস্বোয়াস্তি বাড়তে লাগল। না, ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে সব তিক্ত হোতে শুরু করেছে।

নীরবতার অবসান-কল্পে আমিই প্রথমে ডাক দিলাম, মাস্থদ।

কি স্যার? জবাব এলো। কিন্তু তার চোখ বাইরের দিকে। মাস্থদ বয়সে অনেক ছোট ব'লে মাঝে মাঝে স্যার ডেকে বসে। ক্ষিপ্রবুদ্ধি এবং স্বর্ণ-হৃদয়ের জন্য ওকে আমরা কল্কে দিয়েছি।

মাস্থদের মুখ থেকে আর কোন শব্দ বেরুল না। মৌলানা চোখ বুঁজে কল্পনা-মত্ত অথবা গোশকট-আরোহণ-জাত অঙ্গ-পরীক্ষা পাশ করছেন, খোদাকে মালুম। এতক্ষণে মনে হোলো, পলাশপুর গ্রামের আরো কাউকে চেনা ত মৌলানার পক্ষে সম্ভব। সুতরাং বিস্মিত হওয়ার কি আছে। এই যুক্তি মন মেনে নিলেও, সহজ হোতে পারলাম না। যুক্তির লেজ ধরে সব সময় ত ডাঙায় ওঠা যায় না।

আমি এবার চোখ বুঁজে ঘুমের চেষ্টা পেতে লাগলাম। মাস্থদ আবার বিনা-দেশালাই সিগারেট-প্রান্ত থেকে অন্য সিগারেট ধরালে। আড়চোখে দেখলাম মাত্র। তার বেশী না।

একটি ছোট মজা খালের গর্ত থেকে গোরুর গাড়ী উপরে উঠ্‌ছে। গরুর লেজমলা সহ গাড়োয়ানের হেট্‌-হেট্‌ শব্দে জেগে উঠ্‌লাম খোঁয়ারি থেকে। মাস্থদ তখন ঘুমোচ্ছে। মৌলানা চোখ খুলে আবার বন্ধ করলেন। আমেজের পিছু-ধাওা' ছাড়তে তিনি নারাজ।

আমি কিন্তু উঠে বসলাম চোখ কচ্‌লে কচ্‌লে। গোরুর গাড়ীর মুখে বসে সমস্ত এলাকা পরিমাপ করতে বেশ লাগে।

জায়গাটা সড়ক-দীর্ন বসতি-বিরল গ্রাম। খড়ো ঘর গাছপালা ছাড়া আর কিছু যেন উপরে নেই। জমিনের উপর শারদীয় আমেজ রঙে, কুসুমে।

শাপ্‌লার জলোত্থিত নিশান এখানে-সেখানে পোঁতা। জিজ্ঞেস করলুম, "গাড়োয়ান, পলাশপুরের সেই মেয়েকে চেনো?" কথা উচ্চারণের আগে আমি দুই সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েছি। দুই জনে ঘুমোচ্ছে, চোখ যদি মিথ্যে না বলে।

রউফনের বাবার নাম জানি না। আর কোন কিছু মনে নেই—এক পাব্‌না, পলাশপুর ছাড়া। সুতরাং গাড়োয়ানের কাছ থেকে আর কি ভাবে হদিস বের করব?

কোন মেয়ে হুজুর?

ওই যে ঢাকায় পড়ত। পরীক্ষায় খুব ফাষ্ট-সেকেণ্ড হোতো।

কত দিন আগে?

গাড়োয়ান আমার আক্কেলে মাত্রা দিলে, বুঝতে পারলাম। অন্ধকারে ঢেলা ছুঁড়তে গেলে, দিকের একটা আন্দাজ অন্ততঃ থাকা দরকার।

বছর দশেক আগে।

ও, হেডমাষ্টারের কথা বল্‌ছেন?

—হেডমাষ্টার নয়। মেয়েছেলে, হেড মিস্‌ট্রেস।

—হুজুর, তা ত কইতে পারি না। পলাশপুরের এক হেডমাষ্টার আছে। সে কিন্তু মেয়েছেলে।

"স্যার' ওর সঙ্গে আর লিঙ্গ-নির্ধারণ করতে যাবেন না, কথা বলে যান", মাসুদ পাশ ফিরতে ফিরতে বল্‌লে, চোখ না খুলেই।

"তুমি যে ঘুমোচ্ছ—" জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু মাসুদ আর জবাব দিলে না। বুঝ্‌লুম, সে আবার খোঁয়ারিতে ডুবেছে। মৌলানা এখন অতলে। আমি তাই গাড়োয়ানের দিকে মুখ ফেরাই।

—হ্যাঁ, সেই হেডমাষ্টার।

—হুজুর। হেডমাষ্টার ত শা' সাহেবের নাৎনী।

—হ্যাঁ ঠিক ধরেছ।

—আপনি বুঝি তেনার বাড়ীতে যাবেন।

—হ্যাঁ।

—আগে ত মেয়েদের ইস্কুল ছিল না। শা' সাহেবের নাৎনী এসেই ইস্কুল খুললেন। এখন বহু মেয়ে পড়ে।

যাক্, অনেক খবর পাওয়া গেল। তবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, "নাৎনী আর শাদী করে নি?"

"না, হুজুর। বড় ভাল মেয়ে। ইস্কুলের এত কাজ কি সংসার থাক্‌লে করতে পারত?" গাড়োয়ান জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি, পেছনে মুখ ফেরায়। আমি আর আমল দিলাম না। ঘুমোনোর ভান করে শুয়ে পড়লাম।

রউফন অন্ততঃ খবর-না-নেও'য়ার নালিশ তুল্‌তে পারবে না। গাড়োয়ানের হদিসে তার ব্যবস্থা হোয়ে গেছে।

কিন্তু শুয়ে-শুয়ে তোলপাড় করতে লাগলাম। রউফনের মত মেয়ে ত চুপচাপ জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে না। কাজেই লেগে আছে সে তা'হলে। গোরুর গাড়ীর শ্লথগতি এবার ভয়ানক অস্বোয়াস্তিকর ঠেকে। পৌঁছুতে পারলেই, বাঁচি। মৌলানা তখন নাক ডাকাচ্ছে। ভালই হোলো, ওর কানে কিছু যায়নি। আর মাসুদ এত হপ্তম-পঞ্চমে নেই। রউফনকে দেখে হঠাৎ হয়ত হাসবে অথবা পরে আমাদের কাছে কোন গল্প শুন্‌তে চাইবে। তার একটা ব্যবস্থা হবে বৈকি।

রউফনের মুখ কল্পনায় ধরার চেষ্টা করলাম। খাড়া-নাক গৌর সাঁওতাল মেয়ের ছবি সামনে এঁকে নিলেই রউফন কে পাওয়া যায়। দীর্ঘায়ত চোখ। আর যখন সে কথা বলত, মনে হোত, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই সে বাক্যালাপ করছে—সাধারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে যা' দুষ্প্রাপ্য। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফক্কড়-তুখোড় ছেলেরা বাজি রেখে, ওর কাছে গিয়ে অশালীনতা বিন্দুমাত্র দেখাতে পারত না। দশ বৎসরে হয়ত বদলেছে। হয়ত মোটা অথবা কৃশ। যা হোক, বর্তমান মানুষটিকে দেখার জন্যে আমার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। গাড়ীর চাকার সঙ্গে তাই আদাওতি চল্‌ছিল। গাড়োয়ানকে ধমক দিলুম, জোরে চালাও। কিন্তু তার দু-মিনিট পরে সে গাড়ী থামালে, ষ্টেশনে পৌঁছে গেছে।

—হুজুর, ওই টালিছাও'। দহলিজ। ওঠেন।

বড় সড়কের উপর একটা ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় গাড়ী থেমেছে। তারি বামদিকে একটা সরু রাস্তা। পঞ্চাশ গজ দূরে সত্যি টালিছাও'। দহ্লিজ দেখা যাচ্ছে।

আমি প্রথমে নেমে তাড়া দিতে লাগলাম, "মৌলানা,—মাসুদ, উঠে পড়ো, এসে গেছি।"

দুই জনে "এসে গেছি" রবে ধড়মড়িয়ে উঠে দু-তিনবার হাই-তোলা কসরৎ শেষে গাড়ী থেকে নামল।

সিগারেট ধরালে মাসুদ। তার চোখ যেন অন্তর্দৃষ্টির সুবিধার জন্য কপালে একটু গভীর খাঁজ কেটে বসানো। আর ওর হাসির জন্য দাঁত লাগে না। ঠোঁটই ধীরে ছলকে উঠে হাসির আমেজ ছড়িয়ে যায়। চোখ তখন সায় দিতে এগোয়। আজ ধোঁয়া ছেড়ে আত্মোচিত হাসি-যোগে মাসুদ শুধালে, "স্যার, এই কি আপনার হেডমাষ্টারের বাড়ী?"

আমি জবাব দেওয়ার আগে মৌলানা বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে "হেডমাষ্টার"?

উত্তর মাসুদই দিলে, "খোঁয়ারির ঘোরে শুন্লাম উনি গাড়োয়ান-কে, হেডমাষ্টার হেডমিষ্ট্রেস করে, ইংরাজী ব্যাকরণ শেখাচ্ছেন। তা-ই বল্ছি।"

একটু টেনে 'ও' উচ্চারণের পর মৌলানা সিগারেট ধরিয়ে বল্লেন, "এখন চলুন। পলাশপুর ত এটা?"

"জী", জবাব দিলে গাড়োয়ান। তা-কে লক্ষ্য করে আমি বল্লাম "ওহে তুমি বেডিং ক'টা নিয়ে এসো। আমরা এগোচ্ছি।"

"জী, আচ্ছা।"

আমাদের তিনজনের হাতে সুট্কেস। এগোতে লাগলাম। কিন্তু পা আর এগোতে চায় না। হয়ত ঠিকানা ভুল। আর শাহ সাহেবের নাৎনী রউফন হবে—তা ত ঠিক নেই। মৌলানা সকলের আগে ছিলেন। তাকেই ইমাম পাকড়ে পা বাড়াতে লাগলাম। মাসুদ পেছনে। অনন্ত-কৌতুহলী তার চোখ-মুখ, কেন জানি, অচেনা পরিবেশে হঠাৎ বেশ শান্ত। এমন-কি সিগারেট পর্যন্ত সে ফেলে দিয়েছে।

দহলিজের সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিক জরীপ করে নিলাম।

পাড়াগাঁর প্রকৃতি-সাজানো পরিবেশে যে নির্দয় কারুণ্য দেখা যায়, এখানে অন্ততঃ তা নেই। এক রকমের অবহেলা-জাত বুনো আবহাওয়া এই দহলিজের প্রাঙ্গনে লেপ্টে রয়েছে। সঙ্গেই মধ্যবিত্ত ভদ্রাসন। দাওয়া খুব উঁচু। মেঝে-পৈঠা সব পাকা। এককালে এদের সঙ্গতি আরো উপরে ছিল, তা আন্দাজ করা যায়।

কিন্তু আশে-পাশে কোন জনপ্রাণী দেখা গেল না।

সুট্‌কেশ হাতে উপরে উঠে গেলাম। একটি বেঞ্চ, চার খানা হাতল-বিশিষ্ট কাঠের চেয়ার পড়েছিল। তার উপর আমরা বসে পড়লাম। ভাবছি, কাউকে ডাকার পন্থা কী? এমন সময় গাড়োয়ান বেডিং নিয়ে পৌঁছল। তা-কে উপরেই সব রাখতে বললাম।

মালপত্র যথাস্থানে। এখন গাড়ায়ান-কে বিদায় করে দেওয়াই ভাল। চেনা-অচেনা, যা-ই হোক, এস্থান থেকে অন্ততঃ আজ আমরা নড়ছি না।

গাড়োয়ান-কে ভাড়া, আরো এক টাকা বখশীশ দেওয়ার ফলে সে খুব খুশী।

তাকে বল্‌লাম "তুমি কাল দুপুর বেলা আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?"

"খুব পারব, হুজুর।"

"দেখো, তা-হোলে আমরা আর অন্য লোক দেখি না।"

"তৌবা। জবান দিলাম। আপনেরা নিশ্চিন্ত থাকেন।"

কণ্ঠস্বরে মানুষটা ফুটে উঠে। আমাদের আন্দেশার কোন কারণ ছিল না। সে সালাম ঠুকে বিদায় নিলে।

এবার মাসুদ উদ্যোগী, "কি স্যার। কোথা থেকে যে কোথা নিয়ে এলেন, খোদা জানে। এখন বাড়ীর লোকজন ডাকুন।"

"তাই ত", মৌলানা জালাল সন্দেহ-নিরাশার আশায় এক সঙ্গে ফুঁ দিলেন।

দহ্‌লিজটা বেশ বড়। একটা বড় কামরার সঙ্গে বিরাট হল। তিন দিকে বারান্দা। পশ্চিম-মুখী দহ্‌লিজের ঠিক পূব-কোনায় একটা দরজা।

আমরা বসে আছি 'হলে'।

সেই দরজার দিকে আমার চোখ গেল। ভাবলাম, ওখানে দরজার হেতু কী। আর কড়া যখন লাগানো, ব্যবহারিক মূল্য কিছু আছে নিশ্চয়।

উঠে গিয়ে কড়া নাড়লাম প্রথম দুইবার মৃদু। তারপর জোরে তিনচার বার।

থেমে দাঁড়িয়ে আছি। দরজার ওপারে কিসের যেন শব্দ হোলো। কান পাতলাম। কে যেন তালা খুল্‌ছে। তারপর ছিট্‌কিনি। আমি তাই দরজার মুখে আর থাকি না, সরে আসি সঙ্গীদের মধ্যে।

দরজা খোলামাত্র আমাদের তিন-জোড়া চোখ সেইদিকে ধাওয়া করে। বেরিয়ে এলো সামনে, অর্গল খুলেছে যে এইমাত্র। আমরা তার দিকে তাকাই। সে আমাদের দিকে। সকলে এখানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। সকলের শরীর নড়চড়হীন।

বিস্ময়াহত, সত্যি মুখে আর কোন কথা যোগাচ্ছিল না। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে এলো যখন কানে শুনলাম, "কি আমার কপাল, চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি নে। সত্যি এসেছেন সোবহান সাহেব?..... ও মা জালাল ভাই শুদ্ধ ... .....।"

এতক্ষণে পুরোপুরি বুঝতে পারি, রউফন আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। মুখ খানা তেম্নি আছে, শুধু ঈষৎ ভারী। আর সমস্ত দেহে কিছু গিন্নি-গিন্নি ছাপ। চোখ আগের চেয়ে তীক্ষ্ম তেজস্বীতার প্রতীক রূপে ঝলকিত। আটপৌরে সাধারণ সরুপাড় শাড়ী আজও যামিনী রায়ের ছবির ফ্রেমের মত—আধেয়কে উছলে জগৎময় ছড়িয়ে দিচ্ছে শুধু।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার জন্য চেতনা প্রস্তুত। "আমি আসছি, আপনারা বসেন", বলে ঝটকা দিয়েই রউফন দরজার আড়াল হোয়ে গেল। বিদ্যুৎ-স্পর্শ থেকে যেন সে আমাদের বাঁচিয়ে দিলে। মাসুদ ত অবাক। সে এবার দাঁত চেপে হাসে, যদিও ওই সহযোগ ছাড়াই তার হাসি বে-মানান নয়।

"স্যার, এ কোথায় নিয়ে এলেন?" তার প্রথম শর।

মৌলানা তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে মরা ব্যাঙের মত হাত পা লম্বা করছেন। মাসুদ আবার সিগারেট ধরালে। জবাবের কোন অপেক্ষায় থাকল না। ওর মুখ বন্ধ, সুতরাং শর বন্ধ।

আমি কিন্তু মৌলানার দিকে তাকিয়ে আরো ঈর্ষা-বিস্ময়-পাথারে হাবুডুবু খাই। জালাল ভাই। আর আমি অর্থাৎ সোব্হান সাহেব। আত্মীয়তার ফারাক অনেক-খানি।

আবার তিনজনে স্তব্ধ। আমিও সিগারেট বের করে দেশালায়ের উপর ঠুক্তে লাগলাম। নেশা নেই, তবু নেশার নিম-ইচ্ছা চাড়া দিচ্ছে গলায়।

রউফন এবার একা না। সঙ্গে ভৃত্য, ঝাঁটা এবং সাদা চাদর।

আমরা সকলে আবার উঠে দাঁড়ালাম। একজন অপরিচিত। মাসুদ-কে তাই পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। ঝাল মিটিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ ছাড়লাম না।

"শোনো রউফন, তোমার সঙ্গে আমার এক ছোট ভা'য়ের পরিচয় করিয়ে দিই। মাসুদ—সহকর্মী, ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টের লোক।"

"আদাব, আদাব", রউফন বেশ সপ্রতিভের মত তাড়াতাড়ি কথাগুলো উচ্চারণ করলে। আমার শর বৃথা গেল। পুরাতন ঘায়ে খোঁচা দিতে পারলাম না। আফ্শোষ!

রউফনের চোখ অতিথি-সেবার দিকে। কিশোর ভৃত্য-কে আদেশ দিলে "ফালু, চারদিকে ঝাঁট দিয়ে দে। আমি ততক্ষণে কামরাটী খুলি।" তারপর আমাদের দিকে সম্বোধন, "লোকজন কালে ভদ্রে আসে, রোজ পরিষ্কার পর্য্যন্ত রাখা হয় না।"

"এই ত আমরা এলাম। চিঠির জবাব দিতে", আমি আবার মৌলানার দিকে চেয়ে বললাম। সঙ্গীর সঙ্গে কেমন যেন বৈরী-ভাব লেগে গেছে।

"সে আমার ভাগ্য—নসীব। এখন কথা থাক, আমি আগে সব ঠিকঠাক করে ফেলি।" তাড়াতাড়ি কথাগুলো প্রায় উগরে দিয়ে রউফন কামরার চাবি খুলতে লাগল।

পেছন থেকে বল্‌লাম, "আমরা তিন জনে তিন হপ্তা, বহু জায়গা চষে বেড়াচ্ছি। তুমি বরং বসো, আমরা সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

দরজা খোলার পর ভেতরে ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে রউফন আমাদের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিলে, "সেই জন্যেই ত আরো বিশ্রাম দরকার।"

কামরার ভেতর দু-টো বড় বড় তক্তপোষ ছিল। মাঝখানে একটা টেবিল। আমাদের বেডিং খুলে রউফন সব সাজাতে লাগল।

ওর প্রাণবন্ততা তা-হোলে মরে নি। আমাদের কোন সাহায্য-প্রার্থী নয় সে। মাস্থদ কয়েকবার অভদ্রতাজনিত অস্বোয়াস্তি কাটাতে এগিয়ে গেল, কোন কাজে লাগ্‌বে। কিন্তু রউফন তখন একাই এক শ'। হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লে, "মা দুর্গার দশ হাত। আমিও মাঝে মাঝে দশ হাত বের করতে পারি—যদিও মানুষ।"

কিশোর ভৃত্য ফালু। সে এক বাল্‌তি পানী, বদনা নিয়ে দহ্‌লিজের পৈঠায় রাখলে। আমরা যেন হাত-মুখ ধুয়ে নিই। সব দিকে রউফনের চোখ চকি-পাক খাচ্ছে।

আমি বল্‌লাম, "তুমি বসো। কথাবার্তা বলা যাক।"

"না, তা এখন নয়। আগে চা বানিয়ে নিয়ে আসি। অবেলা ভাত-রান্নায় সময় যাবে, আর শরীরের পক্ষেও ভাল নয়। আজ একদম সন্ধ্যার পর খাওয়া, তারপর সব কথা।" রউফন আর সুযোগ দেবে না জবাবের। তারপর-ই বল্‌লে, "ততক্ষণ দহ্‌লিজের কড়িকাঠ গোনেন তিন জনে।" হাসতে লাগলো সে।

যাওয়ার জন্যে রউফন মুখ ফিরিয়েছে, এমন সময় মৌলানা বল্‌লেন "রউফন-বু' আর একটা কথা।"

পা যথা স্থানে রেখে ঘাড় ফেরালে সে, "কি?"

"হুজুর কেমন আছেন? আদাব জানাবেন।"

"শরীর বয়স অনুপাতে খুব খারাপ না। তবে চোখ একদম গেছে। খুব জোরে কথা না বললে, কানেও শোনেন না।"

জবাব দিয়েই রউফন দ্রুত চৌকাট পার হোয়ে গেল।

হুজুর আবার কে? মনে মনে ভাবলাম, মৌলানা জীন-হাসেল ধাঁধাঁ ছাড়তে জানেন। আমাদের দু-জনের বেডিং পাশাপাশি। মাসুদ অন্য দফায়। মৌলানার সঙ্গ হঠাৎ বেখাপ্পা লাগে। লোকটা সেই ষ্টেশন থেকে জ্বালাচ্ছে। অথচ আমার এই অস্বোয়াস্তি নেহায়েৎ অনিচ্ছাজাত।

মাসুদ সটান সিগারেট টান্‌ছে। তার প্রশ্নবান এখনও শুরু হয়নি। শালীনতা-বোধ খুব টন্‌টনে ব'লে সে চুপ করে আছে। নচেৎ সে একটা জ্বান্ত আতঙ্ক। আমার ব্যবহারে কোন রকম অস্বাভাবিকতা ওর চোখ এড়িয়ে যাবে না। আমি চুপ করে সত্যি কড়ি-কাঠ গুন্‌তে লাগ্‌লাম। আকাশ-পাতাল ভাব্‌নারা ছুটুক।

মাঝখানে টেবিলটা এক ফুট উঁচু। তক্তপোষে শু'লে এটা পাশে বাধার মত ঠেকে। অন্য তক্তপোষে শুয়ে কে কী করেছে, তা উঠেই দেখতে হবে।

"স্যার", শব্দ কানে গেল। দেখি, মাসুদ বিছানার উপর উবু বসে টেবিল উপর দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

—কি মাসুদ। আমি তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে জবাব দিলাম।

—স্যার, আপনি কি আদেশ পালন করছেন?

—কি আদেশ?

--কড়ি-কাঠ গণনার।

মিষ্টি হাসি যোগে কথা কটা জিভ থেকে বের করে দিয়েই মাসুদ যেমন শুয়েছিল তেমনই দেহ রাখলে।

আমি উঠে বসেছি এবার। পাশে মৌলানার হালচাল ভাল নয়। যার কথা-বয়েৎ সারা রাস্তা শেষ হয় না, তিনি হঠাৎ গম্ভীর কেন? হুজুরের সন্ধান ওর কাছ থেকে —না, কোন কিছু জালালী আর আমার

ধাতে সইবে না। বাড়ী ফিরে যে-কটা জালালী কবুতর পুষেছি, সব জবাই করব। বেয়াড়া মনের শিং-পাকড়াও-অবস্থায় ডাক দিলাম, মাসুদ।

—স্যার।

—চলো বাইরে বসি।

—গনা খতম হোয়েছে বোঝা গেল। চলুন।

মাসুদ উঠে বসল। আমি এবার কিছু হাসি তা-কে উপহার দিলুম। কিন্তু কামরা ছাড়া গেল না। রউফন চা-টা সহিত হাজির। মৌলানাকে সে তাড়া দিলে, উঠুন, জালাল-ভাই।

আগেই তিনি আসীন। এই তাড়াও আমার কপাল থেকে খসে গেল।

ট্রে টেবিলের উপর রাখলে রউফন। বহনকর্তী সে নিজে। আমাদের পক্ষেও ভাল। আর নড়াচড়া নেই। আল্‌সে মুহূর্তে বিছানায় বসে-বসে চা খেয়ে খুব আরাম পাওয়া যায়। সাম্‌নে বাষ্পায়িত পেয়ালা। বিছানার এক পাশে বসল রউফন।

ওকে এবার স্পষ্ট দেখার সুযোগ পাই। দশ বৎসরে এক ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের পোঁচ ছাড়া রউফনের শরীরে আর কোন পরিবর্তন নেই। প্রত্যুষে দিগন্তের সেই হাসি এখনও ওই ঠোঁটে লেগে আছে।

ক্লান্তি এবং সময়-জনিত অন্ধকার পার হোতে পারলে চা মনোরমই লাগে।

শুরু হোলো জিজ্ঞাসাবাদ। মৌলানা কিন্তু সাধারণ কুশলাদির উর্ধে ওঠেন না। ফোড়ণ-দাতা মাসুদ। সে বিস্ময়ের ঝলক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তার সঙ্কোচ-কাটানোর সহজ অভ্যেস আজ উবে গেছে। সুতরাং আমার মাঠ ফাঁকা।

হঠাৎ বলে বস্‌লাম, তোমার স্কুল কেমন চল্‌ছে?

—স্কুল! ওমা, সে-খবর রাখছেন দেখছি।

—কেন রাখতে নেই?

—যে মানুষ চিঠির জবাব দিতে পারে না, সে খবর রাখে।

—এটা তোমার ভুল ধারণা। চিঠি-লেখার সম্পর্ক নেই, অথচ কত

লোকের খবর ত রাখি। না-হোলে খবরের কাগজ পড়ি কি করে?

তর্কে হেরে রউফন জবাব দিলে, "স্কুলে কাল আপনাদের নিয়ে যাব"।

—কেন ভর্তি করতে?

—ওহ্, এখনও আপনার ঠোঁট-কাটা বদ্‌নামটা গেল না। ক্লাস 'এইট' পর্য্যন্ত করেছি কোন রকমে। তা-ও কত লেখালেখি। আগে এই অঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়ার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ভাব্‌লাম, একটা কিছু করতে হয়। আজ ছুটির দিনে এসেছেন, তাই রক্ষা। নচেৎ আমার কাজের আর অন্ত নেই।

—সেটাই সুসংবাদ।

মুড়ি, নাড়ু, কোরা নারিকেল সহযোগে পানীয় গলায় ঢালছিলাম। তার আগে রউফন অবিশ্যি এক প্রস্থ বলে নিয়েছে, "শহরে লোকের কি ভাল লাগ্‌বে?"

কিন্তু ভাল আমাদের লাগছিল, তা বলা বাহুল্য। ক্ষুধা আর পরিবেশ তার জন্যে যেন তৈরী ছিল।

চা পান শেষ-মাত্র রউফন উঠে পড়ল। বল্‌লে, "সন্ধ্যায় গল্পটা যদ্দুর সম্ভব লম্বা করা যাবে। এখন রান্না আগে সেরে নিই। হ্যাঁ, জালাল-ভাই, আপনি ওঠেন।"

—কেন?

—আপনার ডাক পড়েছে।

মৌলানা সমভিব্যহারে রউফন টে ইত্যাদি সহ অন্দরে চলে গেল।

মৌলানা আবার এক পয়েন্টে জিত্‌লে। অথচ আমার অস্বোয়াস্তির হেতুটা কোথায়? নিজেও খুঁজে পাই না। আগেই বলেছি, রউফন আমার সহপাঠি মাত্র। তার প্রত্যাখ্যান-পর্বে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে সে হয়ত আমাকে গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু এমন কোন সম্পর্কের জন্যে আমি ত কোনদিন প্রস্তুত ছিলাম না। ঈর্ষাজনিত আবেগের ধাক্কার ফল কি এই অবস্থা? তা নয়। তবু—

মৌলানার ধাঁধাঁ আমার সমস্ত বৈকালটা মাটী করে দিলে। মাস্‌দের হাস্য-প্রস্রবণে গা ধোওয়া আজ সম্ভব হোল না। সেও তাই আমাকে নিয়ে গ্রাম-শোভা দেখতে বেরুল। কিন্তু তার স্বতস্ফূর্ত কথার তোড় দেখা গেল না মোটেই।

গা-ঢাকা সন্ধ্যায় ফিরে দেখলাম, ফালু দহ্‌লিজে হ্যারিকেন রেখে গেছে। মৌলানা তখনও ফেরেন নি। আমার বুকে কি যেন বিঁধতে লাগল। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মাস্‌দ হ্যারিকেনের আলোয় একটা বই নিয়ে বসল। এই গ্রাম তেমন জন-বহুল নয়। নির্জ্জনতা সহজেই ফিরে আসে। সন্ধ্যার পর ভুচর খেচর ছাড়া আর কারো রব কানে আস্‌ছিল না। আমি নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া-রত।

রউফনের হাসির আওয়াজে উঠে বস্‌লাম। মৌলানা তার সঙ্গেই ফিরেছে।

রউফন প্রস্তাব দিলে, "আজ সকাল সকাল খাওয়াটা সেরে নিন।"

"না, আমার একটু মাথা ধরেছে। ওটা ছেড়ে যাক।"

"সন্ধ্যার বাতাসে ছাড়ল না?"

"না।"

"তা-হোলে আপনি উঠুন। এই ফাঁকে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলে নিই। চলুন অন্দরে।"

অস্বোয়াস্তি মুছে যায় না। অতিথি-সৎকারিনীর মর্য্যাদা ত রাখতে হয়।

আমি রউফনের অনুসরণ করি। একটা ছোট ঘুলি পার হও'ার পর অন্দরের আঙিনা। তার তিন পাশে সারি সারি তিন চারখানা ঘর। সবই পাকা। অবিশ্যি উপরে ঢেউ-টিন।

চলাচল পথে আমার কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য রউফন আগেই আঙিনার এক পাশে হ্যারিকেন রেখে গিয়েছিল। আলোয় চারিদিক আমার নজর-ছাড়া হোতে পারে না।

এখানে আঙিনায় একটা ছোটখাটো বাগান আছে, বলা যেতে পারে। ফুলের গাছের সংখ্যা কমই। তবু আছে। পূব-কোনায় দেখ্‌লাম, ডালিম গাছে ফুল ধরেছে।

রউফন আমাকে একটা কামরায় ঢুকে বল্‌লে, 'আপনি বসেন।''

এখানে একটা খাট, একপাশে ছোট টেবিল গোটা দুই চেয়ার রক্ষিত।

কিন্তু কামরার আসল দ্রষ্টব্য বইয়ের আলমারী। থরে থরে সাজানো। কৌতুহলী চোখ চারিদিকে ধায়। আর্বী কেতাবই বেশী। কে পড়ে এত কেতাব? রউফন ত তাদের লাইব্রেরীর কথা কোনদিন বলেনি। ওর বাবা উকিল ছিলেন। হয়ত এই সঞ্চয়ের বাতিক ছিল। কিন্তু তিনি ত আর্বী জানতেন না। আমার কৌতুহলের আরো সীমা থাকে না।

এমন সময় নেপথ্যে শোনা গেল রউফনের গলা: দাদু, এই ঘরে আসুন।

দাদু? রউফন কার সঙ্গে কথোপকথন-রত। চেয়ার ছেড়ে উঠে দেখার কৌতুহল জাগে। তবু চুপ করে থাকি। গাড়োয়ানের কথা মনে পড়ল, শা' সাহেবের নাৎনী।

আবার নেপথ্য-কণ্ঠ: দাদু, একটু বাঁদিকে।

—আচ্ছা, বিবিজান।

—দাদু, আপনার চন্দ্রমাধবী ফুলে কুঁড়ি দেখা দিয়েছে।

—বহুৎ আচ্ছা। কাল পানি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

—আমি দিয়েছি। এখন চলেন।

—চলো।

নেপথ্য-আওয়াজ আর কানে আসে না। আমি উৎকর্ণ। কিন্তু চোখ মেলে রাখি গ্রন্থরাজির উপর।

দু-মিনিটের মধ্যে রউফন কামরায় উপস্থিত। হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে আস্‌ছে এক বর্ষীয়ান-কে। আমি উঠে দাঁড়লাম। এমন সৌম্য মূর্তি আমি জীবনে দেখিনি। সাদা-ঘন চুল দাড়ী। পরনে সাদা পিরহান,

সাদা তহ্‌বন। ঋজু কদ্‌। পা ছুঁয়ে সালাম-করা আমার অভ্যেস নয়। আজ মাথা অজানিতে ঝুঁকে গেল।

আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বল্‌লেন, "কে ?"

—আমার সহপাঠি ছিলেন, সোবহান মজুমদার। এখন কলেজের লাইব্রেরীয়ান।

—আহ্‌, এসো ভাই আমার বুকে এসো। বৃদ্ধ আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দৌলতের মাঝখানে থাকো। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ত তা-হোলে আজ্‌কের নয়।"

অভিভূতের মত চেয়ে থাকি। ঠাঁয়ে খাড়া।

রউফন বল্‌লে, "ইনি আমার দাদু। শাহ ফরিদ উদ্দিন জোন্‌পুরী।"

"এঁর কথা আগে ত কোনদিন বলোনি।" অভিযোগ তুল্‌লাম।

"সুযোগ হয়নি।"

শাহ সাহেব খাটে নিজের বিছানায় গিয়ে বস্‌লেন। আমরা চেয়ারে। তারপর আলাপ শুরু হয়। রউফন দাদুর কানে জোরে জোরে আমার জবাবটা শোনায়। নব্বুয়ের বেশী বয়স। প্রথম জীবনে লেখাপড়ার ধার ধারতেন না। বর্মা-যুদ্ধের সময় লুসাই অঞ্চলে লড়াইয়ে যান। তারপর গৃহত্যাগ করে যান বিহার যুক্তপ্রদেশ এলাকায়। ফিরে আসেন আর্বী পার্শীর বিরাট মৌলানা-বেশে। বহু সাগ্‌রেদ আছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু বিগত তিরিশ বৎসর তিনি বাইরের জগতের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখেন না।

জিজ্ঞেস করলাম, "দাদু, আপনার এই বৈরাগ্যের কারণ কী ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, 'আত্মার সাধনা আমার সাধনা। আর তা ঘরে বসে তস্‌বী টিপে নয়। সংসারের কাজে। কিন্তু চোখের সামনে দেখ্‌লাম, আদম-শয়তানের যুদ্ধে আদম হেরে যাচ্ছে। হয়ত জমানার তাসীর (ফল)। তাই সব ছেড়ে দিলাম।"

"কি করে বুঝলেন, আদম হেরে যাচ্ছে ?"

"সোবহান-ভাই, আপনি ছেলে মানুষ। হয়ত সব বুঝবেন না। তবু একটা সোজা কথা লক্ষ্য করবেন। আগে কলেজে-স্কুলে কত ছেলে পার্শী পড়ত, কি মিষ্টি ভাষা। আজ একজন ছাত্র পাওয়া যায় না। অথচ মুখে ইরাণ তুরাণ— !"

"তা ঠিক।"

"এটা আত্মার সাধনার ফল নয়। বুঝতে হবে, আত্মা ক্ষয়ে যাচ্ছে।"

"তাই কী অভিমানে—।"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিলেন. অবিশ্যি জবাব সবই রউফন মারফৎ।

"বুদ্ধিমান সেনাপতি চারপাশে তাকায়। যখন দেখে চারিদিকে শত্রুর সেনা, তখন সে পশ্চাদপসরণ করে। লুসায়ে—" অতঃপর তিনি লুসাই যুদ্ধের এক ঘটনা বল্‌লেন।

বড় ধীর ভাষণ, কিন্তু বড় মিষ্টি। আমি বারবার রউফন-কে কোন্ ঠাসা করছিলাম, ওর সংবাদ আগে দেয় নি ব'লে।

"আব্বা মারা যাওয়ার পর দাদু আর কারো সঙ্গে পত্র যোগাযোগ পর্যন্ত রাখলেন না।" রউফন জবাব দিলে।

"কি ভাবে দিন কাটান ?"

"অবসর সময়ে আমি পড়ে-পড়ে শোনাই। আমি ত আর্বীপার্শী বুঝি না, পড়তে পারি।"

শাহ শাহেব হঠাৎ গম্ভীর হোয়ে গেলেন। হয়ত স্মৃতির ফলক পাঠ করছেন মনে মনে। অথবা স্বপ্ন-চ্যুত জীবনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি আবার ওঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই। রউফন আমার হাতে টিপ দিয়ে বারণ করলে। বল্‌লে "উনি মাঝে মাঝে চুপ করে যান। আর কথা-বলার উৎসাহ পান না। নব্বুয়ের বেশী বয়স। এখন বরং আমাদের কথা বলা যাক।"

সত্যি, অবাক লাগে। তোমার এখানে এসেছি।"

"তা লাগারই কথা।"

হঠাৎ কথায় কথায় মোড় ফিরল একদম আরো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে,

"দাদু তোমার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন না।"

"মোটেই না। সবাই ওকে মানে। আর উনি ত বলতেন, মুসলমানদের বিয়ে ওটা বিয়েই নয়। মুরগীকে মোরগ ধরে দেওয়া। জানাশোনা ছাড়া উনি বিয়ের পক্ষপাতী নন। বলতেন, ও-ব্যাপারে আমি খ্রীষ্টান।"

"আশ্চর্য্য মানুষ।"

"দাদুর জন্যেই ত গ্রামে এসে বেঁচে গেলাম। নচেৎ পাঁচজনের পাঁচ কথা শুনে আর এখানে থাকতে হোত না। তবে এখন এখানেও হাওয়া বদ্‌লে ফেলেছি। গ্রামে স্বাধীন-ভাবে চলাফেরা করতে পারি। এতে বোঝেন না?

—তোমার কৃতিত্ব আছে।

—মোটেই না। দাদুর কৃতিত্ব। দাদু ত মৌলানা। তখনই আমাকে পর্দা করতে দিতেন না। ঐ যে জালাল, মৌলানা জালাল—সে ত দাদুর সাগরেদ। ছোট বেলা থেকে চিনি।

রউফনের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। এতক্ষণে মৌলানার স্বরূপ আমার কাছে পরিষ্কার। এমন ওস্তাদের কাছে শিক্ষা, তাই মৌলানা জালাল সত্যিই উজ্জ্বল বিস্তৃত হৃদয়ের অধিকারী। আত্মকরুনা শুরু হয় মনে মনে। তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে রউফন-কে বল্‌লাম "আমাদের ব্যক্তিগত বহু কথাই বাকী রয়ে গেল।"

"দাদু মৃদু কথা কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না। সেই জন্য আপনাকে ডেকে এনেছিলাম। কিন্তু তার প্রয়োজন কী? শুধু একটা কথা—যার জন্য ডেকে আনা, মনে রাখবেন: গেরস্থ বাক্স তৈরী করে, তা—তে নানা খোপ থাকে। কোনটায় পয়সা, কোনটায় গহনা, টাকা, নোট ইত্যাদি রাখবে। হয়ত দেখা গেল নোটের খোপে নোট আর উঠল না। তার জন্যে অন্যান্য খোপের অবহেলা করে না তারা। বরং শূন্যটা বন্ধই রাখে আর খোলে না। যে-খোপে যা

জমানোর কথা তাই সঞ্চয় করে। জীবন সম্পর্কে এই আমার শেষ কথা। অন্য কথা তুলবেন না।"

রউফন আমার দুই হাত চেপে ধরল। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে নতমুখে ধীর কণ্ঠে বললে, "এসেছেন গরীবের এখানে। যদ্দিন খুশী আপনারা থাকুন। পুরাতন কথা আর তুলবেন না।"

ভাব্‌ছি কী জবাব দেব। এমন সময় শাহ সাহেব তাড়া দিলেন, "সোবহান-ভাই, আজ সকাল সকাল খেয়ে আরাম করো। কাল কথা হবে। আর বিবিজান, বন্দোবস্ত করো। কাল কিন্তু মনে করে দিও—।"

জিজ্ঞেস করলাম "কী?"

"আঙিনার বাগান ত দাদু নিজে করেন। আন্দাজে আন্দাজে রোজ পানি দেন। ফুল ফুটলে খোঁজ পান। অনেক সময় মনে থাকে না। তাই আমার কাছে এত্তেলা।" রউফন জবাব দিলে।

বাইরে যাওয়ার আগে আর একবার দেখে নিলাম, জীবনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন না—এমন বীরের শ্মশ্রু-মণ্ডিত তুহিনশ্বেত মুখ।

দহলিজে এসে মৌলানার উপর খুব চোট্‌পাট শুরু করলাম। আমি তখন ঝড়ের বাতাস। খোলা মন প্রবাসের গুমোটে ফুঁ দিতে লাগল।

—আচ্ছা মৌলানা আপনি। এমন ওস্তাদের কাছে পড়েছেন অথচ তার নাম করেন নি আমাদের কাছে। নেমকহারামী আর কা-কে বলে?

—আহ মিয়া সোব্‌হান অত চটেন কেন? এই ওস্তাদের নাম নিলে অনেকে আস্তাগফেরুল্লা পড়ত।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

—তবু আমাদের কাছে বলতে পারতেন।

—দেখিয়ে দিতে পারলে, আর বলে লাভ কী? মৌলানা আমার দিকে সোজা তাকালেন। তার চোখে হৃদ্যতার পুরোনো সুর শুনতে পেলাম।

শাকসব্জী ভাজা মুর্গী-মাছে রাতের খাওয়া হোলো। মাসুদ বল্লে "এমন জান্লে বিকেলে উপোষ থাক্তাম।"

প্রবাসে অযাচিত আশীর্ব্বাদের তুলনা হয় না। গালগল্পের আসর আবার গুল্জার। রউফন নিজে আমাদের মশারি টানিয়ে দিয়ে গেল।

তিনজনে শুয়ে পড়ল্যম।

মাসুদ সেই সময় বল্লে, "স্যার, বড় ভাইদের শেষ। এবার আমার পালা।" কি মনে করে সে কথাগুলো উচ্চারণ কর্লে, আল্লা জানেন। তবে ও যা শিরোমনি, আবার কি বেফাস বলে ফেল্বে—তাই জবাব না দিয়ে অন্ধকারে নিঃশব্দে হেসে ঘুমোতে গেলাম।

পরদিন সকালে দাদুর ঘরে নাস্তার ডাক পড়ল। গ্রন্থরাজি-শোভিত সেই প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

আজও নাস্তার পর রউফন অভিযোগ তুল্লে, আমরা ঠিক-মত খাচ্ছি না। জবাব দিলাম "রউফন, তুমি আমাদের সেই আলেফ-লায়লার পেট-রোগী বানাতে চাও নাকি, যে রুটি আন্তে গেলে তরকারী খেয়ে বস্ত আর তরকারী আন্তে গেলে রুটি খেয়ে ফেলত।" সকলে হাস্তে লাগল।

দাদু কানে শোনেন না। আমাদের হট্টগোলে সচেতন। রউফন-কে ডাক্লেন হাত ইশারায়।

সে কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে "দাদু, ওরা আলেফ লায়লা ও লায়লার গল্পের কথা বল্ছিল।"

মাসুদ আজ নির্ব্বাক। সেও অভিভূতের মত দাদু আর তাঁর গ্রন্থরাজির দিকে বারবার তাকাচ্ছিল।

দাদু হেসে হেসে বল্‌লেন, "বন্ধুগণ" ওটা আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা (সহস্র ও এক রাত্রি) নয়। ও কেতাবের পুরা নাম "আলেফ লায়াল ওরা লায়লানে। সহস্র দুই রাত্রি।"

মাসুদ জবাব দিলে, "দাদু, আমি ইংরেজীর ছাত্র। আমি ত শুনেছি "*thousand and one night*" সহস্র ও এক রাত্রি।"

"ভুল শুনেছ।"

"ভুল"। মাসুদের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ চ্যালেঞ্জের ছোঁয়াচ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুল। তোমরা ত পড়ো বেঈমান ইংরেজের কেতাব —যাদের গোলাম ছিলে দেড় শ' বছর। আসল বই ত ছাখোনি।"

দাদুরও কণ্ঠস্বর তপ্ত। তিনি নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। চোখে না দেখলেও, উঠান-ঘর সব তাঁর মুখস্থ। আল্‌মারী খুলে ঠিক তৃতীয় সেল্‌ফের মাঝখান থেকে একটা জেল্‌দ-করা কেতাব বের করলেন।

তারপর একটু অবজ্ঞা-জড়িত সুরেই কেতাবখানা আমাদের টেবিলে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন, "দোস্তেরা, একবার চোখে দেখে নাও।"

আমরা তিনজনে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ি। মৌলানা জালাল আর্বী জানেন। কিন্তু আমরা ত পড়তে পারি।

বিরাট পাণ্ডুলিপি। ছাপা কেতাব নয়। মলাট খোলার পর দেখা গেল কেতাবের নাম ঃ আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে।

আমরা ত অবাক।

জিজ্ঞেস করল মাসুদ, "দাদু-এ পাণ্ডুলিপি আপনি কোথায় পেলেন?"

দশ মিনিট ধরে তিনি ইতিহাস বল্‌লেন। হালাকু খানের বগ্‌দাদ ধ্বংসের সময় এই পাণ্ডুলিপি আসে হিন্দুস্তানে। নানা হাত-ফেরীর পর পৌঁছায় শাহ সুজার কাছে। তিনি আরাকান-পলায়নের সময় পাণ্ডুলিপি মুর্শিদাবাদে এক ওমরাহের কাছে চলে যায়। সেখান থেকে জোনপুর। ফরিদ উদ্দীন সাহেব জোনপুর থেকে এটা উদ্ধার করেন।

তিনি বল্‌লেন "নাস্তালিখ অক্ষরে লেখা। অনেকে এটা ঠিকমত পড়তে পারে না পর্য্যন্ত।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এটাই তা-হোলে আসল আলেফ লায়লা ?"

—হ্যাঁ, ভাই।

আমরা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগ্‌লাম। মাস্‌দ বললে, স্থাখেন ত শেষ গল্পটা কি ? অর্থাৎ হাজার এক রাত্রির গল্পটা।"

"শাহজাদা হাবিবের কাহিনী।"

"তা-হোলে ঠিক আছে। তারপরের কাহিনীর নাম কি ?"

মৌলানা জালাল পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে জবাব দিলেন, "জাহাকুল আরদ অর্থাৎ গোলামের হাসি।"

আমরা বিস্মিত। কিন্তু মৌলানা জালাল আর্বী জানেন, সহজে মেনে নেবেন কেন। তিনি পাতা উল্টে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, আলেফ—লায়লায় প্রত্যেক গল্প দুনিয়াজাদীর অনুরোধে শাহরেজাদী বলা শুরু করে। এখানে ত তা দেখছি না।"

"ওই কটা পাতা নেই। সংখ্যা দেখো।"

মৌলানা তা মিলিয়ে নিয়ে খুবই অবাক] আমাদের দিকে তাকালেন।

বিশ্বের বিস্ময় এই পাণ্ডুলিপি। আমি প্রস্তাব দিলাম, "দাদু, এটা আমরা কপি করিয়ে নিতে চাই আমাদের লাইব্রেরীর জন্য। তারপর আপনার কপি পাঠিয়ে দেব।"

ঈষৎ কাঠখড় পোড়ানোর পর দাদু রাজী হোয়ে গেলেন। রউফনের মুখে শুনেছিলাম, সাধারণতঃ তিনি এসব কাছ-ছাড়া করেন না। সেদিন আমাদের জন্য তার স্নেহের ঢল নেমেছিল বোঝা যায়।

শুক্‌রিয়া, ধন্যবান মৌলানা জালাল, তুমি এখানে আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছিলে !

এই আবিষ্কার আমাকে পাগল করে তুলেছিল।

আরো দু-দিন হয়ত থাকা যেত, কারণ চতুর্থ দিনে কলেজ খুলছে। কিন্তু আর না। এই রত্নগুহা থেকে আবিষ্কৃত একটি রত্ন পৃথিবীকে না-দেখানো পর্যন্ত আমার আর স্বস্তি ছিল না।

সেদিনই বিদায় নিলাম দুপুরের পর। রউফনের মিনতির কোন দাম দিতে পারলাম না, দুঃখ। গাড়োয়ান কথা খেলাপ করেনি।

শা' সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিতে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। তাঁকে ধরে-ধরে আনা হ'ল দহলিজ পর্য্যন্ত।

সড়ক পর্য্যন্ত এগিয়ে এল রউফন। জীবনের কাছে পরাজয়-না-মানা বীরেরই পৌত্রী। সে কিন্তু তার সজল চোখ আজ লুকাতে পারল না। ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টের সেই সেরা ছাত্রটির কাছে প্রত্যাখাত হোয়ে রউফন এমনি চোখেই আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জীবন-কে কিন্তু সে খোয়ার হোতে দেয়নি। বীরের পৌত্রী আপ্ত-মানবী।

গাড়ীতে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত তুল্‌লাম। শ্রদ্ধা স্নেহ মমতা—সব কিছুর পতাকা যেন আমার করতালু।

আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিলে।

মাথা নীচু করে রউফন সড়ক থেকে বাড়ী অভিমুখে এগোতে লাগল।

শহরে ফিরেই মৌলানা জালালের সহায়তায় "আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানের" শেষ কাহিনীটা বাংলায় তরজমা করে ফেল্‌লাম। বাংলা-ভাষী পাঠক-পাঠিকাদের মমতার জন্যেই ত পৃথিবীতে বাঁচা। হাজার এক রাত্রির কাহিনী সবাই জানে। দ্বিতীয় রাত্রির কাহিনী আগে আমার পাঠক-পাঠিকারা জানুক। তারপর অন্য ব্যবস্থা।

# আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে

ঃ

ক্রীতদাসের হাসি

## ॥ এক ॥

খলিফা হারুনর রশীদের প্রাসাদের এক অংশে সহধর্মিনি বেগম জুবায়দা ও বাঁদী মেহেরজান কথোপকথন-রত।

বেগম। মেহের।

মেহেরজান। বেগম সাহেবা।

বেগম। যা' এবার যা।

মেহের। আগে ওরা তন্দ্রায় ঝিমোক। মহলের প্রহরীরা এখনও জেগে আছে।

বেগম। আর তাতারী জেগে আছে তোর জন্যে।

মেহের। কিন্তু বেগম সাহেবা, ধরা পড়লে, খলিফা আমাকে কতল করে ছাড়বেন!

বেগম। সে আমি দেখে নেব। আর এই নে। যদি বিপদে পড়িস, আমার আঙ্গুরী রেখে দে। পাহারাদারদের দেখালে ছেড়ে দেবে।

মেহের। তবু ভয় লাগে, বেগম সাহেবা।

বেগম। আজ হঠাৎ ভয় লাগছে কেন?

মেহের। এম্নি। খলিফা ত আমাকে দেখেন নি। দেখলে মেহেরবানি করতেন। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষা থাকবে না!

বেগম। যা। এই সুমশাম রাত। এখন জওয়ানের বুকের মধ্যে বাঁধা পড়তে কি যে সুখ—

মেহের। আপনি আমাকে ঈর্ষা করেছেন, বেগম সাহেবা?

বেগম। মেহেরজান।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বেগম সাহেবা বল্লেন, "দুই সীনা একত্র দেখলে, আমার কি যে খুশী লাগে!"

"বেগম সাহেবা" মেহেরজান জবাব দিলে "এই জন্যে আমি কেয়ামত তক আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তাপনার বাঁদী ত আছি-ই। বেহেশ্‌তেও যেন আল্লা আমাকে আপনার বাঁদী বানিয়ে রাখেন।"

"তুই যা। বড় বাজে কথা বলিস। যা' আর দেরী করিস নে। একটু দাঁড়া—তোর চোখের সুর্মা কোনার দিকে একটু মুছে গেছে।"

বেগম সাহেবা নিজেই আয়নার সাম্‌নে মেহেরজান-কে দাঁড় করানোর পর সুর্মার রেখা স্থান-শোভায় ভরিয়ে তুললেন।

—আহ্‌, তোকে যা মানিয়েছে। এই ঘাঘ্‌রা, সাদ্‌রিয়া, ওড়না নেকাব। ফেরেস্তারা তোকে না তুলে নিয়ে যায়।

—বড় লজ্জা দেন, বেগম সাহেবা।

—যা, তাতারী না পাগল হোয়ে যায় আজ তোকে দেখে।

—বেয়াদবী মাফ করবেন, বেগম সাহেবা। সে ত পাগল আছেই। বুকে জড়িয়ে না ছাতু করে ফেলে।

—সে ত ভালই। তুই তার বদনে বদনে লেপ্‌টে যাবি, আর কাছ-ছাড়া হোতে হবে না।

—কি যে বলেন, বেগম সাহেবা। ঘোড়ার সহিস, শুধু আপনার মেহেরবানীতে—

—ওকে দেখে ভেবেছিলাম, তোর সঙ্গে ভাল মানাবে। হাব্‌সী গোলাম। কিন্তু সুন্দর সুঠাম-দেহ নও-জওয়ান।

—মানুষ হিসেবে ও আরো সুন্দর।

—যা, যা,। বড় কথা বাড়াস। আঙ্গুর নিয়েছিস ত?

মেহেরজান ওড়নার আড়াল থেকে বেগম সাহেবা-কে এক গোছা আঙ্গুর দেখাল।

—তুই নিজেই আজ আঙ্গুর। এর চেয়ে আর বড় মেওয়া তাতারীর কাছে কিছুই হোতে পারে না। ( বুকে টোকা দিয়া ) এখানে-ও ত বোঁটায় ভাল ফল ধরেছে—

বেগম সাহেবা হাস্‌তে লাগলেন। সরমে মেহেরজান মুখ নীচু করে আর কুঁচ্‌কানো গালের পাশ দিয়ে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে বেগম সাহেবাকে দেখে।

—এবার যা।

—আর থোড়া—একটা কথা, বেগম সাহেবা। আপনি কেন আমাকে এত পেয়ার করেন?

—তুই এলি। তাই আমি খুশী। তুই আছিস, তাই এই প্রাসাদে আমার আনন্দ আছে। নচেৎ এই বিরাট মহলে কে কার? বেগম বাঁদী ত শত শত। কিন্তু কাছের মানুষ মেলা দায়।

—খলিফা ত আপনাকেই .....

—সে-কথা রাখ।

—আমার আজ যেতে ইচ্ছা করছে না। আমিরুল মুমেনীন ত আজ আপনার মহলে আস্‌বেন না। কাছে থাকতে দিন।

—না। আর একি বল্‌ছিস, মেহেরজান? যা' যা'। আর একজনের বুক খা খা করছে। গোনাগার হোতে পারব না। ভোর হও'ার আগে ঠিক ফিরে আসিস।

—আমি ত ভয় পাই। দু-জনে কখন ঘুমিয়ে পড়ি জানি না। যদি রাত্রে ঘুম আর না ভাঙে .....

—না, এ ভুল কোনদিন করিস নে। যদিও খলিফা আমার কথা রাখেন—কিন্তু কখন কি হয়, কে জানে। মরজী যেখানে ইন্‌সাফ সেখানে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে নেই।

—আপনি ভয় পান, আর আমি ভয় পাব না, বেমগ সাহেবা?

—না। তবু সাবধান থাকা ভাল।

—তবে খলিফা আমাকে কখনও দেখেন নি। সেই যা ভরসা। হঠাৎ পথে ধরা পড়লে বলব, বেগম সাহেবা বাগানে ফুল আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন।

—খলিফা দেখেন নি। সে ভাল-ই। কখন কি ঘটে এই মহলে, কেউ বল্‌তে পারে না।

—আমার তাই ত রোজ যেতে ইচ্ছে করে না, বেগম সাহেবা।

—না, যা'। তাতারী জেগে আছে মহলের দেও'লে ঠেস দিয়ে।

—আচ্ছা, বেগম সাহেবা।

—খোদা হাফেজ। ফি আমানীল্লাহ্।

নীচে তরুলতা শোভিত প্রাঙ্গন চত্বর। তারপর বাগানের সীমানা শুরু। বাতাবী লেবুর সারি, দ্রাক্ষাকুঞ্জ—অন্যান্য গাছের ঘন সন্নিবেশে রাত্রি অন্ধকার-জমাট। পথের হদিস পাওয়া কষ্টকর। বেগম জুবায়েদা অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। বাঁদী মেহেরজান কি কালো অন্ধকার, না হাব্সী গোলামের কালো বুকে এতক্ষণে হারিয়ে গেল?

আখ্রোট-খুবানীর ডাল ঝুলে আছে ওইখানে পুব্ দরও'জার দুপাশের দেওয়ালের পাথর ঘিরে। তারই নীচে ত তাতারী প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। ডালের ঝোপ ছেড়ে মেহেরজান কখন তার হাতে হাত দিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

হাব্সী গোলাম আজ অপেক্ষা করবে ত? দাঁড়িয়ে থাক্বে না স্পন্দিত বুকে, সারাদিনের কঠোর ক্লান্তির পর?

বেগম জুবায়দার মনে সেই প্রশ্ন, মেহেরজানের মনে সেই প্রশ্ন।

॥ দুই ॥

প্রাসাদ-কক্ষে হারুনর রশীদ পায়চারী-রত॥ মুখে আবেগ-চাঞ্চল্যের ছাপ। বারান্দায় পদধ্বনির শব্দে উৎকর্ণ বগ্‌দাদ-অধিপতি হেঁকে উঠলেন, "কে ?"

জবাব আসে "জাঁহাপানা, বান্দা-নেওয়াজ, আমি মশ্‌রুর।"

হারুন। এসো, এসো মশ্‌রুর। আজ আমি বড় একা। হ্যাঁ, একা।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আর্মেনিয়া থেকে এক শ' মুজ্‌রানী—নর্তকী আনিয়েছি। ওদের ডাক দেব হুকুম দিন।

হারুন। বড় একা, মশ্‌রুর। মুজ্‌রানী দিয়ে শূন্যতার সেই বোধ দূর হবে না।

মশ্‌রুর। হুজুর, আপনার যা' খাহেস, শুধু বলুন। আস্‌সামায়ো তায়াতান। তখন শ্রবণ অর্থ পালন।

হারুন। না, কিছু না। বড় একা লাগ্‌ছে। আজ জাফর বার্মেকী নেই, আব্বাসা নেই।

মশ্‌রুর। জনাবে আ'লা, সেদিনও আপনার ফরমাবরদার গোলাম কোন কিছু অমান্য করে নি।

হারুন। হ্যাঁ মশ্‌রুর। তোমার আব্‌লুস কালো দেওয়ের মত কদ্‌, তোমার পাহাড়ের মত বাজু—সব সময় আমার আর তলও'ারের ইজ্জৎ রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু আমার বুকের পাষাণ-ভার নামাতে পারো না? তুমিই একমাত্র পুরাতন বন্ধু রয়ে গেছ। আর সবাই ওপারে।

মশ্‌রুর। আলম্পানা—আলম্পানা—

হারুন। দহ্‌সৎ পেয়ো না, আমি এখন আমিরুল মুমেনীন হারুনর রশীদ নই, আমি দরবারে নেই—হারেমে আছি। আমি তোমার বন্ধু, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আপনি যেদিন রাত্রে উজীরে আজম জাফর বার্মেকীর কতল্‌ পরোয়ানা লিখ্‌লেন, তখন বার বার ফিরে এসেছি তার দরওাজা থেকে। আপনার কাছে নাফরমান সাজতে পারব না—আবার ছুটে গিয়েছি। আপনি সবুর করলেন না।

হারুন। মশ্‌রুর, আজো নিজের বিচার মানুষ নিজে করতে শেখেনি। সে খোদ্‌কসী (আত্মহত্যা) করতে পারে, যেমন সে রোজ গোস্তের জন্য দুম্বা কি গাই-কসী করে, কিন্তু নিজের বিচার করে না। সে-কথা আর উত্থাপন করো না কোনদিন।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, গোস্তাখি মাফ করবেন। মা'জী মা'জী—অতীত অতীত। তা আর কবর খুঁড়ে তুলবেন না।

হারুন। মশ্‌রুর, মানুষের লাশ কি কবরে পড়ে থাকে আর পচে?

মশ্‌রুর। আলেমেরা সেই রায় দেন।

হারুন। না, না—মশ্‌রুর। দিওয়ানে এতক্ষণ বসেছিলাম! এখন পায়চারী করছি। কেন জানো? লাশ কবরে শুয়ে থাকে না। লাশ কথা বলে। তার ধাক্কা আরো শক্ত আরো কঠিন। জেন্দা মানুষের কণ্ঠ সেখানে ক্ষীণ ফিস্‌ফিসানি, ভাঁড়ার ঘরে নেংটী ইঁদুরের পায়ের আওয়াজ মাত্র। বসে থাকতে পারলাম না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, মন থেকে সব মুছে ফেলুন।

হারুন। সব মুছে দিতে পারি। কিন্তু স্মৃতি, মশরুর? স্মৃতি লাশ জেন্দা করে তোলে।

মশ্‌রুর। স্মৃতি সমস্ত কওম-কে জেন্দা করে তুলতে পারে, জনাব। কিন্তু আলাম্পানা, সকলের স্মৃতিশক্তি থাকে না। হাবা, বোবারা যেমন। তবে অতীতের কথা অনেকে বলে। সে ত এগোতে না পেরে, দুঃসহ বর্তমান থেকে পালানোর কুস্তি-প্যাঁচ মাত্র। ও এক রকমের ভেক্তি, জীবনী-শক্তির লক্ষণ নয়। বলিষ্ঠ মানুষেরই স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন হয় সামনে পা ফেলার জন্য।

হারুন। আহ, মশ্‌রুর, তুমি ত শুধু জল্লাদ নও। তুমি আলেমুল আলেম। তাই ত আমার বন্ধু। কিন্তু স্মৃতি আমাকে ঘুমাতে দেয় না।

মশ্‌রুর। চলুন, কিছুদিন বাগদাদের ঝামেলা ছেড়ে আর কোথাও যাই।

হারুন। কিন্তু আব্বাসা আমার সঙ্গ ছাড়বে? না, না। ঘরের মধ্যে জ্যান্ত, কবরে দাফন হোলো তার। সোজা কথায় পুঁতে ফেল্‌লাম। কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের প্রতি মহব্বৎ—কিন্তু আমি কি?

খলিফা হারুনর রশীদ হা-হা-রবে প্রায় উন্মত্তের মত হেসে উঠলেন। পায়চারী করতে লাগ লেন। হাব্‌সী মশ্‌রুর মাথা-নীচু, তহ্‌রীমা বাঁধার ভঙ্গী বুকে দুই হাত, পাথর-মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। হারুনর রশীদ পায়চারী হঠাৎ থামিয়ে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মশ্‌রুরের বুকে মৃদু তর্জ্জনী আঘাত করলেন। আবার হা-হা হাসি। তারপরই পায়চারী-রত অবস্থায় বলে উঠ্‌লেন, "কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের সঙ্গে কি রকম শাদী দিলাম? 'আক্‌দ' হোলো অথচ রসুমৎ হবে না কোনদিন। শক্ত শর্ত। কঠিন কারার। মশ্‌রুর—"

মশ্‌রুর। আলম্পানা।

হারুন। আব্বাসা বাকী কাজ নিজে তামাম করলে। রসুমৎ-ব্যবস্থার ভার নিজের হাতে নিলে যা' বেরাদর নিলেন না। শর্ত-ভঙ্গের কঠোর শাস্তিও দিলাম। আব্বাসী কওমের খুন বার্মেকী কওমের সঙ্গে মিশে নাপাক হবে—না, তা হোতে দিতাম না মশ্‌রুর—

মশ্‌রুর। আলম্পানা।

হারুন। আব্বাসা আমার সগ্‌গা সহোদর বোন। হা-হাঃ।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা—।

হারুনর রশীদ মশ্‌রুরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, হাব্‌সী জল্লাদ চক্ষু-তোলার সাহস পায় না। পায়চারী-সচল মুহূর্ত পৃথিবীর মতই ঘূর্ণ্যমান। কিন্তু সমান তাল ও রেখায় নয়।

আমিরুল মুমেনীন আবার হঠাৎ থেমে মৃদু কণ্ঠে বললেন, "মশ্‌রুর, আমি স্মৃতি উপ্‌ড়ে ফেলতে চাই, সমস্ত স্মৃতি।"

মশ্‌রুর। চলুন বাগানে যাই। নারঙ্গী বনে ফুল ফুটেছে। কোথাও জাম্বুরায় পাক ধরেছে। বাগানে অঝোর গন্ধ। খোশ্‌বু মনের বোঝা হাল্‌কা করে, আলস্যানা।

হারুন। তা-ই চলো। হারেমের এই কামরা আমার কাছে দোজখ। স্মৃতির 'হাবিয়া' আমার খুন শুকিয়ে দিয়েছে। গুম-খুন আমার ঘুম। এখানে আর না।

মশ্‌রুর ঠিকই বলেছিল। ফল আর ফুলের খোশবুর সঙ্গে জুটেছিল ঠাণ্ডা হাওয়ার হাল্‌কা স্পর্শ। থোকা থোকা অন্ধকার কোথাও জমাট, কোথাও ঈষৎ ফিকে। তাই এখানকার বহু-মাত্রিক দুনিয়া বহু মাত্রিক মনের নাগাল পায় বৈকি। পায়ের নীচে ঘাসের কোমলতা অন্যান্য অঙ্গের সান্নিধ্য খোঁজে। মিটিমিটি নক্ষত্র বর্তিকা-বাঁদীর কর্তব্য-সমাপনে নেমে আসে।

পায়চারী করতে করতে খলিফা বল্‌লেন, "মশরুর। তোমার কথামত ঠিক জায়গায় এসেছি। আমি মনে শান্তি পাচ্ছি। আগুনের জ্বালা আর পোড়ায় না। আঁচ, আঁচ ত থাকবেই"।

মশ্‌রুর। শুক্‌রিয়া, জাঁহাপানা।

হারুন। মশ্‌রুর, তোমার মনে পড়ে, আমরা চারজনে কতদিন বগ্‌দাদের সড়কে, কতো বেগানার মহলে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছি?

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, মওতের আগে তক বান্দা তা ভুলতে পারবে না।

হারুন। মনে পড়ে.....মনিকার মান্‌জারের মহলে সেই রাত্রির কথা? অদ্ভুত সেই আওরত—শাদীর সময় যার শর্ত ছিল, শওহর ব্যভিচারী হোলে, দু' শ' কোড়া দুই পাঁজরে খেতে হবে। দুই চক্ষু উপড়ে তুলে দিতে হবে।.....মনে পড়ে?

মশ্‌রুর। কেয়ামৎ তক্ মনে থাকবে, বান্দা নওয়াজ।

হারুন। মনে পড়ে সিন্দবাদ নাবিকের কথা? তার হপ্তম সফরের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী।

মশ্‌রুর। বান্দার স্মৃতিশক্তির পরিচয় ত আপনার জানা আছে, জিল্লুল্লাহ।

হারুন। সব মনে আছে। জাফর আর আব্বাসা কবরে শুয়েও ভুলে যায় নি। কিন্তু আমি সব ভুলে যেতে চাই।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, সেসব কথা আর তুলবেন না। চমৎকার রাত্রি। আপনি যদি মঞ্জুর করেন, কবি ইস্‌হাক-কে ডেকে আনি। তার গজল শোনা যাক।

হারুন। না, মশ্‌রুর। এই নির্জ্জনতাই আমার পছন্দ। এখানে রাত্রির হাওয়া পাঁজরের দাহ নিভিয়ে দিতে পারে। কবির জায়গা আর কোথাও। ওরা বুকের কল্লোল আরো বাড়িয়ে তোলে।

মশ্‌রুর। বান্দা-নওয়াজ, তবে চলুন—শহরের সড়কে হাঁটি। বগ্‌দাদ শহর ত ঘুম জানে না কোথাও না কোথাও কিছু পাওয়া যাবে, মনের বাতাস ফেরাতে।

হারুন। না, মশ্‌রুর। এই লেবাসে অসম্ভব। আর দু'জনে ত বহু-দিন বেরোইনি। উম্মায়েদ খুনীদের গোয়েন্দা, গুণ্ডা—কোথায় কি ভাবে ওৎ পেতে আছে, কে জানে।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, উম্মায়েদরা কর্দোবা শহরে পালিয়েছে। ওরা আর এদিকে চোখ ফেরাবে না।

হারুন। মশ্‌রুর, খেলাফৎ ত পাওনি। বুঝবে না রাজত্বের লোভ কতো। ওই লোভের আগুনের কাছে হাবিয়া-দোজখ সামাদানের ঝিলিক মাত্র। বিবেক, মমতা, মনুষ্যত্ব—সব পুড়ে যায় সেই আগুনে। উমাইয়ারা আমার বংশ প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস -কে গাল দেয় সাফ্‌ফাহ—রক্তপিপাসু বলে—আর ওরা? জাব দরিয়ার তীরে যদি আবুল আব্বাস হেরে যেত? জয় বা পরাজয়ের গ্লানি মেটাতে পরাজিতদের গাল দেও'া একটা রেওয়াজ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। উমাইয়াদের পাশা যদি ঠিক পড়ত। তখন? নীতি এখানে বড় কথা নয়। বল—লোক -বল, অস্ত্রবল, অর্থ-বলই সব নীতির মাপকাঠি। তাই দু-

জনের বগ্‌দাদ শহরে এই অবস্থায় পায়চারী করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা উম্মায়েদরা ঘাড়ে অত তাকৎ রাখে না।

হারুন। না, রাখুক। হুঁশিয়ারী ভাল, হুশিয়ারী ভাল, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। জিল্লুল্লাহ্‌, আপনার মহল এই "কাওসুল আক্‌দারের" বাগানে কতদিনের পুরাতন গাছ রয়েছে।

হারুন। বহুদিনের। আব্বাজান মরহুম মেহ্‌দী বল্‌তেন—দুই শ' বছর আগে এখানে—কিন্তু ওকি, মশরুর?

মশ্‌রুর। কি জাঁহাপানা?

হারুন। (উৎকর্ণ) ওই——

মশ্‌রুর। কি, আমিরুল মুমেনীন?

হারুন। তুমি শুন্‌তে পাচ্ছো না?

মশ্‌রুর। না, আলম্পানা।

হারুন। হাসি, হাসি—কে যেন হাস্‌ছে।

মশ্‌রুর। হ্যাঁ শুন্‌তে পাচ্ছি।

হারুন। আমার মহলের গায়ে কে হাস্‌ছে এত রাত্রে—এই হাসি—একটু চুপ করো।

খলিফা হারুনর রশীদ ঠোঁটে তর্জ্জনী রেখে ইঙ্গিত করলেন, একদম নিঃস্তব্ধ দাঁড়াও।

সত্যি, চতুর্দ্দিকের সুম্‌সাম বিয়াবান যেন হাসির মওজে দোলা খাচ্ছে। খুব জোর হাসি নয়। অস্পষ্ট। তবু তার রনন উৎস-মুখের খবর পাঠায়। উৎকর্ণ কিছুক্ষণ শোনার পর, হারুনর রশীদ স্তব্ধতা ভেঙ্গে উচ্চারণ করলেন, "মশ্‌রুর। শুনেছো এমন হাসি? কে হাস্‌ছে আমার মহলের দেও'লের ওদিকে? এ হাসি ঠোঁট থেকে উৎসারিত হয় না। এর উৎস সুখ ডগমগ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ। ঝর্ণা যেমন নির্জন পাহাড়ের উৎসঙ্গ-দেশ থেকে বেরিয়ে আসে উপল-বিনুনী পাশে ঠেলে ঠেলে——বিজন পথ-ভ্রষ্ট তৃষার্ত পথিক-কে সঙ্গীতে আমন্ত্রণ

দিতে—এই হাসি তেমনই বক্ষঝর্ণা-উৎসারিত। কিন্তু কে এই সুখীজন —আমার হিংসা হয়, মশ্‌রুর। আমি বগ্‌দাদ-অধীশ্বর সুখ-ভিক্ষুক। সে ত আমার তুলনায় বগ্‌দাদ-ভিক্ষুক, তবু সুখের অধীশ্বর! কে, সে?

মশ্‌রুর জবাব দিল, "আলম্পানা ওদিকে ত হাব্‌সী গোলামেরা থাকে।"

হারুন। হাব্‌সী গোলাম?

মশ্‌রুর। হাঁ, বাদ্‌শা-নামদার।

হারুন। গোলামেরা এমন হাসি হাসতে পারে?

মশ্‌রুর। পারে, আমিরুল মুমেনীন। ওরা সুখ পায় না, কিন্তু সুখের মর্ম্ম বোঝে। মনুষ্যত্ব-হীন, কিন্তু মনুষ্যত্বের আস্বাদ পায়। তাই ওরা হাসে।

হারুন। তুমি ঠিক ধরেছ। না, এ গোলামের হাসি নয়।

মশ্‌রুর। ওদিকে মানুষ বলতে আর কিছু নেই, জঁাহাপানা।

হারুন। মনে হয় কোন জীন-পরীর হাসি। কিন্তু কান দিয়ে শোন ত। মিহি-মোটা দু-রকম হাসি যেন একত্রে মিশে বাতাসের লাগাম ধরে আস্‌ছে।

মশ্‌রুর। তা-ই মনে হয়।

হারুন। কিন্তু কারা হাস্‌ছে? কোন মানব, মানবী। কোন মানব -মানবী একত্রে?

মশ্‌রুর। গোলামের হাসি, জঁাহাপানা।

হারুন। ওরা হাসবে আমি হাসতে পারব না? না, তা হয় না।

মশ্‌রুর। হাসি থেমে গেল, জিল্লুল্লাহ্‌।

হারুন। হ্যাঁ। তা-ই মশরুর। কিন্তু ওর রেশ আমার কানে এখনও বাজছে।

মশ্‌রুর। সত্যি অদ্ভুত হাসি।

হারুন। মশ্‌রুর, চেয়ে দেখো ওই দিকে। ওই খুবানীর গাছের ডাল যেখানে দেওয়ালের লাগালাগি মিশেছে—কে যেন সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল।

মশ্‌রুর। না, জাঁহাপানা। এখানে কে আসবে? কার এত সাহস?

হারুন। একটু এগোও। দ্যাখো ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ডাল যেমন কাঁপে খুবানীর শাখা তেমনই কাঁপছে।

মশ্‌রুর। আমিরুল মুমেনীন, কোন নিশাচর পাখী বসেছিল, হয়ত এখনই উড়ে গেল। তার ডানার ঝাপটের শব্দে অমন মনে হয়।

হারুন। হয়ত তা-ই। এখন কত রাত্রি?

মশ্‌রুর। আলম্পনা, ঐ ত দজ্‌লা নদীর উপরে আদম-সুরাত হেঁটে হেঁটে দূরে নাম্‌ছে! আর বেশী প্রহর বাকী নেই শুক-তারা ওঠার।

হারুন। চলো, এখন মহলে ফিরে যাই। এই রাত্রির কথা যেন কেউ টের না পায়, মশ্‌রুর। আহ্‌, ঐ হাসি আমি হাস্‌তে পারতাম। কাল আবার আমাদের তালাসী নিতে হবে—এমনই রাত্রে।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়তান—শ্রবন অর্থ পালন।

হারুন। মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা।

হারুন। আজ আমি ঘুমাব, অনেক-অনেক ঘুম। কাল দরবার হবে না, ওম্‌রাদের বলে দিও। আমি শুধু হাসি শুন্‌ছি। আমি অমনই হাসি হাস্‌তে চাই। চলো……

## ॥ তিন ॥

হারুনর রশীদের কওস্থল্-আক্‌দার বা সবুজ প্রাসাদ রাত্রির নৈঃশব্দ-মোড়কে কৃষ্ণবর্ণ। মহলের কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে, কিন্তু উদ্যান আগেকার মতই সুপ্তি-মগ্ন, অন্ধকার। খোজা-প্রহরীরা কোথাও কোথাও নিজের জায়গায় মোতায়েন আছে। তাদের দেখা যায় না। জুতার আওয়াজ নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে ওঠে নি এখন-ও। বাতাসের গতায়তি হয়ত শব্দ তোলে, কিন্তু তার ছোঁয়াচ নির্জ্জনতা ভেদ করতে পারে না। সুপ্তির বর্ম এখানে বড় কঠিন।

"মশ্‌রুর, ধীরে", আ'বার কাফ্‌তান গোলাপ ডালের কাঁটায় বিঁধে গিয়েছিল, তা ছাড়াতে ছাড়াতে খলিফা হারুনর রশীদ বল্‌লেন।

"জাঁহাপানা আজ আজ কেউ আর হাস্‌ছে না" মশ্‌রুর জবাব দিলে।

দুই জনে হাঁটছিলেন উদ্যানের সাধারণ রক্তিম পাথরের পথ ছেড়ে, ঘাসের উপর—গাছের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে। নির্জ্জনতার প্রান্তরে অজ্ঞাতবাস বিক্ষত হৃদয়ের প্রলেপ। হয়ত সেই জন্যে অথবা অন্য কারণে আমিরুল মুমেনীন হাঁটছিলেন। আজ তাঁর দেহাবয়বে চাঞ্চল্য প্রায় অনুপস্থিত। হাঁটছেন, দু-একটা কথা বল্‌ছেন। আবার কান খাড়া করছেন। ছায়ার মত সঙ্গী মশ্‌রুর অন্ধকারে যেন নিঃশ্বাসের বাতাস।

—মশ্‌রুর।

—জাঁহাপানা।

—কিছু শুন্‌তে পাচ্ছো?

—হ্যাঁ, জিল্লুল্লাহ্। সেই হাসি।

—দাঁড়াও, চুপ করে শোনো।

—আজ আরো স্পষ্ট, আরো তীব্র।

—মানব-মানবীর মিলিত হাসি।

—গোলামেরা এত রাত জেগে থাকে ?

—থাকে, জাঁহাপানা। বিশ্রাম অর্থ ত শুধু ঘুম নয়।

—এগোও, দেখা যাক্, কোন দিক থেকে এই হাসির শব্দ আসে।

তারা দুই জনে এগোতে লাগলেন। কাওসুল আক্‌দারের বিস্তৃত দেওয়ালের ওপার থেকে বিচ্ছরিত হাসির অনুরনন ছুটে আসে। আর কিছু বোঝা যায় না। দুই জনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শোনেন খোলা আকাশের নীচে। স্ফূর্ত এই হাসির পরিমাপ শুধু শব্দে করা চলে না। কর্ণপটে আশাবরী রাগ তারাগ্রামে পৌঁছে যে সুরের ঝিকিমিকি রচনা করে এই হাসি প্রায় তারই তুলনা। কিন্তু মানুষ এই হাসি হাস্‌তে পারে—বিশেষ করে গোলামেরা ? আমিরুল মুমেমীন প্রশ্ন তুল্‌লেন ফিস্‌ফিস কণ্ঠে।

জবাব দিলে মশ্‌রুর, "জাঁহপানা চলুন। প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে এর তল্লাস শেষ করি।"

হারুন। না, মশ্‌রুর। এত হট্টগোলে হয়ত সব পণ্ড হয়ে যাবে। বুলবুলের ডাক বনের আড়ালে বসে শুন্‌তে হয়।

মশরুর। আমি কিন্তু বুলবুল দেখার পক্ষপাতী, আলম্পানা

হারুন। আমি কি কম পক্ষপাতী ? কিন্তু এত তাড়া-হুড়ায় হয়ত কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। বুলবুল উড়ে পালাবে।

মশ্‌রুর। তার চেয়ে আমাকে দুই রাত্রি সময় দিন, আমি সব হদিস বের করব।

হারুন। বেশ। দু-দিন বহু কাজ আছে। শুনেছি রোমের সুলতান সেই হতভাগ্য নিসিফেরাসের বহু সমর্থক গুপ্ত ঘাতক সেজেছে। আমিরদের আমিরী চালে নানা গলদ ঢুকেছে। তাই নানা কাজ আমি দু-দিন ব্যস্তই থাকব। তুমি বের কর হাসির হদিস।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়তান।

হারুন। কিন্তু মনে রেখো, মশ্‌রুর। দু-দিন সময়। তার বেশী নয়।

মশ্‌রুর। বান্দার গর্দ্দান জিম্মা রইল, জাহাপানা।

হারুন। বেশ। এবারকার যুদ্ধে রোমের বহু গোলাম বন্দী হোয়েছে। বাজারে গোলামের দাম খুব সস্তা। ওরা তবু হাসে? আর এই হাসি। অসম্ভব মনে হয়।

মশ্রুর। দু-দিন আমিরুল মুমেনীন। সবই জানা যাবে।

হারুন। বেশ।

হারুনর রশীদ আবার উৎকর্ণ। শুন্‌লেন, সেই মানব-মানবীরা হাস্‌ছে। ঝর্ণার রুমুঝুমু নিনাদ তরুলতার ক্রোড়ে, বাতাসের পাখনায়, পাখ্‌পাখালিদের স্থির পালকের আবেশে···বসুন্ধরা হাস্যমগ্ন।

## ॥ চার ॥

তৃতীয় রাত্রি।

স্থান, কাওসুল আক্‌দারের উদ্যান। এই রঙ্গমঞ্চে দুইজন পরিচিত অভিনেতাই উপস্থিত, আরো দুই রাত্রি যাদের সঙ্গে দেখা।

—জাঁহাপানা।

—মশ্‌রুর, তোমার হদিস বাতাও।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, জায়গা-বিশেষে কানের চেয়ে চোখের কিমৎ অনেক বেশী। আমি আজ হদিস মুখে বল্‌ব না, আপনাকে শোনাব না। আপনার মেহেরবান দুই আঁখি-পটে সব ছবি পড়বে, আপনি দেখ্‌বেন। এখন আমাকে অনুসরণ করুন।

হারুন। কোন দিকে, মশ্‌রুর?

মশ্‌রুর। সেই দেওয়ালের কাছেই। কিন্তু একটু দূরে। একটা বাদাম গাছের ডালের কাছে।

হারুন। তা-ই চলো।

মশ্‌রুর। বান্দার গোস্তাখি মাপ করবেন, জাঁহাপানা। আর একটা আরজ। আপনাকে তক্‌লীফ করে সামান্য উঁচুতে গাছের ডালে চড়তে হবে।

হারুন। তক্‌লীফ কি? তুমি জানো না, ছেলে-বেলায় আমি ওয়ালেদের চোখে ধূলো দিয়ে কতদিন এইসব গাছে চড়েছি। আমার কোন কষ্ট নেই।

হারুন। তা আমি শুনেছি, নাম্‌দার

দুই জনে অন্ধকারে লেবাস পর্যন্ত গোপন করে এগোতে লাগলেন। গাছের পাকা পাতা ঝরে। আমিরুল মুমেনীন কান খাড়া করেন।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি প্রশ্ন করলেন, "মশ্‌রুর, আজ এত রাত্রি, সেই হাসির কোন রনন ত পাচ্ছি না।"

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, বান্দা-কে এই বিষয়ে আর কোন সওয়াল করবেন না। আপনার নেঘাবান চোখের কাছে সব হাজির হবে।

হারুন। মশ্‌রুর, তুমি ধাঁধাঁয় ফেললে। হঠাৎ প্রহরীদের সঙ্গে দেখা হোয়ে গেলে!

মশ্‌রুর। না, ওরা আজ এদিকে আসবে না। আমি মানা করে দিয়েছি।

হারুন। তা বুঝেছি। মশ্‌রুর কোন কাঁচা কাজ করে না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা এই সেই বাদামের দারাখ্‌ৎ (বৃক্ষ) এই গাছের ডালে আমাদের চড়তে হবে।

হারুন। আচ্ছা, জুতা খোলার প্রয়োজন হবে না। আমার আ'বা শুধু খুলে এক পাশে রেখে দিই।

মশ্‌রুর। আলম্পানা, আমি খুলে নিচ্ছি।

প্রায় পনর হাত উর্ধে খাড়ী ডালে মশ্‌রুর ও আমিরুল মুমেনীন উঠে বস্‌লেন।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, একবার রাত্রির বগ্‌দাদ-আপনার গড়া বগ্‌দাদ-কে এই উঁচু থেকে দেখে নিন। চমৎকার। কত আলো চারিদিকে। এই রাত্রি তবু মানুষের স্পন্দন, হৃৎ-স্পন্দনের মতই ধুক্‌ধুক্ করছে। দজ্‌লা নদীর বুকে গুফার উপর আলোর ঝিকিমিকি দেখুন। গুফাদারেরা গজল গাইছে, দাঁড় টানছে। আমিরুল মুমেনীনের গড়া বগ্‌দাদ এক কথায়-অপূর্ব।

হারুন। মশ্‌রুর, মহলের মিনার থেকে কত রাত বগদাদ-কে দেখেছি। কিন্তু আজকের দেখা কোনদিন ভুলতে পারব না। গাছপালার মধ্যে বসে যেন আদিম দুনিয়া থেকে দেখছি মানুষের গড়া জিনিষ-কে। ইন্‌সান-ও স্রষ্টা। আর ইন্‌সানের তৈরী চিজ বিধাতার চিজের চেয়ে কিছু নগণ্য নয়। আমার বগ্‌দাদ—এই ইমারৎ সব কিছু হয়ত আজরাইলের থাবায় লয় পেয়ে যাবে, কি বগ্‌দাদ অমর উপকথায় পরিণত হবে। আজরাইল সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

মশ্‌রুর। আল্‌হামদোলিল্লাহ্‌, জাঁহাপানা।

হারুন। বগ্‌দাদ দুনিয়ার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে রোশনাই হোয়ে থাকবে, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। আল্‌হামদোলিল্লাহ্‌।

হারুন। কিন্তু মশ্‌রুর, সেই হাসির ত কোন আলামৎ, চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আমার হাত থেকে এই কাঁচখানা গ্রহণ করুন, কিমিয়ার কাছ থেকে আনা।

হারুন। কেন ?

মশ্‌রুর। এটা চোখে দিলে গাঢ় অন্ধকারে-ও আব্‌ছা কিছু দেখতে পাবেন। আর ওই দিকে তাকান। ওই যে খুবানীর ডাল ঝুলে রয়েছে —সেদিন যে-জায়গাটা আপনার নেঘাবান চোখে পড়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে থাকুন, আলম্পানা।

হারুন। বেশ। কিন্তু কিছু-ই ত দেখতে পাচ্ছি না।

মশ্‌রুর। দেখতে পাবেন, নুরুল্লাহ্‌। আর খুব আস্তে কথা বল্‌বেন। আশেপাশে দেখুন। আমার কাছে-ও একটা কাঁচ আছে। চোখে লাগাই।

হারুন। কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সব অন্ধকার।

মশ্‌রুর। আমিরুল মুমেনীন, ঐ ঝুলন্ত ডালের সোজাসুজি দেও'লের ওপাশে অর্থাৎ বাগানের দিকে দেখুন।

হারুন। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য ঝাপ্সা। একজন আওরৎ, হ্যাঁ আওরত-ই আস্‌ছে। ওড়না, সদ রীয়া নেকাব — সবই আছে। আমার মহলের আওরৎ কোন বেগম, কোন বাঁদী, মশরুর ?

মশ্‌রুর। বান্দাকে নাচার করবেন না, জাঁহাপানা। শুধু আপনার মেহেরবান চোখে দেখুন।

হারুন। কিন্তু আমার চোখ মেহেরবান নয়। আমার মহলের বেগম না—বাঁদী ? একি মশ্‌রুর, ডাল ধরে ঝুলে ও যে দেও'লের

উপর চড়ল, তারপর ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—হাত-ইশারায় কি যেন বল্‌লে। নীচে কি কেউ দাঁড়িয়ে আছে? ও কি মহলের বেগম, না বাঁদী?

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আমি কোন জবাব দেব না। একটু সবুর করুন। বান্দাকে আর গোস্তাখির গোনায়' গোনাগার করবেন না।

হারুন। সবুর। মশ্‌রুর, গোস্বায় আমার খুন টগ্‌বগ্‌ ফুট্‌ছে।

মশ্‌রুর। আলম্পানা, সবুৎ (প্রমাণ) বা একটা কাজের সব না দেখে আপনি গোস্বা হোতে পারেন না।

হারুন। তা সহী (ঠিক)

মশ্‌রুর। আলম্পানা, এবার ডাইনে বিশ তিরিশ হাত দূরে একটু কোনাকোনি আপনার নেঘাবান চোখ সরান। ওটা গোলামদের বস্তী। ঐ এক ঝরোকায় আলো জ্বলছে মিটিমিটি। ওদিকে তাকান। চোখে কাঁচ লাগাতে ভুলবেন না।

হারুন। ওখানে কেন?

মশ্‌রুর। দেখুন, আলি-শান।

হারুন। মশ্‌রুর, তুমি শুধু তেলেস্‌মাতী ধাঁধাঁ সৃষ্টি করছ।

মশ্‌রুর। এবার দেখুন।

হারুন। ও ত গোলামী বসতের ঘর। কিছু মাটী উঁচু করে ফেলে দিও'ানের মত বানিয়েছে। উপরে বিছানা পাতা। বেশ রঙ্গীনই মনে হয়। গোলামের ঘরে—এই তাকিয়া? আর ত কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আপনি শুধু দেখে যান।

হারুন। আমি ত দেখ্‌ছি-ই।

পাশাপাশি উপবিষ্ট মশরুর ও হারুনর রশীদ। কত রাত্রি কে জানে? গাছের কয়েকটা ডাল এক জায়গা থেকে বেরিয়েছে। এমন খাঁড়া

বেশ হেলান দিয়ে এখানে বসা যায়। কিন্তু কৌতূহলী মানুষ ত আরামের স্বাদ-প্রার্থী নয়। আমিরুল মুমেনীন ও মশ্‌রুর শিরদাঁড়া-সটান মনোনিবেশে দৃশ্য দেখতে লাগ্‌লেন। শোনার ক্ষেত্র নেই, বলা বাহুল্য।

গোলাম-বসতের সাধারণ মাটীর ঘর যেমন হয়, এই ঘরের মশালা তার চেয়ে অন্য কিছু নয়। কিন্তু তবু পারিপাটি আছে। মাটির দিওয়ান জানালার পাশে। মরুভূমির লু' হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত ঘরেই জানালা উঁচুতে। যেন সোজাসুজি বাতাস মুখে না লাগে। গাছের পাতার তৈরী দুই পাল্লা। কখনও বন্ধ, কখনও খোলা থাকে। নীচের রাস্তা থেকে কিছু দেখা যায় না। অনেক উপর থেকে ঘরের মেঝে চোখে পড়ে।

হঠাৎ মেটে দিওয়ানের উপর এক হাব্‌সী নওজওান এসে শুয়ে পড়ল, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। তার পেছনেই এলো আরমেনী এক তরুণী। সে বসে পড়ল এক পাশে। হাতে এক গোছা আঙ্গুর।

গুচ্ছ সমেত সে হাব্‌সী নওজওানের ঠোঁটে উপর ধরে ও নাড়াতে থাকে। হাব্‌সী আঙ্গুরের লোভে ঠোঁট বাড়ায়। তরুণী তখন দ্রাক্ষা-গুচ্ছ উপরে তুলে নেয় আর মিটিমিটি হাসে। হাব্‌সী জওান এবার বালিস থেকে আরো উর্দ্ধে মুখ তোলে, কিন্তু আঙ্গুর-গুচ্ছ তেমনই আরো উপরে সরে যায়।

কথা শোনা যায় না, তবু কেউ কাছে থাক্‌লে শুন্‌তে পেত বৈকি ঃ

তরুণী। তুমি বড় লোভী, তাতারী ? তোমার সবুর সয় না।

যুবক। মেহেরজান, সবুর করা যায় না। ভাল মেওয়া দেখলে জিভে পানী এম্নি আসে।

তরুণী। এসো, আর একবার চেষ্টা করো, তোমার ঠোঁটের কাছে আঙ্গুর ঝুলিয়ে ধরি।

যুবক। তোমার ঠোঁটে আরো বেশী মেওয়া আছে।

তরুণী। বেশ, তাই খাও। কিন্তু আঙ্গুর পাবে না।

যুবক। আঙ্গুর আমার প্রয়োজন নেই। ও আর আমাদের নসীবে জোটে না। বেগম জুবায়দার মেহেরবানী, আঙ্গুরও জুটছে।

তরুণী। শুধু আঙ্গুর? আর কিছু না?

যুবক। সেই মেওয়া—

উভয়ের হাস্যধ্বনি আর কামরার ভেতরে আবদ্ধ থাকে না। এই প্রানদ হাসি শুধু এই মুহূর্তে পাওয়া যায়—হৃদয় যেখানে হৃদয়ের বার্তা উপলব্ধি করে, সান্নিধ্যের ব্যগ্রতায় নিজের অস্তিত্ব আর আলাদা রাখ্‌তে চায় না। বাতাস হয়ত লোভেই ছুটে আসে তার তরঙ্গে নতুন সুর জুড়ে দিতে। বাতাসকে এখানে আমন্ত্রণ দিতে হয় না।

যুবক। মেহেরজান, আগে এই মেওয়া দাও। তারপর তোমার মেওয়া দিও।

তরুণী। আবার চেষ্টা করো।

যুবক। না। আমি এই মুখ গুঁজে শুলাম।

তরুণী। আহা, রাগ করো না। আজ আমিও সবুর করতে পারব না। ভয় হয়। খলিফার কানে গেলে—

যুবক। ভেবে লাভ নেই, মেহেরজান। বেগম সাহেবা যখন আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আমি আর ডরাই না।

তরুণী। এসো আঙ্গুর খাও। আমি ত তোমার জন্যেই আনি। বেগম সাহেবা আমাকে রোজ অনেক কিছু খাওয়ান।

যুবক। মেহেরজান, তুমি ভারী সুন্দর, তোমার কথার মতই সুন্দর। বিধাতা তোমাকে ঝুটো করেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

তরুণী। ঝুটো?

যুবক। বিধাতা ত সব জানেন। তোমার ভূত ভবিষ্যৎ। এই আঠারো বছরে তুমি কি দাঁড়াবে তা ত তিনি জান্‌তেন। সেই কল্পনার মূর্তিতে তিনি কি তোমার ঠোঁট আস্ত রেখেছেন, মেহেরজান?

তরুণী। তিনি কি করছেন জানি না, তুমি ত——

আবার সেই উতরোল হাসি ওঠে এই জীর্ণগৃহের মধ্যে ফিরদৌস (বেহেস্তের নাম) ত দূরে নয়। বুকের কপাট খুল্‌লে যে হাওয়া বেরোয়, তারই স্নিগ্ধতা আর শীতলতা দিয়েই বেহেশ্‌ত তৈরী। আজকের হাসি সহজে থামা জানে না। লয়ান্তরের মত তারি মধ্যে তরুণী মুখের কথা ছড়িয়ে যায়।

তরুণী। বিধাতার উপর খালি চুম্বনের অপবাদ কেন? রসিক কী সেখানেই শুধু থেমে থাকতে পারে?

যুবক। আহ, মেহেরজান—

যুবক আর দিওয়ানে শুয়ে থাকে না। ধড়মর উঠে পড়েই সে তরুণীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। তারপর বিধাতার উপর যে অপবাদ দিয়েছিল সে তারই অভিনয় শুরু করে। চারি-চক্ষুর মিলন, বহু শতাব্দীর প্রবাদ। ঠোঁটের কথা কেন কেউ কোন দিন উল্লেখ করে নি?

যুবক। (ফিস্‌ফিস কণ্ঠে) তোমার বুকের মেওয়া কি কম মধুময়, মেহেরজান?

তরুণী। তুমি যেন কতদিনের দুর্ভিক্ষে উপবাসী। খালি খাওয়া ছাড়া আর কোন কথা নেই মুখে।

যুবক। উপবাসী, অনাহারী। নিশ্চয়ই। তোমার মত ইফতারীর জন্য আমি সারা জন্ম উপবাসী থাকতে রাজী। কিন্তু আর কথা বলব না।

তরুণী। তুমি আমার সদ্‌রীয়া, কাঁচুলি খুলছ কেন? তোমার দুষ্টু হাত আমি ভেঙে দেব। খাওয়া ছেড়ে এবার চাওয়া ধরেছ।

যুবক। মেহেরজান, তুমি সত্যি, সত্যি মেহেরজান। প্রাণে করুণা ঢেলে দিতে পারো।

তরুণী। আমার খোলা সীনায় তোমার ঠোঁট, তাতারী। আগে আমার ঠোঁটে ছিল তোমার ঠোঁট। তোমার অধঃপতন ঘট্‌ছে, ক্রমশঃ নীচের দিকে নাম্‌ছো। কোথায় গিয়ে যে থাম্‌বে—যাও—।

কৃত্রিম ক্রোধ ও হাসির যুগল-ডানায় সওয়ার মেহেরজান। বাহুপাশ ছাড়িয়ে দিওয়ানের পাশে দাঁড়ায়। সমস্ত শরীর নগ্ন। পরনে শুধু ঘাগ্‌রা।

তাতারীও সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে তরুণীর চোখের দিকে তাকায়। নিস্তব্ধ মুহূর্ত। তারপর মেহেরজানের ঘাড়ে হাত দিয়ে সে-ও হাসতে থাকে। দুই জনে হাসে। যেন স্মৃতির রোমান্থন-লীলায় দু-জন ভেসে যাচ্ছে। এই সুখ-সমুদ্রের প্রবাহ অনন্তকালের রেখায় হয়ত মিশে গেছে। কবে? তারা কেউ জানে না।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে যেন উভয়ের সম্বিত ফিরে আসে। হাব্‌সী যুবক মেহেরজান-কে বুকে জড়িয়ে শূন্যে তুলে নিয়ে এসে আল্‌তোভাবে দিওয়ানে রাখলে। তারপর বাতি নিভিয়ে দিলে।

অন্ধকারে দুই জনে অনেকক্ষণ হাস্‌তে থাকে। কেন? সে তারা-ই ভাল জানে, আর জানে বিধাতা।

প্রেমিক-প্রেমিকার কুহর শুনেছো কোনদিন? না শুনে থাকো, লেখক তোমাকে আর কিছু বোঝাতে পারবে না।

## ॥ পাঁচ ॥

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা।

হারুন। কি মশ্‌রুর?

মশ্‌রুর। কি দেখ্‌ছেন?

হারুন। দেখ্‌ছি না শুন্‌ছি।

মশ্‌রুর। কি, আলম্পানা?

হারুন। হাসি শুন্‌ছি। হাসি থেমে গেছে, তবু শুন্‌ছি। কিন্তু আমার মহল থেকে নৈশ অভিসার। কে—কে এরা, কে?

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা।

হারুন। মশ্‌রুর, আমি জান্‌তে চাই, মহলের কোন বেগম না বাঁদী?

মশ্‌রুর। মহলের কেউ নিশ্চয়। আর তো কিছু জানার প্রয়োজন নেই, আলম্পানা।

হারুন। আছে। আমার ইজ্জৎ কী কিছু নয়?

মশ্‌রুর। তৌবাস্তাগ্‌ফেরুল্লা।

হারুন। তবে কে ওরা?

মশ্‌রুর। আর জানার চেষ্টা করবেন না, জিল্লুল্লাহ্‌।

হারুন। না, আমাকে জান্‌তেই হবে আর তা জানাবে তুমি।

মশ্‌রুর। বাদ্‌শা নাম্‌দার, বান্দাকে গোনা'গার করবেন না।

হারুন। বলো তুমি কি জানো?

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, মাফ করুন বান্দাকে।

হারুন। না, মশ্‌রুর। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে শুধু তুমি আছ। তোমার প্রতি বেদীল্‌ হও'ার অপরাধে আর আ মাকে অপরাধী করো না

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আমি মাফ চাইছি দুই হাত জোড় করে। আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনে কি বুঝতে পারছেন না, আলম্পানা, আমি কেন—কেন—আমার মুখ বন্ধ হোয়ে আস্‌ছে।

হারুন। কিন্তু মশ্‌রুর, তুমি কি নিজের গর্দানের কোন দাম দাও না?

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, অনেক গর্দান নিয়েছি এই হাতে আর কত দামী-দামী গর্দান—মহামান্য জাফর বার্মেকী, যিনি দুনিয়াকে কামিজের গলায় কফ্‌তান লাগানো শিখিয়ে গেছেন—সেই গর্দান। আমার এই হল্‌কুমের (গ্রীবাদেশ) দাম ত তুচ্ছ তার কাছে। আপনার মেহেরবানী হয়, দানা-পানী নিঃশ্বাসের জন্য এই হল্‌কুম রাখ্‌বেন—না হয় কলম-তরাস করবেন।

হারুন। এত অভিমান করো না। তুমি জানো, তার দাম আমার কাছে কিছু নয়। সোজা কথায় বলো, আসল রহস্য কী? বড় ভুল করেছি—কবি ইস্‌হাক-কে সঙ্গে না নিয়ে। ঐ প্রেমের দৃশ্য দেখে হয়ত উম্‌দা গজল লিখে বস্‌ত, না হয় তোমার বেয়াদবীর সাক্ষী থাকত।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, এই সুম্‌সাম রাত্রি। এই রইল তলওার। আপনি নিজের হাতে আমাকে কতল করুন, কেউ দেখবে না, কেউ শুন্‌বে না। কিন্তু মশ্‌রুর বেয়াদবীর কলঙ্ক-বোঝা মাথায় সইতে পারবে না। নচেৎ হুকুম দিন, আপনার বহু নেমক-পানি যে হল্‌কুমের পথে গেছে, তা আপনার সাম্‌নে এই তলওার খিঁচে দু-ফাঁক করে আপনাকে উপহার দিয়ে যাই।

হারুন। মাথা তোলো, মশ্‌রুর। আমার ইজ্জৎ তুমি দেখছ না। কোন ব্যভিচারিনী বেগম থাকলে তোমার কি উচিত নয়, হুঁশিয়ার হওয়ার জন্য খবর দেওা? তুমি বন্ধুর কাজ করছ না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আমি এইটুকু বল্‌তে পারি, মজকুর আওরৎ, মহলের কোন বেগম নয়।

হারুন। বেশ। তা-হোলে তুমি আসল ভেদ খোলাসা করছ না কেন? তোমার বাধা কোথায়? আর মনে রেখো, মহলের ভেতরে ব্যভিচারিনী বাঁদী পর্যন্ত আমি রাখ্‌তে পারি না।

মশ্‌রুর। ও ব্যভিচারিনী নয়, জাঁহাপানা। তা-ও আপনাকে জানিয়ে দিলুম।

হারুন। তুমি ধাঁধাঁ আরো বাড়িয়ে তুলছ, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। আমাকে গোনা'গার করবেন না। তার চেয়ে এই তলও'ার নিজের হাতে গ্রহণ করুন। মশ্‌রুর প্রাণের জন্য এতটুকু লালায়িত নয়। অবাধ্য বান্দা হিসাবে তার বাঁচার কোন অধিকার নেই, বাঁচতে চায় না সে।

হারুন। আমি জান্‌তে চাই।

মশ্‌রুর। আমি জানাতে পারি না, আমি অক্ষম, আলম্পানা।

হারুন। কেন পারো না?

মশ্‌রুর। আরো মানুষ এর সঙ্গে জড়িত।

হারুন। বেশ। আচ্ছা নাদান তুমি, এতক্ষণ তা বলো নি কেন?

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, বান্দার আক্কেল কম, তা আপনি জানেন।

হারুন। শোনো মশ্‌রুর, আমি পাক্ কোরান-ছোঁয়া কসম করে বলছি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি আমি করব না। আর তার গোস্তাখি যদি অমার্জ্জনীয় হয়— —হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) এর নামে কসম,—তবু আমি তার বা তাদের কোন ক্ষতি করব না।

মশ্‌রুর। আলম্পানা, তা-হোলে, শুনুন। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। মজ্‌কুর আওরৎ আর্মেনী বাঁদী, নাম মেহেরজান। বেগম জুবায়দা ওকে খুবই পেয়ার করেন। তাই হাব্‌সী গোলামের সঙ্গে গোপনে ওর শাদী দিয়েছেন।

হারুন। হাহ্ হা, মশ্‌রুর। এই কথা টুকু বলতে তোমার এত সঙ্কোচ। তুমি হাসালে, সত্যি হাসালে। তুমি সাফা পানী ঘোলা করতে ওস্‌তাদ। বেগম জুবায়দা এমন কিছু কসুর করেন নি, যার জন্যে তুমি এত ঘোর-পাক খেলে।

মশ্‌রুর। তবু, জাঁহাপানা, আমি তাঁর কাছে কারার করেছিলাম—

হারুন। সে আমি দেখব। মশ্‌রুর, সত্যি হাসি পাচ্ছে। একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ যদি কিছু করে বস্‌তাম, আমার আফশোষের সীমা থাকত না। কিন্তু মশ্‌রুর, আমি এমন বাঁদী জীবনে দেখিনি।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, মেহেরজান সত্যি খুব্‌সুরাৎ। মুসলে এক সিপাহ্‌ সালারের 'মাল-এ গনীমৎ' ( যুদ্ধের বাখ্‌রায় প্রাপ্ত দ্রব্য ) ছিল। বেগম সাহেবা ওকে মহলে আনান। বড় বিশ্বাসী আওরৎ। তাই বেগম সাহেবা ওকে ভালবাসেন।

হারুন। মশ্‌রুর, কিন্তু কাল আবার এইখানে রাত্রে দেখা হবে। আমার অন্য এরাদা আছে। বেগম সাহেবা যেন এইসব রাত্রির কোন খোঁজ না পান।

মশ্‌রুর। বহুৎ আচ্ছা, জনাব। বান্দার গর্দান জিম্মা।

হারুন। হ্যাঁ শোনো, মশ্‌রুর। তুমি কবি ইস্‌হাক-কে খবর দিও সে যেন রুবাব সঙ্গে নিয়ে কাল রাত্রে হাজির হয়।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো, তায়তান, ইয়া আমিরুল মুমেনীন।

॥ ছয় ॥

রুবাবের কান্না এই থেমে মাত্র গেল। তারপর চাপা হাসির আওয়াজ শোনা যায়। চাপা কিন্তু প্রানদ। অন্যান্য দিনের মত এই রাত্রিও স্তব্ধ শীতলতার ভাণ্ডার, বাতাসের কারাগার। বাগিচায় হারুনর রশীদ, আবু ইস্‌হাক, মশ্‌রুর কথোপকথন-রত।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, তোমার সঙ্গ এই জন্যে ছাড়তে পারি নে। বহুদিন পর তুমি হাসালে, সত্যি হাসালে। আবার আবৃত্তি করো।

ইস্‌হাক। আলম্পানা, আবু ইস্‌হাক-ও কোন দিন আমিরুল মুমেনীন-কে ত্যাগ করে যেতে পারবে না। তবে শুনুন :

ইরানী মেয়ের সীনা ভাল,
মিশরী মেয়ের উরু।
আরবী মেয়ের নাভীর নীচে।
স্বর্গ ঠারে ভুরু॥

হারুন। হাহ্‌হা, শোনো, মশ্‌রুর। কিন্তু মিশরী মেয়েরা তোমাকে কতল করে ছাড়বে, কবি।

ইস্‌হাক। আলম্পানা, আবু ইস্‌হাক এমন বহুবার কতল্‌ হোয়ে গেছে——সুতরাং ডর নিস্ত্‌।

হারুন। ইরানী মেয়েরা তোমাকে খুন করবে, কবি।

ইস্‌হাক। ওদের দুই সীনার উপত্যকার মাঝখানে আমার কবর হোয়ে গেছে, জাঁহাপানা! লাশ-কে কি কেউ খুন করে?

হারুন। শোনো, মশ্‌রুর। বিষণ্ণ রাত্রে কবি ইস্‌হাকের সঙ্গ পেলে আর কোন চিন্তা থাকে না। কিন্তু কবি কখন কোন্‌ পান্‌শালার হারিয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া মুশ্‌কিল।

ইস্‌হাক। আপনার বান্দা মশ্‌রুর তা জানে! শুধু মশ্‌রুর কেন দুনিয়ার সবাই জানে, মশ্‌রুরের তলওয়ারের ঝিলিক আর ইস্‌হাকের কথার ঝিলিকের কাছে বিদ্যুৎ তুচ্ছ।

হারুন। কিন্তু কবি, তুমি আরমেনী মেয়ে সম্পর্কে কোন রুবায়ী লিখ্‌বে না?

ইস্‌হাক। জাঁহাপানা, আজ প্রথম দেখ্‌লাম আরমেনী মেয়ে, তাও দূর থেকে গাছে সওা'র হোয়ে। তাই ওরা খারিজ আছে।

হারুন। কিন্তু কি দেখ্‌লে?

ইস্‌হাক। দেখ্‌লাম, মশ্‌রুরের তলওারের ঝিলিক হার মেনে গেল।

হারুন। আর কি দেখ্‌লে?

ইস্‌হাক। দেখ্‌লাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না— — দেহের প্রতীক ছন্দ, না ছন্দের প্রতীক দেহ।

হারুন। আর কি শুন্‌লে?

ইস্‌হাক। শুন্‌লাম, আদম-কে তৈরীর পর বিধাতা হয়ত যে-হাসি হেসে-ছিল তারই অনুরনন।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, তুমি সত্যি সুরের কবি। মশ্‌রুর, কাল খাজাঞ্চী-খানা থেকে কবিকে চার হাজার আশরফী দেও'ার বন্দোবস্ত করবে। আমার ফরমান।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়াতান।

হারুন। কবি, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

ইস্‌হাক। বলুন, আল্‌ম্পানা।

হারুন। ঝুটো চিজ কি খাওয়া যায়?

ইস্‌হাক। চিজ?

হারুন। হ্যাঁ।

ইস্‌হাক। খাওয়া যায়, আবার যায় না।

হারুন। সে কেমন?

ইস্‌হাক। অনেক জিনিষ ঝুটো হয়, তা খাওয়া চলে না। হেকিমী-ইলেমের বিরোধী। আবার অনেক চিজ আছে, যা' কখন-ই ঝুটো হয় না, উচ্ছিষ্ট হয় না। সেখানে হেকিমী-ইলেম থ' অসহায়।

হারুন। এমন চিজ আছে?

ইস্‌হাক। কিন্তু হঠাৎ এমন অদ্ভুত সওয়াল জাঁহাপানা?

হারুন। এম্নি জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, কোন চিজ কোনদিন ঝুটা হয় না?

ইস্‌হাক। জীবন এবং যৌবন, জাঁহাপানা। নদী কি কেউ কোনদিন উচ্ছিষ্ট করতে পারে?

হারুন। না, পারে না।

ইস্‌হাক। জীবন যৌবন বহতা নদীর মত। কত তৃষ্ণার্ত আকণ্ঠ পান করে যাবে, তবু ঝুটা হবে না। কিন্তু জীবন যৌবন ছাড়া আর সব—কিছু উচ্ছিষ্ট হোয়ে যায়। যা বহতা নয়, তা-ই উচ্ছিষ্ট।

হারুন। কবি আবু ইস্‌হাক, তুমি শুধু বাদক নও সত্যিকার কবি—বিরাট কবি। মশ্‌রুর, ইস্‌হাককে আরো পাঁচ হাজার আশরাফী সওগাত দিলাম। কাল বন্দোবস্ত করো, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়াতান।

ইস্‌হাক। আমিরুল মুমেনীন, আপনি বান্দা-নওয়াজ তা জানি, কিন্তু গরীবের উপর এত মেহেরবান হবেন না।

হারুন। আবু ইসহাক, তোমার মর্যাদা হারুনর রশীদের খাজাঞ্চীখানা দিতে পারে না। তা জানি, তবু—

ইস্‌হাক। জাঁহাপানা, শুক্‌রিয়া—হাজার-লাখশুক্‌রিয়া।

হারুন। মশ্‌রুর!

মশ্‌রুর। আমিরুল মুমেনীন।

হারুন। আজকের নৈশ-অভিযান এখানে শেষ হোক। আমার ঘুম পাচ্ছে। কাল তুমি শহর-কোতোয়াল-কে বলে রাখবে, আমার দশ-পনর জন কোতোয়াল দরকার হবে।

মশ্‌রুর। যো হুকুম, আলম্পানা।

হারুন। হ্যাঁ, কাল আবার আমাদের এইখানে দেখা হচ্ছে। মজ্‌লিশ ভাঙার আগে, আবু ইস্‌হাক, তোমার রুবাবে আবার আনন্দের মওজ তোলো।

[ রুবাব বেজে চলে ]

কাওসুল আকদারের বাগ-বাগিচায় সুরের হিল্লোল। বগ্‌দাদের সড়কে অগাধ রাত্রি। গোলাম-বস্তী নিঝুম।

## ॥ সাত ॥

পরদিন রাত্রি।

গোলাম বস্তী নিঝ্‌ঝুম।

তারা দুই জনে ঘুমিয়ে ছিল, মৃত্যু-রূপা ঘুম——একে অপরের অঙ্গের পাকে পাকে একাকার।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ হোলো। প্রথমে ধীর, মৃদু শব্দ। তার পর জোরে, দ্রুত।

—তাতারী শুন্‌ছ ?

—কে……কি……

মেহেরজান। শুন্‌ছো ?

তাতারী। কি মেহেরজান ?

মেহেরজান। দুয়ারে কে ঘা দিচ্ছে।

তাতারী। আমার ঘোড়াটা হয়ত দড়ী ছিঁড়ে আমার খোঁজে এসেছে।

মেহেরজান। না, না—এ তোমার পেয়ারা ঘোড়া নয়। মানুষ।

তাতারী। শুয়ে থাকো, কোন সাড়া দিও না।

মেহেরজান। আরো জোরে ঘা দিচ্ছে, দরজা ভেঙে পড়বে। আমি হলফ করে বলতে পারি ঘোড়া নয়। তুমি সাড়া দাও।

তাতারী। কে ?

নেপথ্যে। দরজা খোলো।

তাতারী। কেন ?

নেপথ্যে। দরকার আছে।

তাতারী। কে ?

নেপথ্যে। এই গোলাম, দরজা খোল। নচেৎ লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলব।

তাতারী। কে আপনি, জনাব ?

নেপথ্যে। আমি মশ্‌রুর।

তাতারী। জাঁহাপানা এখনই খুলছি। (ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে) মেহেরজান, সর্বনাশ! তুমি তাড়াতাড়ি বোরখা পরে নাও।

মেহেরজান। (ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ) তাতারী, আল্লা যেন মেহেরবান হন। কোথাও লুকানোর জায়গা নেই?

তাতারী। এই ছোট খুপরী লুকাবে কোথায়?

মেহেরজান। তবে আল্লা যা নসীবে রেখেছেন, আমি বোরখা পরি নিই, তুমি দরজা খুলে দাও।

নেপথ্যে। এই জলদি কর, দরজা খোল্‌।

তাতারী। দিচ্ছি, জনাব। বোরখা পরেছ?

মেহেরজান। পরেছি।

তাতারী। আসুন, জনাব। (নত-জানু) আহ্‌লায় ওয়া সাহ্‌লান্‌ ইয়া মওলানা। এ কি! স্বয়ং আমিরুল মুমেনীন। লা-হাওলা ওলা কুয়াতা, আল্‌ম্পানা বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন। এই শির ঝুঁকালাম। গোস্তাখির জন্য আমার কঠোর সাজা দিন, জাঁহাপানা।

হারুন। তুই ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়েছিস, আরো আলো—আরো রোশ্‌নাই চাই।

তাতারী। জাঁহাপানা, গরীবের আর ত কিছু নেই। তবে পাশের প্রতি-বেশীর কাছ থেকে চেয়ে আনি।

হারুন। মশ্‌রুর, কোতোয়ালদের একটা আলো আন্‌তে বলো, শিগ্‌গীর।

মশ্‌রুর। যো হুকুম, জাঁহাপানা।

তাতারী। আলম্পানা, গোস্তাখি মাফ করবেন বান্দার সওালে। এই সুমসাম রাত্রে আপনার পয়জার এই গোলামদের বস্তীতে জিল্লুল্লার আবির্ভাব! কিছু বুঝ্‌তে পারছিনে।

হারুন। আবু ইস্‌হাক।

ইস্‌হাক। জাঁহাপানা।

হারুন। আমার বদলে, তুমি জবাব দাও।

ইস্‌হাক। এই গোলাম, জাঁহাপানা তোর হাসি শুনে খুব সন্তুষ্ট হোয়েছেন তাই তোর জন্যে ইনাম নিয়ে এসেছেন।

তাতারী। ইনাম ?

ইস্‌হাক। হ্যাঁ ইনাম।

তাতারী। কিন্তু জাঁহাপানা, বান্দার কোন গুণ নেই, আর বান্দা এমন কোন কাজ করে নি, যার জন্যে সে ইনাম-প্রত্যাশী হোতে পারে।

ইস্‌হাক। গোলাম, তোর হাসি বড় মধুর। তা-ই আমিরুল মুমেনীন, সেই হাসির রেশ ধরে এখানে এসে পৌঁচেছেন।

তাতারী। জনাব, বান্দাকে আর গোনাগার করবেন না। গোলাম, তার আবার হাসি।

হারুন। না, সত্যি। ইস্‌হাক আমার কথাই বলছে। আমি সেই জন্যেই এসেছি।

তাতারী। আমিরুল মমেনীন, আল্লা আপনার শান-শওকত আরো বৃদ্ধি করুন, আপনার দব দবা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। আপনি দুনিয়ার আমীর হন। গরীবের এই ঝুপড়িতে কি করে যে আপনাদের জায়গা দিই।

মশরুর। চুপ কর, গোলাম।

হারুন। এই যে কোতোয়ালেরা আলো এনেছে। এখন চারিদিক বেশ চোখে পড়ে। এই গোলাম, ওটা কী ?

তাতারী। কি জাঁহাপানা ?

হারুন। ওই যে দেও'লের সাথে কালো বোরখা লেগে রয়েছে।

তাতারী। জাঁহাপানা—

হারুন। কি ?

তাতারী। জাঁহাপানা—

মশ রুর। জবাব দে, নফর।

তাতারী। জাঁহাপানা, বান্দাকে কতল্ করুন। বান্দা এই জবাব দিতে অক্ষম।

হারুন। জবাব দে নচেৎ—

তাতারী। জাঁহাপানা।

হারুন। মশ্রুর এই বান্দরের জিভ ছিঁড়ে নাও, এখনও জবাব দিচ্ছে না।

মশ্রুর। আবু ইসহাক, ছাখো ছাখো গোলামটা ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদছে, তবু জবাব দিচ্ছে না।

ইসহাক। আমি দেখি, মশ্রুর। এই, আমিরুল মুমেনীনের সওয়ালের জবাব দে।

হারুন। মশ্রুর, যা ভেবেছিলাম তা নয়, না—ফরমান গোলাম। একে কতল করো। এক্ষণি।

মেহেরজান। (বোরখা খুলিতে খুলিতে) না, না আমিরুল মুমেনীন। দেওালেয় গায়ে শুধু বোরখা নেই। আমি আছি তার ভেতরে। ওকে মাফ করুন।

হারুন। আবু ইস্হাক, মশ্রুর—ছাখো। বোরখার অন্ধকার ছিঁড়ে এই মাহতাব (চাঁদ) কোথা থেকে উদয় হোলো। থামো মশ্রুর। জবাব পাওয়া গেছে। এই তুই কে?

মেহেরজান। (নত-জানু) জাঁহাপানা, মজ্কুর জানানা আপনার বাঁদী।

হারুন। বাঁদী?

মেহেরজান। হ্যাঁ, জাঁহাপানা।

হারুন। কোন দেশী বাঁদী এমন?

মেহেরজান। আরমেনী বাঁদী।

হারুন। এই গোলাম, উঠে দাঁড়া। একটা জবাব দিবি। তবু এত ভয়। এ তোর কে?

তাতারী। আমার বিবি, আলম্পানা।

হারুন। তোর বিবি?

তাতারী। হাঁ, জাঁহাপানা।

হারুন। তুই শাদী করেছিস, অথচ খবর দিস নি? গোলামের আস্পর্দ্ধা বড় বেড়ে গেছে। আলেপ্পো শহরে কতকগুলো গোলামের তাই মাথা থেৎলে দিতে হোলো।

তাতারী। জাঁহাপানা, গোস্তাখি মাফ করবেন। আপনার পায়ের খাক্ এই গোলাম। তার আবার শাদী। তার আবার দাওয়াৎ।

হারুন। তোর কি জানা আছে, আপন মাওলার (প্রভু) হুকুম ছাড়া কোন গোলাম শাদী করতে পারে না বা নিজের বেটীর শাদী দিতে পারে না?

তাতারী। জানি, জাঁহাপানা।

হারুন। তবে—

তাতারী। তার সাজা নিতে আমি প্রস্তুত আছি। নাফরমান বান্দার যা' শাস্তি হয়, তা-ই আমার প্রাপ্য।

হারুন। হাঁ, তোর গর্দান যাওয়া-ই উচিত। এই বাঁদী, তুই কোথা থাকিস?

মেহেরজান। আপনার মহলের বাঁদী, জাঁহাপানা।

হারুন। আমার মহলের বাঁদী শাদী করেছে গোলাম, অথচ আমাকে কেউ জানায় নি। তাজ্জব ব্যাপার। তোকে কোনদিন দেখিনি?

মেহেরজান। না, আলম্পানা

হারুন। অমন নত-জানু কর-জোড়ে তোর থাকার দরকার নেই। উঠে দাঁড়া।

মেহেরজান। জাঁহাপানা। বান্দী-কে আর গোনাগার করবেন না।

হারুন। আমি যা বলি, তা শোন। এখানে মশ্‌রুর খাড়া আছে, তা ভুলে যাস্‌ নি। উঠে দাঁড়া।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়াতান।

হারুন। গোলাম, তোর আস্পর্দ্ধা আস্‌মান ছাড়িয়ে গেছে। কুকুরের মত তোদের জিভ ছিঁড়ে নিলে তবে গায়ের ঝাল মেটে।

তাতারী। জাঁহাপানা, বান্দা গোনাগার। আপনার যা মরজী, তা-ই করুন। বান্দার কোন দুঃখ নেই।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, এ গোলাম ত চমৎকার কথা বলে। ঠিক তোমার মত।

ইস্‌হাক। হ্যাঁ আলম্পানা। যারা ভাল কথা বলতে পারে, তারা ভাল হাস্‌তে-ও পারে।

হারুন। কেন, আবু ইস্‌হাক?

ইস্‌হাক। আলম্পনা, সাধারণ কথা নয়, ভাল কথার মূল কি? ভাল কথা হচ্ছে রুহের (আত্মার) প্রতিধ্বনি—সেখানেই জমে থাকে, তারপর ঝর্ণার মত বেরোয়। অনাবিল হাসি হচ্ছে ভাল কথার-ই শারিরীক রূপ। তাই জিল্লুল্লাহ্‌, যারা ভাল কথা বল্‌তে পারে, তারা ভাল হাসতেও পারে। হাসি আর কথার মূল উৎস এক জায়গায়।

হারুন। ও আবু ইস্‌হাক, তুমি ফল্‌সাফা—দর্শন—শুরু করে দিলে। এত বোঝার মত ধৈর্য্য এখন আমার নেই। এই বাঁদী—তোর কিছু বলার আছে?

তাতারী। না, জাঁহাপানা। গোনাগার, নাফরমান—আমাদের কতল করুন।

হারুন। মশ্‌রুর, তৈরী হও। আমার ফরমান মোতাবেক এদের শাস্তি দেবে। এক চুল না এদিক ওদিক হয়।

মশ্‌রুর। যো হুকুম, আলম্পানা।

হারুন। হাজেরান (সমবেত) মজ্‌লিস—মশরুর, কবি আবু ইসহাক এবং কোতোয়ালগণ, এই দুই বান্দা এবং বান্দী কানুনের খেলাপ যে কাজ করেছে, তার জন্য এদের শাস্তি কী? তলও'ারে গর্দান গ্রহণ করা যায়, অঙ্গচ্ছেদ করা চলে, এক দিকের পাঁজর নামিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু তলও'ারের আরো শক্তি আছে। তলও'ার লোহার জিঞ্জির ছিন্ন করতে পারে। আমি এই মজলিসে ঘোষণা করছি—আজ থেকে এই দুই বান্দা-বান্দীর

গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন হোক। এরা দুই জনে মুক্ত——আজাদ আমার রাজত্বের দুইজন স্বাধীন নাগরিক।

[ সকলে। মারহাবা। মারহাবা। ]

তাতারী। হে আমিরুল মুমেনীন, আপনার মেহেরবানী সীমাহীন, আপনার হৃদয় বিশাল, আমরা উভয়ে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। হে জিল্লুল্লাহ, আপনার দুই বাহুতে আরো শক্তি সঞ্চিত হোক যেন সিকেন্দার শা'র মত আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর হন। আমিরুল মুমেনীন জিন্দাবাদ।

[ সকলে। মারহাবা। মারহাবা। ]

হারুন। আমি আরো ঘোষণা করছি, এই মুহূর্ত থেকে হাব্‌সী তাতারী——কয়েক মুহূর্ত আগে যে গোলাম ছিল, বগ্‌দাদ শহরে পশ্চিমে আমার যে বাগিচা আছে——সেই বাগিচা এবং তার যাবতীয় গোলাম বান্দী মালপত্র আসবাব সব কিছুর সে মালিক। তার সমস্ত লেবাস ও দিনগুজ্‌রানের খরচ আজ থেকে খাজাঞ্চী-খানা বহন করবে।

[ সকলে। মারহাবা। মারহাবা ]

তাতারী। জাঁহাপানা, আপনার করুণার ঋণ আমরা কোমদিন শোধ দিতে পারব না।

হারুন। যাও, কোতোয়াল——এখন-ই হ্‌াবসী তাতারী-কে আমার বাগিচায় নিয়ে যাও, লেবাস সেখানে প্রচুর আছে। এই বেশে আর যেন কোনদিন ওকে আমি না দেখি।

সকলে। সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

হারুন। একটু সবুর করো', কোতোয়াল। তোমাদের হাসির জন্য আমি এই ইনাম দিলাম। দাঁড়াও দুইজনে। আর একবার সেই হাসি হাসো।

তাতারী। জাহাপানা, বান্দাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। তার বোঝায় বান্দার ঘাড় ক্লান্ত। আজ হাসি আসতে পারে না, জাঁহাপানা।

হারুন। বেশ। কিন্তু মনে রেখো, হাসি তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই হাসিই আমি শুনতে চাই। হ্যাঁ আমি শুনতে চাই। আমার বুক যখন ভারাক্রান্ত থাকবে, তখনই তোমার হাসি আমি কামনা করব। যাও, এখন নাই-বা হাসলে। কোতোয়াল, একে নিয়ে যাও। বাঁদী, তুমি মহলে ফিরে যাও।

ইসহাক। জাঁহাপানা, গোলাম ত চলে গেল। এখন আবু ইসহাকের কথা শুনুন। এই আরমেনী বাঁদী, তৌবা—এই আরমেনী আওরতের জন্য কি ইনাম দিবেন? কান শোনার জন্য পাগল।

হারুন। সে আরো বড় ইনাম। চলো, মেহেরজান। আমাদের সঙ্গে চলো। তুমি বেগম জুবায়দার কাছে ফিরে যাও। তবে তুমি আর বাঁদী নও।

মেহেরজান। জাঁহাপানা, আপনি অশেষ মেহেরবান। আপনার মরজীই আমার মরজী।

হারুন। মেহেরজান, তুমিও এত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারো। আজব দুনিয়া। রাত্রি প্রায় শেষ। চলো, মশ্‌রুর। আবু ইস্‌হাক, তোমার গজল-শোনা রাত্রি আবার আসবে। নিরাশ হয়ো না, কবি।

ইস্‌হাক। আলপানা আবু ইস্‌হাক আশা মানে না— —নিরাশা জানে না। আবু ইস্‌হাক বিশ্বের মুসাফির। সে যা দেখে, তারই গান করে। চলুন, জাঁহাপানা।.....

## ॥ আট ॥

অন্দর মহল। আবু ইস্‌হাক ও হারুনর রশীদ।

—আবু ইস্‌হাক।

—জাঁহাপানা।

হারুন। হাব্‌সী গোলামের খবর জানো?

ইস্‌হাক। না, আমিরুল মুমেনীন্‌।

হারুন। আমিও তিন দিন খোঁজ নিতে পারিনি, তাই বাগিচার মোহাফেজ-কে ডাকতে পাঠিয়েছি।

ইস্‌হাক। মোহাফেজ ডাকার কোন দরকার নেই, আলম্পানা। গোলাম যা' পেয়েছ, তার তুলনা নেই। এই বদান্যতা শুধু জিল্লুল্লাহ্‌ খলিফা হারুনর রশীদ বিন্‌ মেহ্‌দীর পক্ষেই সম্ভব।

হারুন। তবু খোঁজ নিতে হয়। কারণ, ওর হাসি শোনার প্রয়োজন আমার আছে। ঐ ত মশ্‌রুর মোহাফেজ-কে নিয়ে হাজির। আহ, আর কুর্নিশে প্রয়োজন নেই। এসো, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, মোহাফেজ হাজির।

হারুন। মোহাফেজ, হাব্‌সী তাতারীর কোন তক্‌লীফ হচ্ছে না ত?

মোহাফেজ। জাঁহাপানা, আপনার নেমক খেয়ে বহুদিন এই বাগিচার মোহাফেজ-পদে নিযুক্ত আছি। বহু কাহিনী শুনেছি। কিন্তু এমন কাহিনী কখন-ও শুনিনি, জাঁহাপানা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে যে ভিক্ষুক ছিল, তৃতীয় প্রহরে সে আমীর। এ শুধু বগ্‌দাদেই সম্ভব।

হারুন। গোলাম লেবাস পরেছে ত?

মোহাফেজ। আমিরুল মুমেনীন, কালো চেহ্‌রা; লেবাস পরার পর ও-কে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

হারুন। বহুৎ আচ্ছা। ওর কোন কষ্ট হচ্ছে না, ত?

মোহাফেজ। আলম্পানা, যেটুকু তক্‌লীফ, সে-শুধু অনভ্যাসের কষ্ট। নরম বিছানা, গালিচা, এত গোলাম বাঁদী মুজ্‌রানী— — এর মধ্যে হঠাৎ একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করা কী বিচিত্র?

হারুন। তেমন কোন অস্বোয়াস্তি দেখলে নাকি?

মোহাফেজ। হ্যাঁ, জনাব। এই গোলাম কাউ-কে হুকুম দেয় না।

হারুন। রপ্ত হোক, তখন দেবে।

মোহাফেজ। নীচে গালিচার উপর শুয়ে থাকে।

হারুন। ও-সব ঠিক হোয়ে যাবে। আহেস্তা-আহেস্তা।

মোহাফেজ। আমিরুল মুমেনীন, মুজ্‌রানীরা ত বিরক্ত হোয়ে গেছে।

হারুন। কেন?

মোহাফেজ। ওরা বলে, এখানে বেকার হোয়ে যাচ্ছি। আজ তিনদিন খানাপিনা নাচ্‌-গান কিছু-ই হচ্ছে না।

হারুন। হচ্ছে না?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপোনা, হবে কি করে? আমি একদিন পাঁচ জন মুজ্‌রানী-কে জনাব তাতারীর কাছে পাঠালাম। সবাই নও-জওয়ান। সকল-কে ফেরৎ পাঠালে। বললে, যাও।

হারুন। আচ্ছা— —।

মোহাফেজ। জাঁহাপানা, তা-ছাড়া — আপনি এত কিছু দিয়েছেন— অন্য মানুষ হোলে আনন্দে পাগল হোয়ে যেত। এর সে-সব কিছু নেই। সব সময় গম্ভীর।

হারুন। সব সময়?

মোহাফেজ। হাঁ জাঁহাপানা। বাবুর্চি খানা ঠিক রাখে। একবার খেতে যায় মাত্র।

হারুন। একবার?

মোহাফেজ। হাঁ, আলম্পানা। রাতে কিছু খায় না। অলিন্দে বসে আকাশের তারা দেখে আর চুপচাপ বসে থাকে।

হারুন। কোন গোলাম বেয়াদবী করছে না ত ওর সঙ্গে ?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপানা। আপনার হুকুম—কোন শয়তানের বাচ্চা বরখেলাফ করবে ?

হারুন। এই গোলাম হাসে না ?

মোহাফেজ। জাঁহাপানা, জোরে হাসি ত দূরের কথা। গোস্তাখি মাফ করবেন, আমরা কেউ ওর দাঁত-ই দেখ্‌লাম না।

হারুন। হাসে না ?

মোহাফেজ। না, জিল্লুল্লাহ।

হারুন। হাসে না ?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপানা।

হারুন। একবার-ও না।

মোহাফেজ। না, জাঁহাপানা। আমি 'গীবৎ' পর-নিন্দা করছি না। আপনি এই দোষে আমার গর্দান নিতে পারেন।

হারুন। আশ্চর্য্য। যাও, মোহাফেজ। তুমি খুব তরীবতের সঙ্গে ওকে রাখবে। যদি কোন ত্রুটি কানে আসে, আমি সমস্ত গোলামদের সঙ্গে তোমাকেও কতল করব।

মোহাফেজ। আস্‌সামায়ো তায়াতান। আস্‌সালামো আলায়কুম ইয়া আমিরুল মুমেনীন।

হারুন। মশ্‌রুর, মোহাফেজ যা বলে গেল, তোমার বিশ্বাস হয় ?

মশ্‌রুর। বিশ্বাস হয় না, তবু বিশ্বাস করতে হয়, কারণ মোহাফেজ সাবেক ইমানদার কর্মচারী।

হারুন। আবু ইস হাক, তোমার বিশ্বাস হয় ?

ইস্‌হাক। হয় জাঁহাপানা।

হারুন। কেন ?

ইস্‌হাক। হেকিমী দাওয়াই তৈরী করতে, অনেক রকম উপাদান প্রয়োজন হয়। তেম্নি হাসির জন্য বহু অনুপান দরকার। হাসি একটা জিনিষ। কিন্তু হাসি তৈরী হয় নানা জিনিষ নিয়ে। খাওয়া

লাগে, পরা লাগে, আরাম লাগে, শিক্ষা লাগে আরো বহু কিছু।

হারুন। নানা চিজ?

ইস্‌হাক। হ্যাঁ, খলিফা নামদার। তার একটা উপাদানের যদি অভাব ঘটে, আর হাসি তৈরী হবে না? ধরুন, সব আছে—নিরাপত্তা নেই। হাসি তৈরী হবে না।

হারুন। হবে না?

ইস্‌হাক। না, জাঁহাপানা। আমার মনে হয়, অনেক উপাদান হয়ত আছে, কিন্তু কোন একটা উপাদানের অভাব ঘটেছে।

হারুন। তোমার কি ধারণা?

ইস্‌হাক। বেয়াদবী মাফ করবেন ত, জাঁহাপানা?

হারুন। বেয়াদবী? এই কামরায় আমি আমিরুল মুমেনীন নই, তোমাদের বন্ধু। বেয়াদবীর কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ইস্‌হাক। মেহেরজান কোথায়, আলম্পনা?

হারুন। সে আর কারো 'জানে' মেহের (করুনা) ঢালতে গেছে।

ইস্‌হাক। তা ত উচিত নয়।

হারুন। উচিৎ নয় কেন?

ইস্‌হাক। মেহেরজান বিবাহিত স্ত্রী। আর কারো জন্যে সে হারাম।

হারুন। তোমার মতে হারাম। কিন্তু কারো-কারো মতে হারাম নয়।

ইস্‌হাক। হারাম নয়?

হারুন। না।

ইস্‌হাক। এমন ফতোয়া কেউ দিতে পারে?

হারুন। আলেম পারে। এই ছাখো আলেম আব্দুল কুদ্দুসের ফতোয়া। তিনি লিখছেন। মেহেরজান কেনা বাঁদী। মালিকের হুকুম ছাড়া তার কোন শাদী হোতে পারে না। যদি হয়, তা না-জায়েজ (শাস্ত্রসিদ্ধ নয়)। মজকুর বাঁদী মেহেরজান ও গোলাম হাবসী তাতারীর শাদী না জায়েজ। সই দেখেছ?

ইস্‌হাক। দেখলাম, জাঁহাপানা। কিন্তু জনাব আবদুল কুদ্দুস এই ফতোয়া দিলেন?

হারুন। দেবেন না কেন?

ইস্‌হাক। জাঁহাপানা, শাস্ত্র-কে চোখ ঠারা যায়, কিন্তু বিবেককে চোখ-ঠারা অত সহজ নয়।

হারুন। তুমি কি বলতে চাও?

ইস্‌হাক। আবদুল কুদ্দুস আল্লার কালাম বিক্রী করেছেন।

হারুন। দুনিয়া ত কেনা-বেচার জায়গা। আর তিনি তোমার মত আহম্মক নন।

ইস্‌হাক। কেন জাঁহাপানা?

হারুন। এই বগ্‌দাদ শহরে তিন্ তিন্‌খানা আলীশান্ মাকান, ইমারৎ বাগ-বাগিচা—আর বছর বছর পাঁচ হাজার 'দীরহাম' যায় খাজাঞ্চী খানা থেকে। তিনি এসব খোয়াতে যাবেন না কি, তোমার মত আক্কেল দেখাতে গিয়ে? আমি কি দিই, তা-ও তিনি যেমন জানেন, আমি কি চাই তা-ও তিনি তেমন বোঝেন দোকানদার-গ্রাহকে এ-রকম সম্পর্ক না থাকলে কি দুনিয়া চলে?

ইস্‌হাক। কিন্তু, জাঁহাপানা——

হারুন। আহ, ইস্‌হাক তুমি বড় বন্ধ্যা হুজ্জতে এগোও। খোওয়াব-চারী কবি, কিছুই বোঝ না। তুমি জানো, দীরহামের মোজেজা (অলৌকিক) শক্তি আছে। দীরহাম অঘন-ঘটন পটীয়সী।

ইস্‌হাক। না, আলম্পানা।

হারুন। দীরহামের তাকৎ অসম্ভব, অশেষ। তোমাকে বুঝিয়ে বলা যাক্। তুমি কালো আঙ্গুর পছন্দ করো, না সবুজ আঙ্গুর?

ইস্‌হাক। সবুজ আঙ্গুর।

হারুন। বেশ। সবুজ আঙ্গুর না পেলে——

ইস্‌হাক। কালো আঙ্গুর খাই।

হারুন। ধরো, বাজারে সবুজ আঙ্গুর আছে, কিন্তু দাম খুব চড়া। অত

পয়সা তোমার নেই। তখন ?

ইস্‌হাক। তখন কালো আঙ্গুর কিনি।

হারুন। কিন্তু মনে রেখো, তোমার কাছে নয় শুধু এম্নিতে-ও কালো আঙ্গুর সবুজ আঙ্গুর এক নয়। দু'য়ের আস্বাদ আলাদা। কিন্তু তোমার দীরহামের পরিমাপে দুই-ই এক। দীরহামের কত কুওৎ, কত শক্তি বুঝ্‌তে পারছো ?

ইস্‌হাক। পাচ্ছি, জাঁহাপানা।

হারুন। খোয়াব নিয়ে থাকো, তুমি সহজে এ সব বুঝ্‌বে না। যাক সে ব্যাপার। কথায় কথায় আমরা অনেক তফাৎ চলে এসেছি। গোলামের হাসি বন্ধ হোয়ে গেছে কেন ?

ইস্‌হাক। জাঁহাপানা, ও হয়ত আর হাস্‌বেই না।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, তোমার জন্যেই আমার পাগ্‌লা-গারদ বানাতে হবে। গোলাম আবার হাস্‌বে না ? দেখে নিও, দীরহাম কি করতে পারে। মশ্‌রুর, তুমি সাক্ষী।

ইস্‌হাক। জাঁহাপানা, যদি উপাদানের অভাব হয়।

হারুন। তোমার-ওসব বুট ফিলজফী, ইস্‌হাক। পরশু আমরা তিনজনে গোলামের হাসি শুন্‌তে যাব, কাল খবর পাঠাব। তোমার দাওয়াৎ রইল, আবু ইস্‌হাক। মনে থাকে যেন, পরশু বাদ 'এসো' আমরা তিনজনে হাব্‌সী তাতারীর মেহ্‌মান।

ইস্‌হাক। বহুৎ খুব, জাঁহাপানা।

হারুন। মশ্‌রুর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌হাক আক্কলের তেজ হারিয়ে ফেল্‌ছে।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আমার তলওয়ারের তেজ কিন্তু বাড়ছে।

হারুন। চলো, এখন ওঠা যাক্‌।

মশ্‌রুর। যো-হুকুম, আলম্পানা

।। নয় ।।

কাল রাত্রি। বাগিচার কক্ষ। মোহাফেজ ও তাতারী।

—মোহাফেজ।

—জনাব।

—তুমি জানো চারদিন আগে আমি কি ছিলাম।

—জনাব, তা জানি বৈকি।

—কিন্তু তুমি কি ছিলে, তা জানো না। জানো?

—আপনি কি বলতে চান, জনাব?

—তোমার মত অনেকেই জানে না, যে তারা কী? আমি গোলাম ছিলাম, খুব নীচু দরের গোলাম। কিন্তু তুমি-ও গোলাম, আমিরুল মুমেনীনের গোলাম। অবিশ্যি উঁচু দরের গোলাম।

—তা সত্যি, জনাব।

—আজ চাকা ঘুরে গেছে। তুমি আমার চেয়ে অনেক নীচু দরের গোলাম। আমার-ও গোলাম।

—আলবৎ।

—কিন্তু আমি ভুলে যাইনি, আমি গোলাম ছিলাম।

—জনাব, তাতারী। আপনি বড় হক্ কথা বলেন।

—শোনো, মোহাফেজ। এসো হাতে হাত মেলাও। মনে রেখো, তুমি-ও যা, আমি-ও তা-ই।

—শুক্‌রিয়া, জনাব।

—কিন্তু বড় গোলামেরা ছোট গোলামদের মনে রাখে না। ছোট গোলাম বড় গোলাম হোলে তার-ও সেই অবস্থা ঘটে। গোলাম খানার এ এক মহা দস্তুর।

—আপনার কথা শুনতে বড় মিষ্টি লাগে।

—এখন শোনো, মোহাফেজ। বাইরে আমাদের যে-সম্বন্ধ আছে তা থাক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমরা পরস্পরের মোহাফেজ—রক্ষক।

—শুক্‌রিয়া, জনাব।

—জেনে রেখো, আমি গোলাম গোলাম-ই আছি।

—না, না, জনাব।

—সত্যি। সত্যি বল্‌ছি। তুমি কি মনে করো, এই বাঁদী গোলাম মুজরানী ইমারৎ গালিচার মধ্যে খুব স্বোয়াস্তিতে আছি?

—কোন তক্‌লীফ হচ্ছে, বলুন। নচেৎ আমিরুল মুমেনীন আমার গর্দান নিয়ে নেবেন।

—না, তোমার দোষ নয়। আমরা অর্থাৎ গোলামেরা নিজের যোগ্যতা আর মেহ্‌নৎ দিয়ে কোন জিনিষ অর্জন না করলে, স্বোয়াস্তি পাই না। যোগ্যতা-মেহনতের বাইরে থেকে হঠাৎ কিছু যদি আমাদের উপর ঝরে পড়ে, তা-তে সুখ কোথায়? মগজ আর তাগদের জোরে কোন জিনিষ না পেলে, আমরা মজা পাই না। এই বাগবাগিচা আমার মেহনতের ফল নয়।

—সত্যি, হুজুর?

—হ্যাঁ, সত্যি। মনে রেখো, যোগ্যতা থেকে কোন চিজ না পেলে তা ঢিলে লেবাসের মত বেখাপ্পা-ই দেখায়। আর যোগ্যতা-মেহনৎ ব্যতিরেকে যারা পুরস্কার প্রার্থী — —তারাই হচ্ছে দুনিয়ার আসল গোলাম।

—জাঁহাপানা, আপনি উজীর মরহুম জাফর বারমেকীর মত আক্কেল-মন্দ কথা বলেন।

—চুপ্‌। জাফরের নাম তোমার মুখে শুনলে খলিফা জিভ ছিঁড়ে ফেল্‌বে।

—হুজুর আপনি, তা-ই বল্‌ছি।

—আমাকে জনাব-হুজুর সম্বোধনে ডাক দিও না। আমরা বন্ধু।

—আপনি যখন অভয় দিলেন— —

—শোনো, তোমাকে আমার একটা খবর দিতে হবে।

—খবর ?

—হ্যাঁ খবর। তুমি কি বগদাদের সড়কে, কাফিখানায় ফরসুৎ-মত ঘোরাঘুরি কর না ?

—তা করি বৈকি।

—তুমি তা-হোলে খবর যোগাড় করতে পারবে।

—কি খবর বলুন ?

—কিন্তু, এ-খবর খোদ্ আমিরুল মুমেনীনের কাওসুল আক্দার প্রাসাদের খবর।

—জনাব, পাথরে, দেওালে খবর আট্কা থাকে না। যারা মহলে থাকে, তারা-ও মানুষ। চোখে দেখলে বা কানে শুন্লে, মুখে না বলে পারে না। চোখ কানের মুখের একটা যোগ-সাজস আছে।

—আছে ?

—আছে বৈকি। বেগম খৈজুরান যে নিজের বড় ছেলে হাদীকে দাসী দিয়ে গলা টিপিয়ে মেরেছিল, তা কি করে জানাজানি হোল ? খলিফা হাদী মারা গেলেন, তাই না হারুনর রশীদ খলিফা হোলেন।

—তা-ই নাকি ?

—আপনি জানেন না ? বগ্দাদের সবাই জানে, তাই আপনি জানেন না। যাকে জিজ্ঞেস করেন, সে-ই ঐ জবাব দেবে, কিছু জানে না। বড় মজার ব্যাপার।

—শোনো, মোহাফেজ। যদিও মহলের খবর। কিন্তু খবর একটা তুচ্ছ ব্যক্তির।

—কে সে ?

—বল্ছি। তুচ্ছ ব্যক্তি সে। বেগম জুবায়দার খাস-বাঁদী মেহেরজান। তার-ই খবর চাই।

—শাহী সড়কের এক কাফিখানায় আমি কাল সন্ধ্যায় বসেছিলাম।

সেখানে খবর শুন্‌লাম।

—কি খবর ?

—আমার ত তেমন শোনার গা ছিল না। একজন আর একজন-কে বল্‌ছে, মহলে নাকি এক রূপের তুফান এসেছে——এক আরমেনী বাঁদী। খলিফা নাকি তা-কে শাদী-ও করতে পারে।

—আর কিছু শুন্‌লে ?

—হুজুর, আমার কান ত বেশী ওদিকে ধায় না, বয়স পঞ্চাশের উপর। জওয়ান হোলে এসব রসালো কথার দিকে মন যায়। কান-ও যায়।

—আজ তুমি বেড়াতে বেরিয়ে দ্যাখো যদি কোন খবর আন্‌তে পারো।

—আচ্ছা, জনাব।

—আবার জনাব কেন ? এসো, হাতে হাত মেলাও।

॥ দশ ॥

বগ্‌দাদের সড়কে রাত্রি।

শহরের উপকণ্ঠে নির্জনতার রাজগী অনেক আগে শুরু হোয়েছে। কিন্তু সরাইখানার আলো তখনও নেভেনি। আনন্দ-তালাসী পথিক-জনের আনাগোনা ক্বচিৎ কানে আসে।

আব্‌ছা অন্ধকারে দুই ব্যক্তি হাঁটছিল। হঠাৎ একজন হেসে উঠল। অপর ব্যক্তি আর চুপ থাকতে পারে না। সে-ও সঙ্গীর পথ অনুসরণ করে।

—আবু নওয়াস।

—কি আবুল আতাহিয়া।

আতাহিয়া। তুমি হাসছো?

নওয়াস। হ্যাঁ হাস্‌ছি।

আতাহিয়া। অবিশ্যি তোমার কবিতা পড়ে মনে হয়, তুমি সত্যি মনে মনে হাসতে পারো। আমাকে দিয়ে তা হয় না।

নওয়াস। তা আমি জানি, তুমি দুনিয়ায় শুধু কেয়ামৎ দ্যাখো।

আতাহিয়া। আর তুমি?

নওয়াস। বেহেশ্‌ত। এই দুনিয়াই আমার বেহেশ্‌ত।

আতাহিয়া। শরাব আর সাকী থাকতে, তোমাকে আর আল্লা হেদায়েৎ করবেন না।

নওয়াস। তোমাকে শয়তান পথ দেখায়।

আতাহিয়া। কেন?

নওয়াস। শয়তানের পথ মৃত্যুর পথ। জীবনের সড়ক আলাদা। তুমি শুধু মৃত্যুর কথাই বলো।

আতাহিয়া। তুমি ত মরুভূমির মধ্যে জীবন-কে খুঁজেছো।

নওয়াজ। মোটেই না। আমার সেই কবিতা পড়ো নি, আতাহিয়া?

আতাহিয়া। কোন কবিতা, নওয়াস ?

নওয়াস। বল্‌ছি শোনো ঃ

বেদুইন্‌দের মাঝখানে বৃথা কর আনন্দ-সন্ধান।
কিবা ভোগ করে তারা, যারা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর লোক?
থাক্ ওরা ওইখানে, বসে খুব উষ্ট্রদুগ্ধ খাক্ ;
যারা কভু শেখেনিক সূক্ষ্ম প্রাণ-উপভোগ ।।

আতাহিয়া। এ-কে বুঝি বলে মরুভূমিতে জীবন-সন্ধান ?

নওয়াস। তুমি আজকাল আর্বী ভুলে যাচ্ছো, আতাহিয়া। না, আমার কবিতা বুঝতে তোমার কষ্ট হয় ?

আতাহিয়া। তার চেয়ে বলো না কেন আমি আমার ওয়ালেদের (বাপ) নাম ভুলে যাচ্ছি।

নওয়াস। তবে ভুল তুমি করো। বুদ্ধি আর বোধি—আক্কেল আর উপভোগ, দুই জীবনে দরকার। কারণ, ইন্দ্রিয়ের পথ আবার বোধির-ও পথ। যেই মুহূর্তে তুমি একটা বন্ধ করবে, অন্যটা-ও থেমে যাবে। তখন তুমি আর গোটা ইন্‌সান নও।

শাকী, পান-পাত্র ভরে দাও মদিরা-ধারায়
অন্ধকারে কেন ? এসো এই আলোর সভায় ।।
বিনা পানে নিরানন্দ শুষ্ক অভিশপ্ত ক্ষণ।
মাতালের মত টলি——সেই ত অমূল্য জীবন ।।

আর আতাহিয়া, সেই জায়গার তুমি কি লিখ্‌ছো ?

'জাম' ঘিরে বসিয়াছে যত সব মওজী ইন্‌সান,
দুনিয়ার হাত থেকে করে তারা মৃত্যু-মদ্য-পান ।।

ছো ঃ—এটা কি কবির কথা ?

আতাহিয়া। শোনো, নওয়াস। কবিতা তোমার চেয়ে খারাপ না লিখলেও, কথায় পারব না।

নওয়াস। ও কথা ছাড়ো। তুমি মেহ্‌দীর বাঁদী উৎবা র প্রেমে পড়েছিলে ?

আতাহিয়া। পড়েছিলাম।

নওয়াস। কেন?

আতাহিয়া। তা জানি নে।

নওয়াস। তখন তুমি জীবন-কে খুঁজেছিলে। প্রেমের পথ, ভোগের পথ উপভোগের পথ—জীবনের পথ, সব এক জায়গায় বহু সর্প -মিথুনের জড়াজড়ির মত। ওকে আলাদা করতে যেও না, বন্ধু।

আতাহিয়া। আজ অনেক খামর (শরাব) টেনেছো মনে হচ্ছে।

নওয়াস। তা ত বটেই। শোনো, তোমাতে আমাতে তফাৎ কি জানো?

আতাহিয়া। কি তফাৎ?

নওয়াস। আমি আঙ্গুর ফল খাই আর তুমি? তুমি দ্রাক্ষালতা চিবোও। আর মনে মনে বলো, আঙ্গুর যখন এমন মিষ্টি, দেখা যাক্ ওর আসল মাদ্দা' উৎসটা কেমন? একটু চিবোই।

আতাহিয়া। নওয়াস, তুমি আজ বিলকুল শরাবী।

নওয়াস। আতাহিয়া, একটা গল্প শোনো।

আতাহিয়া। বলো।

নওয়াস। তখন আমি কুফা শহরে। এক বাঁদীর আশ্‌না'য়ের জালে ধরা পড়ে গেলাম।

আতাহিয়া। তোমার মত পাকা মৎস?

নওয়াস। কথায় বাধা দিও না। প্রেমে আর খাদে বেশী তফাৎ নেই, পড়ে গেলাম। সব কথা তোমার শুনে দরকার নেই। যাক্, অনেক ঘোরাফেরা কান্নাকাটি আরজী-মিনতি অগয়রহের পর আমার মহ্‌বুবা (দয়িত) ওলিদা-কে পেলাম। শোনো ওর স্‌দ্‌রিয়া (জামা বিশেষ) খুলে আমি ত বেহুঁস হওার উপক্রম। এমন সুগঠিত তীক্ষ্ণ-বোঁটা সীনা আমি, খোদার কসম্, আর জীবনে দেখিনি। ছেলেরা কেতাব পড়ে তিন্‌কা দিয়ে। অক্ষরের কাতার ঠিক রাখার জন্যে। এ ঠিক সেই তিন্‌কার মত। ভাবলাম, এটা হাতে থাকলে আমি আর জীবনে কাতার-ভ্রষ্ট হব না, অর্থাৎ গোনা'র পথে অসৎ পথে

পড়ব না। আল্লার মেহেরবানী, এমন তিন্‌কা জুটিয়ে দিয়েছেন জীবনের কেতাব পড়তে আমার আর ভুল হবে না। আরো শোনো। সেই অবস্থায় আমি কোথায় তিন্‌কা হাতে গ্রহণ করব, তা না, আমার মাথা ঝুঁকে গেল। আমি সীনার ঠিক নীচে নরম ত্বকের উপর ঠোঁট রাখ্‌লাম। লোকে কদম-বুসী করে। আমি করে বসলাম স্তন্‌-বুসী, সীনা-বুসী'—যা বলো।

আতাহিয়া। হাহ্‌, হা, আবু নওয়াস। মারহাবা! ইয়া আবু নওয়াস। আহ্‌লান সাহ্‌লান, ইয়া নওয়াস। মাইয়োকেলা হাজিহিল কালাম ইল্লা আবু নওয়াস—আবু নওয়াস ছাড়া কে আর এমন কথা বলতে পারবে? হাহ্‌ হা হাহ্‌ হা···

নওয়াস। আহ্‌, আমার পিঠে এতো থাপ্‌ড়াচ্ছো কেন, আতাহিয়া। তোমার হাসি থামাও, নচেৎ এখনই তোমার আঁৎড়ী বেরিয়ে পড়বে। আর এত হেসো না, এখনই আমিরুল মুমেনীন তা কিনে নেবেন!

আতাহিয়া। আহ্‌, আবু নওয়াস। আর একটু হেসে নিতে দাও। পেটে কুলুপ লেগে গেল।····· আমিরুল মুমেনীন আজকাল হাসির সওদাগরী করেন না কি?

নওয়াস। তুমি জানো না?

আতাহিয়া। না।

নওয়াস। হাসির অনেক দাম। লাখ দীরহামের-ও বেশী।

আতাহিয়া। সত্যি?

নওয়াস। কাল তিনি তোমাকে আমার মারফৎ দাওয়াৎ দিয়েছেন—গোলামের হাসি শুন্‌তে যাবো। আবু ইস্‌হাক থাক্‌বে। খানাপিনা গান্‌বাজ্‌না সব আছে।

আতাহিয়া। আলহাম্‌দোলিল্লাহ্‌।

নওয়াস। চলো, অনেক রাত হোয়ে গেছে। সরাইখানা বন্ধ। সড়কে লোকজন কম। তার উপর অন্ধকার।

আতাহিয়া। তোমার ভয় কী? তোমার ত তিন্‌কা আছে।

দুই কবি হেসে উঠল জনশূন্য সড়কের উপর। প্রতিধ্বনি দূরে দূরে সহজে অস্তিত্ব হারায় না।

নিদ্রিত মহা-নগরী বগ্‌দাদ।

তার দুই কবি শুধু জেগে ছিল।

কবিতা জীবনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। তা কি কখনও বিশ্রাম নিতে পারে?

॥ এগার ॥

বেগম জুবায়দা, আপনার পাঁজর কি রিক্ত? নৈশ্য হাহাশ্বাসের মুখে দজ্‌লার ওপরের দিকে চেয়ে, প্রতীক্ষার দুর্ভেদ্য অরণ্যে পদধ্বনি শুনে কোন লাভ নেই। সীনা-ব-সীনার সাধনা সন্ন্যাসিনী জানে না। তাই তারা কৃচ্ছতা আর আত্মনিগ্রহের জোয়ালে প্রতারিত যৌবনের আরশীতে বিবেকের প্রতিফলন দেখ্‌তে চায়। বিকৃত ইচ্ছা তাদের কাছেই আনন্দের মরীচিকা। গতিহীনতার দুর্গন্ধ, স্বর্গীয় সৌরভ মনে হয় নাসিকার নিঃসাড় সড়কে। মেহেরজান আর আপনার কাছে ফিরে আসবে না হৃদয়ের উত্তাপ দিতে। না-ই আসুক। আপনার তৃষ্ণার্ত দুই চোখ আত্মার সোপান গ'ড়ে তুলুক কল্পনায়। কল্পনা ত মিথ্যা হোয়ে যায় না। মহাকাল তা-কেই বরণ করে। নির্জ্জনতা-বিহারী মেহেরজান, নাইবা এলো কোলাহলের জোয়ারের মত। বিশাল আকাশ। তাই ত নক্ষত্রেরা নিঃসঙ্গ। আপনার প্রানের অসীমতায় শুধু দুটী শুক্‌তারা জেগে থাক্‌।

আদাব, বেগম সাহেবা।

॥ বার ॥

তাতারীর বাগিচা।

কার্পেট-শোভিত কক্ষ। বিশেষ-ভাবে আজ আলোকসজ্জায় পরিপাট্য দেখা যায়। চার কোনে চারিটি সামাদান জ্বলছে। উপরে ঝাড়-বাতি। তাকিয়া-গের্দা চারিদিকে সাজানো। কক্ষের দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন একটি বারান্দা। এইখানে তাতারী কক্ষের ভেতরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরিধানে পাজামা পিরহান।

বাগান থেকে ফুলের খোশ্‌বু এই কামরা পর্য্যন্ত ধাওয়া করে। তবু মাঝে মাঝে দ্রাক্ষারস-সৌরভের কাছে পেছিয়ে যেতে হয়। তিন চার জন শাকী জাম্‌ ও পেয়ালা হাতে প্রতীক্ষমান।

হারুন। তাতারী।

তাতারী। আলম্পানা

হারুন। ওখানে কেন? আজ আমরা তোমার মেহ্‌মান। এই ছাখো, কত শরীফ মানুষ এসেছে তোমার বাগিচায়। আবু নওয়াস, আবুল আতাহিয়া, আবু ইস্‌হাক। এদের যেমন দরবারে তেমি নিজের মাকানে পাওয়া নসীবের কথা। তুমি ভুলে যাও না কেন তুমি আর গোলাম নও। এস, এসো।

তাতারী। জাঁহাপানা——

হারুন। খানাপিনা যথেষ্ট হোয়েছে। আবু নওয়াস ত আর মাটীতে পা ফেল্‌বে না। কি বলো আতাহিয়া?

আতাহিয়া। জাঁহাপানা, আবু নওয়াস সব সময় মাথায় হাঁটে। ও আর কখনই বা পা ব্যবহার করে।

হারুন। কিন্তু আজ কদম টলটল-মান।

আতাহিয়া। জাঁহাপানা, ওর খোঁয়ারী এসে গেছে। এই নওয়াস?

নওয়াস। জী।

আতাহিয়া। ঘুমোচ্ছ কেন? হাসি শুনবে না।

নওয়াস। আতাহিয়া, তুমি আমার লেজ ছাড়া আর কিছু নও। কিন্তু দুম্বার লেজ বেজায় ভারী।

আতাহিয়া। আমিরুল মুমেনীন, আপনি সাক্ষী থাকুন। নিজের মুখে স্বীকার করেছে, আবু নওয়াস একটা দুম্বা।

নওয়াস। আতাহিয়া, হুজুরের সাম্‌নে বেয়াদবী করো না। তুমি তা হ'লে মেনে নিচ্ছো, তুমি একটা লেজ।

আতাহিয়া। তুমি দুম্বা হোলে, আমার লেজ হোতে আপত্তি নেই।

নওয়াস। দু.....ম্‌.....বা.....লেজ। দুম্‌ বা লেজ।

আতাহিয়া। আবু নওয়াস, তোমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

হারুন। থামো দুই জনে। তোমাদের কবিদের সঙ্গ মাঝে মাঝে আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করে তোলে। খালি কথা আর কথা। তাতারী, এরা এসেছে তোমার হাসি শুনতে। একবার সেই হাসি—বিশ্বজয়ী হাসি——শুনিয়ে দাও ত। এই নওয়াস——

নওয়াস। জাঁহাপানা।

হারুন। চোখ খোলো।

নওয়াস। আস্‌সামায়ো তায়াতান।

হারুন। হ্যাঁ, তাতারী, তোমার হাসি শুনিয়ে দাও। কী.....? এখানে লজ্জা পাচ্ছো। বেশ, ঐ বারান্দায় গিয়েই হাসি শুনিয়ে দাও।

তাতারী। জাঁহাপানা।

হারুন। কী বলো।

তাতারী। হাস্‌তে পারছি না, আমিরুল মুমেনীন।

হারুন। তুমি কি আবু নওয়াসের মত পানীতে ডুবে আছো?

তাতারী। না, জাঁহাপানা। আপনি দেখেছেন, ও পানী আমি স্পর্শ করি না।

হারুন। তবে হাস্‌বে না যে।

তাতারী। আলম্পানা, হাসি আস্‌ছে না।

হারুন। আবু ইস্‌হাক এ-কে হাসির দাওয়াই দাও।

ইস্‌হাক। জাঁহাপানা, ও এখুনি হাস্‌বে। এ-ই হাসো ত হে।

তাতারী। হাসতে পারছি না, জনাব আবু নওয়াস।

হারুন। আমি খোদ আমিরুল মুমেনীন হুকুম দিচ্ছি, তুমি হাসো। তোমার হাসি আমরা শুন্‌তে চাই। হাসি শোনার জন্যে এদের ডেকে এনেছি। বেইজ্জৎ হ'ব?

সময়ের ভারের কাছে হিমালয় পরাজয় স্বীকার করে। এখানে মহাকাল স্বয়ং অনড়। সকলের নিঃশ্বাস ভারী। কামরায় সকলে নিস্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি একজনের দুই ঠোঁটের উপর নিবদ্ধ। কাল হয়ত এখানেই থেমে থাক্‌ত, যদি না হারুনর রশীদ হঠাৎ গর্জ্জে উঠতেন।

হারুন। হাসো।.....কি এখনও হাস্‌ছো না।

তাতারী। জাঁহাপানা।

হারুন। আমাকে বহু মানুষ জাঁহাপানা বলে, তোমার কাছ থেকে ও ডাক শুন্‌তে চাই না। আমি শুন্‌তে চাই হাসি।

তাতারী। জাঁহাপানা.....

হারুন। বুজেছি। তুমি হাসবে না। তুমি আমাকে বন্ধুদের সাম্‌নে বেইজ্জৎ করতে চাও। ম্‌শরুর.....

ম্‌শরুর। জাঁহাপানা, এই নাফরমান বান্দার গর্দ্দান এখন-ই দু-টুকরা করেন।

আতাহিয়া। জাঁহাপানা.....

হারুন। কি আবুল আতাহিয়া, তুমি আবার কি বলতে চাও!

আতাহিয়া। জিল্লুল্লাহ্‌, এখনই ওর সাজা দেবেন না।

হারুন। কেন?

আতাহিয়া। আলম্পানা, কারণ— এত খানাপিনা আর গান্-বাজনা আর হাসির পর, একদা-গোলামের হাসি না শুন্লেও চলবে।

হারুন। আতাহিয়া, তুমি চুপ্ করো। ম্শরুর—

ম্শরুর। জাঁহাপানা—

হারুন। তল্ওয়ার খোলো। দেরী করছ কেন?

নওয়াস। আলম্পানা, আলম্পানা····· আমি কবি আপনি জানেন। নাফরমানের গর্দান নেওয়া উচিত। কিন্তু এর অপরাধ কতটুকু বিচার করে দেখা হোক্। ও হাস্ছে না। কিন্তু হাসির জন্য ওয়াক্ত্ লাগে, যেমন নামাজের প্রয়োজন হয়।

হারুন। আবু নওয়াস, তোমার কবিত্বের খোর্মা এখন গাছে ঝুলিয়ে রাখো। ওয়াক্ত্ লাগে?

আতাহিয়া। হাঁ, জাঁহাপানা। সব সময় হাসি আসে না।

নওয়াস। আমি ত আপনাকে, নুরুল্লাহ্, আগেই বলেছি, উপাদান লাগে।

হারুন। আবু নওয়াস, তুমি তা হোলে হুঁসে আছো।

নওয়াস। আলম্পানা, হুঁসে থাকার জন্যই আমি বেহুঁস হই। আল্ খামারো লী কামারান্। সুরা আমার কাছে আকাশের চাঁদ।

হারুন। কি বল্তে চাও তুমি, আবু নওয়াস। সাফ্-সাফ্ বলো।

নওয়াস। আস্সামায়ো তায়াতান। হুজুর, দুনিয়ায় কত দাঙ্গাহাঙ্গামা খুন-খারাবী, ঝগড়া কোন্দল লোভ মোহ মাৎসর্য্য। এ সব কি দেখা যায় চোখে? বেহুঁস থাকাই ভাল। আমার ওই হুঁস আছে বলেই আমি বেহুঁস থাক্তে চাই। আর যাদের সে-হুঁস নেই অর্থাৎ যারা বেহুঁস—তারা হুঁসে থাকে। অর্থাৎ ——মোদ্দা কথা, যারা বেহুঁস তারা হুঁসে থাকে, আর যারা হুঁসে থাকে তারা বেহুঁস। দুনিয়ার তাবৎ লড়াইবাজ্ দাঙ্গাবাজ ফেরেববাজ্ আওরৎবাজ ঘোড়াবাজ্ মরদ্বাজ নিজেদের ভয়ানক হুঁসিয়ার মনে করে।

হারুন। নওয়াস, তুমি যে কী বলছ, আমার-ও বোঝার সাধ্য নেই। মরদ-বাজ আবার কি, আর গুলো থোড়াবহুৎ বুঝি।

নওয়াস। আলম্পানা, সেই লুৎ আলায়হেস্ সালামের জমানায়——

[ সকলে। হা-হ্-হা-হ্-হা।
হা-হ্-হা-হ্-হা-হ্ ]

হারুন। আবুল আতাহিয়া, তোমাদের মত কবি এবং বাদক সঙ্গে থাকলে আর খেলাফৎ চল্‌বে না। মশ্‌রুর, তোমার তলওার নামাও। কিন্তু মনে রেখো, তাতারী, তোমাকে যা' দিয়েছি, তা আর কেউ পেলে আবার আমার গোলাম হোতে চাইত। এত বাগ্‌বাগিচা বান্দী গোলাম ধনদৌলত। খবরদার আর নেমক-হারামীর অপবাদ নিজের মাথায় ঢাল্‌বে না। আজ তোমাকে মাফ করলাম। কয়েকদিন পর আবার আস্‌ছি, তোমার হাসি আমরা শুন্‌ব। মনে রেখো...।

## ॥ তের ॥

কাল রাত্রি। মজ্‌কুর জায়গা পরিচিত বাগিচা। ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা গেল। অনেক্ষণ। হয়ত কয়েক শতাব্দী। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সময়ের পাখ্‌না ছিঁড়ে যায়। শতাব্দী মুহূর্তের মধ্যে গুহায়িত হয়।

ঘুঙুরের আওয়াজ থেমে গেল। তারপর রুম্‌ঝুম রিনিঠিনি রব ওঠে। সে শুধু পা-ফেলার অনুষঙ্গ হিসেবে। যেই পায়ে ঘুঙুর এতক্ষণ মুখর ছিল, সেই যুগল চরন এখন হাঁটার কাজে নিয়োজিত।

রুম্‌ঝুম্‌...রুমঝুম··· রিনিঠিনি··· হঠাৎ সেই শব্দও নির্ব্বাপিত।

তাতারী হঠাৎ চকিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলে "তুমি কে···তুমি কে? কে তোমাকে এখানে পাঠালে?"

—জনাব তাতারী, বান্দী-কে মাফ করবেন আমার নাম বুসায়না। আমাকে আমিরুল মুমেনীন পাঠিয়েছেন।

তাতারী। তুমি কে?

বুসায়না। আমার নাম বগ্‌দাদে জানে না, এমন ইন্‌সান ত কম আছে। আমি রোক্কাসা (নর্তকী) বুসায়না।

তাতারী। কি চাও?

বুসায়না। খলিফার হুকুম, আমি যেন আপনার খেদমৎ করতে পারি।

তাতারী। বুসায়না, খেদ্‌মতের জন্য এখানে বহু বান্দা-বান্দী আছে।

বুসায়না। কিন্তু তারা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে না। আপনার মুখের হাসি কে যেন কেড়ে নিয়েছে। আমি এসেছি আপনার মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে।

তাতারী। বুসায়না, তাই কী তোমার এই লেবাস?

বুসায়না। কি দেখ্‌লেন, জনাব?

তাতারী। লেবাস দেহ-আবরনের জন্য। তোমার লেবাস দেহ উলঙ্গার্থে। এর সাহায্যে তুমি আমাকে আনন্দ দেবে ?

বুসায়না। জনাব, রোক্কাসা আপনাকে জাগিয়ে তুলবে।

তাতারী। তার চেয়ে তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যাও, বুসায়না। তোমার মেহেরবানী কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার চোখে আর ঘুম নেই। ঘুমের ঘোরে থাকি। কিন্তু শিরা-উপশিরা বিশ্রাম নিতে পারে না। কণ্টক-মুকুট মাথায় হজরৎ ঈসা অমর। আমার কণ্টক-শয্যা আমাকে কি দেবে ?

বুসায়না। খলিফা সেই জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার এই কালো ঠোঁট বর্ষার কালো মেঘের মত। ও-তে চুম্বনের বিদ্যুৎ-ই শুধু শোভা পায়।

তাতারী। না। সরে যাও, বুসায়না। তুমি আমাকে বেইজ্জৎ করতে এগিয়ো না।

বুসায়না। বান্দীর গোনা' মাফ করবেন, জনাব।

তাতারী। তুনি আমার পাশ থেকে সরে ঐ দিওয়ানে বসো।

বুসায়না। কেন ?

তাতারী। তুমি আমাকে আনন্দ দিতে পারবেনা।

বুসায়না। সমস্ত বগদাদ শহর বুসায়নার পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর আপনার মুখে এই কথা ?

তাতারী। আনন্দের উপকরণ তোমার কাছে নেই।

বুসায়না। কেন নেই ?

তাতারী। মানবীর যৌবন-ই কি যথেষ্ট ? তা-হোলে জননী রূপে সে কিরূপে মর্য্যাদা পায়। ও কি ? তোমার সদ্‌রিয়া খুলে ফেলছ। কেন ? জানো, জননীর খোলা স্তনপান বহুদিন আমি করেছি। বুঝলাম, তোমার তূণে আদিম কয়েকটা শর আছে মাত্র।

বুসায়না। জনাব, এগিয়ে আসুন। নত-জানু এক নারী আপনাকে আহ্বান দিচ্ছে। আমার এই যৌবন-কে আপনি বেইজ্জৎ করবেন না।

তাতারী। বুসায়না, তুমি ত মোড়-জানু। অঙ্গসন্ধিক্ষণে আনন্দ-আহরণ আমার কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়—জন্তুদের কাছে-ও না। আমি মানুষ। আমার মন প্রয়োজন হয়!

বুসায়না। সে-মন এখন প্রয়োজন নয় কেন?

তাতারী। বুসায়না, সময়-ও মানুষের সৃষ্টি। মানুষ আছে বলেই সময় আছে। সময়ের-ও প্রয়োজন হয়।

বুসায়না। সে-সময় এখন নয়?

তাতারী। না। তোমার খোলা বুক ওড়নায় ঢাকো। নারীর বিবসনা হও'ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে-কেবল প্রেমে। নারীর নির্লজ্জ হও'ার অধিকার আছে। তা-ও শুধু প্রেমে। একটী মানুষ যার সান্নিধ্যে তার অস্তিত্ব অর্থবান হয়——তেমন মানুষের জন্যে। জমিন-দরদী দেহ্কান (চাষী) যেমন নহরের পানী নিজের জমির জন্য বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখে, প্রেমিক-নারী তেমনই সমস্ত লজ্জাসঙ্কোচ একটি হৃদয়ের জন্য সঞ্চিত রাখে। তোমার দেহের দিকে তাকাও। ও ত সওদাগরের দোকান, লেবাস আর জেওরে (অলঙ্কার) ঠাসা। দীরহাম দিলেই পাওয়া যায়। নারীর মূল্য অত সস্তা নয়——যে নারী, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির শিশু-কে পৃথিবীতে আমন্ত্রন দিয়ে আনে——যে-নারী শাশ্বত মানবতার জননী——বসুন্ধরার অনন্ত অঙ্গীকার, সে অত সস্তা হয় না, বুসায়না। তুমি ভুল ঠিকানায় এসেছো। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তারাও পৃথিবীর ঠিকানা জানে না।

বুসায়না। আমাকে আপনি বেইজ্জৎ করবেন না।

তাতারী। না বুসায়না। প্রতিদিন কিছু দীরহাম ছুঁড়ে ফেলে, যারা তোমাকে বেইজ্জৎ করে, আমি তাদের মত তোমাদের অসম্মান করতে শিখিনি। আমি গোলাম। দীরহাম দিয়ে সব কিছু কেনার পাগ্লামি থেকে অন্ততঃ আল্লা আমাকে রেহাই দিয়েছেন।

বুসায়না। না, জনাব। আপনি গোলাম নন! অতীতের কথা ভুলে যান। আপনি আমাকে ইজ্জৎ-আব্রু-ই দিয়েছেন। কিন্তু তার বদৌলত .....

তাতারী। কাঁদছো কেন, বুসায়না। কারো চোখের পানী——আর সে-পানী যদি শিশু কি আওরতের হয়, আমি সহ্য করতে পারি না। কাঁদছো কেন?

বুসায়না। জনাব.....

তাতারী। কি বলো।

বুসায়না। জনাব, বুসায়নার পায়ের তলায় বগ্‌দাদের আমির-ওমরাদের ফরজন্দ্‌রা কত চোখের পানী ফেলে যায়, দরবারের ষড়যন্ত্র, ঈর্ষা, দব্‌দবা-লোভে-থাকা, বিবি-ক্লান্ত কত রঈস বুসায়নার পয়জারে হাঁফ ছাড়তে আসে——সেই রোক্কাসা আজ কাঁদছে। কাঁদছি না হাস্‌ছি।

তাতারী। কিন্তু হাসি তোমাকে প্রতারণা করছে।

বুসায়না। কাঁদছি। হাঁ কাঁদছি। কারণ, এই বয়সে ধন-দৌলতের আলবুরুজে উঠে, কেউ মৃত্যু চেখে দেখতে চায় না।

তাতারী। মৃত্যু?

বুসায়না। হ্যাঁ মৃত্যু। কাল ফজরে, আপনার বাগিচায় আমি কতল হোয়ে যাব। মশ্‌রুরের তলওয়ারের তেজ একটি নারীর হল্‌কুম (গ্রীবা) ছেদে অপরাগ তা উন্মাদও বিশ্বাস করবে না।

তাতারী। কিন্তু মশ্‌রুর তোমাকে কতল করবে কেন?

বুসায়না। খলিফার হুকুম। আমিরুল মুমেনীন বলেছেন, আমি যদি আপনার খেদমৎ করতে না পারি, ফজরে আমার গর্দান যাবে।

তাতারী। তুমি এই বাজি ধরলে কেন।

বুসায়না। আত্মবিশ্বাস ছিল। সমস্ত বগ্‌দাদ আজ লোভের দরিয়া। এখানে কে শুক্ থাকতে পারে? শান্‌শওক্‌ত দব্‌দবা তারই

শীকার সমস্ত মানুষ। তারা কোনদিন মানুষ ছিল ভুলে গেছে। আমি ত বগ্‌দাদের বাসিন্দা। আমি আর নতুন কি হ'ব? তাই আত্মবিশ্বাস ছিল। আর থাকবে না বা কেন? কত আমির-ওমরা দেখ্‌লাম। কাঁচা দীরহাম আর কাঁচা গোস্‌তের খরিদ্দার। কত জন-কে ফতে করলাম। তার জন্য ইলেম লাগে না, সাধনা লাগে না—একটু হাসি একটু লেবাস এদিক-ওদিক। ধন-দৌলত বিনা মেহনতে আসে। এখানেও বিনা মেহনৎ। শুধু জয় আর জয়। বাজি ধরে-ছিলাম। হেরে গেছি। কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) দেব বৈ কি। আর কাঁদব না।

তাতারী। কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দেব না।

বুসায়না। কেন?

তাতারী। তুমি মহিয়ষী নারী। হয়ত বাঁচার খাতিরে বগ্‌দাদের ঐ দরিয়ায় ডুব দিয়েছিলে। কিন্তু সামান্য ভাস্‌মান কাঠের টুক্‌রো দেখে তুমি মাটির মানুষ ডাঙায় ওঠার চেষ্টা পাচ্ছো। তোমাকে মরতে দেও'া পাপ।

বুসায়না। কিন্তু কে আমাকে বাঁচাবে? আপনাকে আর বেইজ্জৎ করতে পারব না।

তাতারী। সেই জন্যেই ত সোজা উপায় পেয়ে গেছি।

বুসায়না। সোজা?

তাতারী। হ্যাঁ বুসায়না, তুমিও আমার মত আত্মার ব্যাধি-গ্রস্ত। ঐ দেও'ালে তলওার লট্‌কানো—আমাকে কতল করো। এ-জায়গা আমার কাছে অসহ্য, শ্বাসরোধী।

বুসায়না। তা-হোলে পালিয়ে যান্ না কেন। আপনি ত গোলাম নন।

তাতারী। হাহ্‌ হা, বুসায়না। এই ধন-দৌলত দেখে সেই রাতে ভুলে ছিলাম। পরে সব বুঝে ভাব্‌লাম, পালাই। বাদ মগ্‌রেব

শহরের ফটক থেকে বেরুতে যাব, দেখ্‌লাম শান্ত্রী। বল্‌লে, এই শহরের বাইরে যেতে পারবেন না, জনাব। খলিফার হুকুম। আমি কেমন স্বাধীন, বুঝেছো বুসায়না। এই বান্দী বান্দা-মুজরানী ইমারতের মধ্যে আমি স্বাধীন। একটা মোরগ-কে কতগুলো মুর্গীর সঙ্গে খুল্লার মধ্যে রেখে দেওয়ার মত। তোমার মেহেরবানী আমি কেয়ামত-ওক্‌, রোজ হাশরের দিন পর্য্যন্ত ভুল্‌তে পারব না। আমাকে কতল করো। এই নাও তলওার।

বুসায়না। না, বেরাদর। আপনাকে মরতে দিতে পারব না। বগ্‌দাদের সাহারার মধ্যে এই একটি ওয়েশীশ আমি পেয়েছি, তা নাস্তানাবুদ করতে পারব না।

তাতারী। তবে ?

বুসায়না। সব মাথায় পেতে নেব। কত কালিমা ত সারা জীবন বইলাম। খুনেই তা সাফ হোতে পারে। আসুক মশ্‌রুর তার জন্য অপেক্ষা করব।

তাতারী। না, বুসায়না। জীবন অনেক মূল্যবান। তা-ই আত্মহত্যা করিনি। আত্মহত্যা ভীরু বুজ্‌দীলের কাজ। মানুষ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে পিছু হটে না ; জন্তুরা যেমন লেজ গুটিয়ে পালায়, তেমন পালায় না। কিন্তু বুসায়না, তোমার আত্মার সন্ধান আমি পেয়েছি। তুমি এখান থেকে যেওো না। আমি কাল ফজরে জবাব দেব, হয়ত মুখ হাসি-শূন্য। কিন্তু জবাব দেব আমি। মশ্‌রুর .....। একি, বুসায়না কোথায় গেল ?.....মোহাফেজ .....মোহাফেজ.....

মোহাফেজ। জনাব।

তাতারী। বুসায়না কোথায় গেল ?

মোহাফেজ। এই ত এখানে ছিল।

তাতারী। দ্যাখো, কোথায় গেল। ওর পায়ে ঘুঙুর আছে। যেখানে যাবে, বাজ্‌বে।

মোহাফেজ। ঘুঙুর? ঐ ত পড়ে আছে গালিচার উপর।

তাতারী। কখন খুল্‌ল, আশ্চর্য। যাও, ওর খোঁজ করে, আমার কাছে নিয়ে এসো।

মোহাফেজ। যো হুকুম, হুজুর।

## ॥ চৌদ্দ ॥

সরাইখানায় তারা গজল শুনছিল ঃ

কত দূর থেকে আসে লু-হাও'র তীর।
সে কি তোমার নিঃশ্বাস শাকী,
আমার কদমে জিঞ্জির ।।
কত আমির তোমার উমেদ্‌ওয়ার
এ-দীল সঙ্গে-সার বেকারার
সুমসাম রাতে আহাজারী সার,
পাথরে কুটা ফুটা শির ।।
আমার কদমে জিঞ্জির ।।

রুবাবের আওয়াজ শুধু এই কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতার আমেজ ছুঁইয়ে যায়। বগ্‌দাদের সরাইখানা অন্ধকার। গায়ক হয়ত আদেশ দিয়েছিল আলো নিভিয়ে দিতে।

গজল অনেক্ষণ ধরে চল্‌তে থাকে। যেন আজ আর শেষই হবে না। শ্রোতারা বুঁদ। বিরহীর আর্তনাদ সকলের বুকে জারিয়ে গেছে। এখানে সবাই প্রেমিক। ঝাপসা অন্ধকারে শুধু বহু মানুষের মাথা আন্দাজ করা যায়।

হঠাৎ একজন হো হো শব্দে চতুর্দ্দিকে সচকিত করে হেসে উঠল। আসরে ফাটল দেখা দেয়, তাই বহু শ্রোতাই বিরক্ত!

সত্যি গায়কের গজল থেমে গেল পরিবেশ মোতাবেক! তার কণ্ঠ থেকে আর রাগ বেরোয় না——যা' রাগিনীর পুরুষ-রূপ। গোস্বা-ধৃত তার গলার আওয়াজ।

—আবুল আতাহিয়া, বেয়াদবের মত হাস্‌ছো কেন?

—আবু নওয়াস, মাথায় জমজমের ঠাণ্ডা পানি ঢালো।

নওয়াস। এমন গজলটা ধরেছিলাম। সব জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলে।

আতাহিয়া। তার মালিক ত স্রেফ আল্লা। আমি ত বান্দা।

নওয়াস। তোমার এমন আক্কেল ব'লেই ত, তেম্নি কবিতা লেখো।

আতাহিয়া। তোমার আক্কেল আছে, স্মৃতিশক্তি আছে?

নওয়াস। আল্লা মাথার খুলিটা এখনও শূন্য করে নেননি।

আতাহিয়া। নিয়েছে। টের পাওনি।

নওয়াস। স্থাখো এখনই লড়াই বেধে যাবে।

আতাহিয়া। তা ত বাধবেই। নাদান-কে নাদান বল্‌লেই, তার গলা থেকে গান বেরোয় না।

নওয়াস। আমি নাদান?

আতাহিয়া। প্রায়। পুরো নয়। সেদিন যে বল্‌লে, তুমি জীবনের কবি, জীবনের গান গাও, আর আমি মৃত্যুর কবি, নিরাশাবাদী অগয়রহ আরো কি কি বল্‌লে। আজ তুমি কি গজল গাইছ?

নওয়াস। উঃ, আবুল আতাহিয়া। তোমার মাথার খুলিটা হেকিম-কে দিয়ে একবার দেখিয়ে নাও। ওটা খালি হোয়ে গেছে, টের পাওনি।

আতাহিয়া। এই বুঝি জীবনের গান?

নওয়াস। বিরহে দুঃখ আছে। দুঃখ কি জীবনে আসে না? এ তে জীবন-বহির্ভূত কি দেখ্‌লে?

আতাহিয়া। মৃত্যু কি জীবনে আসে না?

নওয়াস। আসে। সে একবার মাত্র। তা নিয়ে হাজার বার নাকি-কান্না কাঁদতে হবে নাকি, তুমি যা করো?

আতাহিয়া। নওয়াস, দুঃখের গান গাওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে। আজ তুমি যে বিরহের গান গাইলে এমন মজা আর কোনদিন পাইনি। তোমার কবিতা ফিকে লাগে এর কাছে।

নওয়াস। আবুল আতাহিয়া, ভুল করো না। দুঃখ আর মৃত্যু এক জিনিষ নয়। দুঃখের গান গাই দুঃখ-কে দূর করার জন্যে, দুঃখের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারব তার জন্যে। যারা এই জীবন জীইয়ে তুলতে পারে না, তারা কবিতা লেখে শকুনদের জন্য। পারশীরা শকুনের কাছে যেমন মড়া ফেলে দেয়, ওই কবিরা তেমন কবিতা ছুঁড়ে দেয় পাঠকদের জন্যে। আজান দিয়ে মুসল্লী ডাকে, তুমি কবিতা দিয়ে মানুষ ডাকার বন্দোবস্ত করো। তুমি——

আতাহিয়া। থামো, থামো। এলাম দু-দণ্ড মওজ করতে, তুমি কি যে কচ্‌কচ্‌ শুরু করে দিলে—তৌবাস্তাগ্‌ফেরুল্লা।

নওয়াস। শয়তান তোমার কাছাকাছি থাকে কি না, তাই তোমার বার বার আস্তাগ্‌ফেরুল্লা পড়তে হয়।

আতাহিয়া। হাহ্‌ হা, আমি ত শয়তানের কাছেই বসে আছি, ঠিক বলেছো।

নওয়াস। শয়তান-ই বিশ্বসৃষ্টির আগে প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োগ-সাধন করেছিল। সেই যুক্তিই মানুষের সভ্যতার উন্নতির অন্যতম বড় উপাদান। মনে রেখো, আবুল আতাহিয়া। মাঝে মাঝে শয়তানেই হয়ত আসল মনুষ্যত্বের সূচনা ঘটে।

আতাহিয়া। শয়তানের যুক্তি দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

নওয়াস। আতাহিয়া, যুক্তির পেছনে কি থাকে জানো?

আতাহিয়া। না। তা তোমার জানার কথা নয়।

নওয়াস। যুক্তির পেছনে থাকে মুক্তির স্বপ্ন। এই মুক্তির স্বপ্নই মানুষ-কে মানুষ বানায়। আমি তাই দুনিয়ার তামাসা ভাল করে দেখি।

আতাহিয়া। তুমি পাকা ইব্‌লিশ। আমি আকাশের দিকে তাকাই।

নওয়াস। শকুনেরা অনেক উপরে ওঠে। কিন্তু চোখ্‌টা ঠিক ভাগাড়ের দিকেই থাকে।

আতাহিয়া। নওয়াস, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা দায়। কারণ, চোর আর ছেনাল কারচুপিতে খুব দড়।

নওয়াস। আতাহিয়া, আজ কষে গালাগাল দাও। আমি আজ মওজে আছি। আমার আর এক মজ্‌লিস বাকী আছে।

আতাহিয়া। তোমার সঙ্গে আজ আর রাত কাটাচ্ছি না।

নওয়াস। নীরস তুমি। মওজ দেখ্‌লে তোমার দীল বাতাসে কাঁপে। কিন্তু, বন্ধু, জীবন-কে খুঁজে পেতে হাটে হাটে ঘুরতে হয়।

আতাহিয়া। কিন্তু তুমি যে শুধু রূপের হাটে ঘুরে বেড়াও।

নওয়াস। রূপের হাট-ই আসল হাট। মানুষ যদি তা না আবিষ্কার করত, এই দুনিয়ায় বাঁচার আর কোন মজা থাকত না। ফুল ত বনে ফোটে। কিন্তু তা-কে আমরা সাজিয়ে ফোটাতে চাই। তাই বাগান করি। রূপের নেশা থেকেই কাজের উৎপত্তি অথবা কাজ থেকে রূপের নেশার উৎপত্তি---আর কাজই সমস্ত সংসার-কে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার মত নির্কর্মারা আকাশের দিকে তাকায়। কাজে আর রূপে মিতালি পাতিয়েই ত ইন্‌সান এগোচ্ছে। যখন আর ওই দুই খোঁট একত্রে মেলাতে পারে না, তখনই মানুষ হয় ইব্‌লিশ। মুনাফেকীর (ভণ্ডামি) জন্ম সেইখানে।

আতাহিয়া। কিন্তু নওয়াস, জাহেলী (অজ্ঞতা) থেকেও ত মুনাফেকীর জন্ম হোতে পারে।

নওয়াস। তা হয়। কিন্তু জাহেলী ত একটা তাসীর (ফল); তুমি কেমন মা-বাপ-ইয়ার-দোস্ত-মুল্লুকে মানুষ, তার উপর-ও অনেকটা নির্ভর করে।

আতাহিয়া। কিন্তু, এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?

নওয়াস। কেন?

আতাহিয়া। এলাম, দু-দণ্ড মওজ করব। তুমি পান করবে, আমি গান শুন্‌ব। সে-জায়গায় এসব কি শুরু করলে?

নওয়াস। রুহ্-সাফা (আত্মা-পরিষ্কার) পানী ত তোমার জঠরে যায় না, তাই আমার জায়গাটা তোমার ঠিকানা মত নয়।

আতাহিয়া। না, ইয়ার। আবার গজল গাও।

নওয়াস। কিন্তু গজল আর জম্‌বে না।

অতাহিয়া। কেন?

নওয়াস। কল্পনার বোররাকে (স্বর্গীয় বাহন) চড়ে, তুমি দুনিয়ার তাবৎ সুল্‌তানার (রানী) সঙ্গে 'জেনা' ব্যভিচার করতে পারো, আর এ খাহেস-ও স্বাভাবিক। কিন্তু মাটির উপর পড়লে, বিবির-ও মত নিতে হয়।

আতাহিয়া। লা-হাওলা, লা-হাওলা……

নওয়াস। সত্যি।

আতাহিয়া। কিন্তু আমি বল্‌ছি, তোমার কল্পনা যদি ভেঙে থাকে, জোড়া দাও।

নওয়াস। তা আর সম্ভব নয়।

আতাহিয়া। সম্ভব। বাজি রাখো।

নওয়াস। স্থাখো, আবুল আতাহিয়া, তুমি আর যাই করো আমার সঙ্গে বাজি ধরো না। খোদ্ আমিরুল মুমেনীন আমার সঙ্গে বাজি ধরে প্রায় হারতে বসছেন।

আতাহিয়া। তোমার সঙ্গে বাজি?

নওয়াস। তারই ফয়সালা আছে কাল। পরে সব শুন্‌বে। আজ থাক্ চলো ওঠা যাক্।

আতাহিয়া। আবু নওয়াস, বগ্‌দাদ তোমাকে চেনে না, তাই তোমার বদ্‌নাম।

নওয়াস। বন্ধু, মহাপুরুষদের অনেক দেরীতে চেনা যায়। চল্লিশ বৎসর লেগে গিয়েছিল হজরৎ মোহম্মেদ (দঃ-কে জান্‌তে। তাই বলে আমি একটা বিশেষ কিছু——তা মনে করো না। এক দেশে বাদ্‌শার নাম ছিল হবু। মন্ত্রীর নাম গবু। মহাপুরুষেরা নবুয়ৎ (নবীত্ব) পায়, আমি এবার গবুয়ৎ পেয়ে যাব।

আতাহিয়া। হা-হ-হা, আবুনওয়াস। তোমাকে ঠিক মত বুঝি না, তবু বুকে বুক মিলাতে ইচ্ছা করে।

নওয়াস। খবরদার। এর নাম বুৎ-পরস্তি——প্রতিমা-পূজা। ও মানুষ-কে জাহান্নামে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ধ্বংসের পথে। বুঝ্‌বে, তবে বুকে বুক মিলাবে। সব জিনিষ তুমি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করবে, নচেৎ তুমিও বুৎ-পরস্ত (প্রতিমা-পূজক)——সে তুমি মুসলমানই হও আর ইহুদীই হও। না, আর কথা না। ওহে সরাইওয়ালা, তোমার শরাবের দাম কাল নিও।

সরাইওয়ালা। আচ্ছা, জনাব। আস্‌সালামো আলায়কুম।

উভয়ে। আলায়কুম আস্‌সালাম।

## ।। পনর ।।

বেগম জুবায়দা দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখান থেকে একদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল মেহেরজান। বাগানে তেমনই অন্ধকার। সাদা পাথরের রাস্তা হয়ত কিছুটা আভাস দিয়ে যায়। হয়ত মেহেরজান এই পথেই আবার ফিরে আস্‌বে। মালে গনীমতের মধ্যে এমন উপহার পাওয়া যায়? কথাটা একবার বেগমের মনে জাগল। তিনি পায়চারী করতে লাগলেন।

কালো বোরখা-পরিহিতা এক নারী হঠাৎ পেছন থেকে তাঁকে ডাক দিল ফিসফিস কণ্ঠে।

—বেগম সাহেবা।

—কে তুতী?

—জী, বেগম সাহেবা।

তুতী মহলের ক্রীতদাসী। বোরখা খুলে ফেলেছে সে ততক্ষনে।

—কোন খবর পেলি?

—না, বেগম সাহেবা। এই বিরাট মহল। যেখানে শত শত গোলাম আর বাঁন্দী, সেখানে খবর পাওয়া মুসকিল।

—আমি ত আর কিছু চাইনে। কেমন আছে, এইটুকু খবর পেলেই খুশী।

—বেগম সাহেবা, আপনি ওকে বড় ভাল বাসতেন।

—তা ত বাসতাম। পরের দুঃখ মুছে নিতে পারলে রুহে কত যে শান্তি, তা যদি মানুষ জান্‌ত।

—বেগম সাহেবা, আপনি ফেরেশ্‌তা। বেহেশ্‌তের হুর দুনিয়ায় এসেছেন।

—যা, কি যে সব বলিস। পানীর জন্য মানুষের কত কষ্ট। আমি একটা নহর কাটাব ঠিক করেছি।

—বেগম সাহেবা, সবাই আল্লার কাছে হাত তুলে আপনার জন্যে দোয়া মাঙবে।

—তুই মেহেরজানের খবর আন্‌তে পারলি না।

--বেগম সাহেবা, এই মহলের ব্যাপার ত আপনি জানেন। এখানে কেউ কাউ-কে বিশ্বাস করে না। সকলে যে-যার স্বার্থ নিয়ে আছে। মেহেরজান·····এখানে না-ও থাকতে পারে।

—হুঁ।

—তুই যা'। খবরদার, এ-খবর কেউ না জানে।

—খোদার কসম, বেগম সাহেবা। আপনি মায়ের সমান। আমার কাছ থেকে কোন খবর আল্লার ফেরেশ্‌তা পর্যন্ত বের করতে পারবে না।

তুতী চলে গেল।

বেগম সাহেবা দাঁড়িয়ে রইলেন খাম্বার মতই অনড়। উৎকর্ণ। বাতাসের ঈষৎ শব্দ তাঁকে উচ্চকিত করে তোলে।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মেহেরজান। তা-কে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তার এক মাত্র দুশ্‌মন দুরন্ত যৌবন। সেই যা ভয়। নচেৎ এমন নিভাঁজ অন্ধকারেই ত সে ফিরে আস্‌বে।

বেগম জুবায়দা বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন।

## ।। ষোল ।।

মোহাফেজ এবং হারুনর রশীদ।

—মোহাফেজ।

—আমিরুল মুমেনীন, আমি মোহাফেজ আপনার বান্দা।

হারুন। গোলাম তাতারীর খবর কী? গোলাম এবার হাসছে?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপানা।

হারুন। এত দূর হিম্মাকৎ——আস্পর্দ্ধা।

মোহাফেজ। জাঁহাপানা, গোলাম চুপচাপই থাকে। আহার প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। সে-খবর দিতে আমি আসিনি।

হারুন। তবে তুমি কি খবর নিয়ে এসেছো?

মোহাফেজ। জাঁহাপানা, বুসায়না আত্মহত্যা করেছে।

হারুন। বুসায়না, বুসায়না আত্মহত্যা করেছে!

মোহাফেজ। বাগিচার এক গাছের ডালে ঝুলছিল, আজ বিকেলে দেখা গেল। আমরা কেউ খোঁজই পাইনি।

হারুন। বুসায়না আত্মহত্যা করেছে। না গোলাম তা-কে খুন করেছে?

মোহাফেজ। জাঁহাপানা, সব খবর আমার জানা নেই। কাল রাত্রে তাতারী আমাকে ডেকে বল্‌লে, বুসায়না কোথা গেল খোঁজ করো।

হারুন। বুসায়না, রাত্রে গোলামের কাছে ছিল না?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপানা।

হারুন। মশ্‌রুর, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা।

হারুন। এখনই কোতোয়াল-কে ডাকো। শুনেছো, বুসায়না আত্মহত্যা করেছে।

মশ্‌রুর। এখনই শুন্‌লাম।

হারুন। যাও, কোতোয়াল-কে খুনের তদারক করতে বলো। আমি এখনই বাগিচায় যাব।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়াতান।

হারুন। মোহাফেজ, এতদূর আস্পর্দ্ধা গোলামের। গোলাম-কে আবার গোলাম বানাব। তার দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো করব না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিলে তিলে পশুপক্ষী পোকার খাবার বানাব। হাব্‌সী গোলামের এত সীনার জোর? মোহাফেজ.....

মোহাফেজ। জিল্লুল্লাহ।

হারুন। গোলাম এই খবর জানে?

মোহাফেজ। আলম্পানা, গোলামের কাছে এই খবর যাওয়া মাত্র সে ত পাগলের মত হাউ হাউ কেঁদে উঠল, তারপর দৌড়ে গেল সেই গাছের নীচে। অন্যান্য গোলামের সাহায্যে গাছ থেকে লাশ নামিয়ে সে ত ছাতি-পেটা শুরু করলে, আর হাউ হাউ কান্না। জমিনের উপর কি পট্‌কান খাওয়া। বহেনের জন্যও ত কেউ এমন করে না।

হারুন। তাজ্জব ব্যাপার। মশ্‌রুর ফজরে গিয়ে শুনে এসেছিল, বুসায়না নিজের মাকানে ফিরে গেছে। মাকানে-ও ছিল না।

মোহাফেজ। জাঁহাপানা, গোলাম বুসায়নার গোসলের ব্যবস্থা করছে।

হারুন। কিন্তু সকালে মশ্‌রুর-কে গোলাম বলেছিল, বুসায়না-কে সে জায়গা দেয়নি ঘরে।

মোহাফেজ। আলম্পানা, আল্লা এর মাজেরা জানে।

হারুন। বাগিচায় আর কেউ আছে?

মোহাফেজ। জাঁহাপানা, বগ্‌দাদে বুসায়নার রূপের খ্যাতি কে না শুনেছে। ধনদৌলতের রোশ্‌নাই-ও তার কম নয়। সমস্ত বগ্‌দাদ আজ বাগিচায় ভেঙে পড়ছে। লাশের পাশে পাগলের মত কাঁদছে আপনার গোলাম তাতারী।

হারুন। মশ্‌রুর, কোতোয়াল পাঠিয়ে বাগানের ভিড় হটাও। আমি খোদ যাব।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, এই মোহাফেজ-কে বিদায় দিন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

হারুন। যাও, মোহাফেজ।

মোহাফেজ। আস্‌সালামো আলায়কুম ইয়া আমিরুল মু মনীন।

হারুন। ওয়া আলায়কুম আস্‌সালাম। হ্যাঁ, মশ্‌রুর .....

মশ্‌রুর। জাহাপানা, গোলাম খুন করে ওকে গাছে ঝুলিয়ে দেয় নি ত?

হারুন। নিমকহারাম-কে দিয়ে কি না সম্ভব। গোলাম একটা পাথরের পিণ্ড ছাড়া আর কি। বুসায়না যে ওর কাছে ছিল না, তা-ও সত্য। মোহাফেজের জবানী তার প্রমান। হয়ত বুসায়না বাজি ধরে হেরে গিয়েছিল। তাই তোমার তলওয়ারের ভয়ে গাছে ঝুলেছে।

মশ্‌রুর। ওর মাজেরা ( রহস্য ) আলেমুল গায়েবই জানেন।

হারুন। চলো, সরে-জমিন তদারক করা যাক। কিন্তু তার আগে মশ্‌রুর, সেই বান্দীর বাচ্চা, বান্দীর বাচ্চা-কে কয়েদখানায় নিয়ে যেতে বলো। একদম 'হাবিয়া' কয়েদখানায়। পোকা -মাকড় বিচ্ছুর সঙ্গেই জিন্দেগানী চলার উপযুক্ত ও একটা কমিন'-কমজাত। নওয়াসের কাছে আমাকে বেইজ্জৎ করে ছাড়ছে। এত বেসুমার মালমাত্তার মালিক করে দিলাম। তবু গোলামের বাচ্চা হাস্‌ল না। তবে হাসি আমি আদায় করব।

যাও, মশ্‌রুর। আমার প্রতিটি লফজ যেন ঠিক-ঠিক পালন হয়।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়াতান।

## ॥ সতর ॥

আবু নওয়াস হাঁটছিল।

পাশে দজ্‌লা বয়ে চলেছে। মেঘে গোধূলির ঝিলিমিলি। এখানে শহর থেমে গেছে। বেবহা ময়দানের প্রারম্ভ। মরুভূমির-ই অংশ বিশেষ। তবে এখানে আবাদ আছে। আর আছে খুর্মা গাছের সারি।

নদীর উপর গুফাদারেরা গুফা বেয়ে চলেছে। কোন কোন গুফা বোঝাই তরমুজ, তামাক, কফি। সন্ধ্যার আগে ঝাপ্সা স্তিমিত এই জীবন-লীলার দিকে নওয়াসের কোন লক্ষ্য নেই। বালু-তীর। খালি পায়ে হাঁটার জন্য মনোরম। নওয়াস তাই হাঁটছে। তীরে দজ্‌লার ঢেউ এসে লাগে, কখনও কখনও নওয়াসের পায়ে আছ্‌ড়ে পড়ে। কবি একটু চম্‌কায় মাত্র। তারপর হাঁটতে থাকে। কোন কিছুর দিকে তার আকর্ষণ নেই। উটের কাফেলা চলেছে দূরে দূরে। গোধূলির অন্ধকারে খেজুর বীথির পাশে পাশে এই দৃশ্য অবসর-ভোগীর আশীর্ব্বাদ। কিন্তু নওয়াসের চোখ আজ কোন বস্তুর উপর একাগ্রভাবে বিদ্ধ হয় না। দৃষ্টি স্পর্শ করে, গ্রহন করে না কিছুই।

নওয়াস যেন আজ অনন্তের মুসাফির। তাড়াহুড়া নেই, ক্ষিপ্রতা নেই। আরো—আরো কিছু আছে চোখে দেখার। তাই হঠাৎ একাগ্রতার প্রয়োজন-বোধ লাগে না।

নওয়াস হাঁট্‌ছিল। দজ্‌লা ঈষৎ শান্ত, ঈষৎ নীরব! তবু মানুষের মেহনতের নানা পট ত সাজানো। নওয়াস তা দেখতে প্রস্তুত নয়।

মরুভূমির বুকে কি সে কোন পান্‌শালার খোঁজ পেয়েছে? না, এই বালুর চাঁচর রাজ্যে পানী স্বপ্ন-মাত্র। পানশালা ত বেহেশ্‌ত।

আর শহরের শ্রেষ্ট পান্‌শালা ত সে ছেড়ে এসেছিল গোধূলির আগে।

আকাশে নক্ষত্র ফুটতে থাকে এক এক করে। নওয়াস সেদিকে একবার তাকিয়ে দিগন্তেই কি যেন খুঁজতে লাগল। পানশালার পর নারী নওয়াসের অদিষ্ট। কিন্তু মানবীর কোন প্রয়োজন নেই তার। চাঁদ-সড়কের রোক্কাসাদের উঁচু বুক আজ তাকে বাধা দিতে পারেনি।

হঠাৎ থামল নওয়াস। দজ্‌লার কুলুকুলু-স্বর শুধু তার কানে আসে। আর কোন শব্দ সে কান দিয়ে গ্রহন করতে পারে না।

দিগন্তের দিকে নওয়াসের দুই চোখ—অন্ধকারে যেন প্রশ্নের জবাব খুঁজ্‌ছে। প্রশ্নকারী, উত্তরদাতা উভয়ই সে নিজে।

নওয়াসের দুই ঠোঁটে হঠাৎ মৃদু হাসির আঁচড় দেখা গেল। তারপর বেশ জোরেই হেসে উঠল সে।

আন্দোলিত মন তখন ঠোঁটের কিনারায় প্রতিধ্বনি তোলে: নওয়াস, নওয়াস। আরো হাসো, হাসো। দুনিয়ায় তোমাকে সকলে শরাবী মদ্যপ বলেই জানবে। আর জান্‌বে কবি-রূপে। বল্‌বে, ব্যভিচারী নওয়াস। তোমার কলঙ্কই বেঁচে থাকবে, তোমার অস্তিত্ব থাকবে না। কেউ জান্‌বে না, তুমি কেন কলঙ্কের কালি-বোঝা নিজের মুখে মাথায় তুলে নিয়েছিলে। হাসো, হাসো, নওয়াস।

নওয়াস সত্যি নিজের মনে হাসতে লাগল। তারপর চুপ করে গেল।

গম্ভীর তার মুখাবয়ব।

খেজুরের বীথি এখানে ঝাপসা, আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে।

আবার নওয়াস সোচ্চার বল্‌তে লাগল: আমিও মানুষের মনের অন্ধকারে এমনই আকাশ রচনা করে যাব। মৃত্তিকা-জাত, তবু আস্‌মানের সঙ্গী। আমার কলঙ্ক কেউ বুঝবে না। জীবনের দিকে, হে অমৃতের পুত্র, অগ্রসর হও। মৃত্তিকা থেকে আকাশে পাড়ি দাও—কিন্তু তোমার দুই পা সব সময় যেন মাটীর উপর থাকে। এই ভাবে আকাশও তোমার কাছে ধরা দিয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা তা করো না। আকাশের খোঁজে এগোও, এদিকে পৃথিবীতে হারিয়ে যাও। তোমাদের মানুষ বলেই আর কেউ চেনে না। তুমি পৃথিবী-বিস্মৃত, তাই মনুষ্যত্ব-বিস্মৃত। নওয়াস

তাই কলঙ্কের কালি মেখে নিলে। শিব-হাল নওয়াস। আবে-হায়াৎ বিলিয়ে দিয়ে জহর নিজে পান করলে। শূন্য আকাশ তোমাদের কাছে এত প্রিয় যে বৈচিত্র-গর্ভা পৃথিবীর দিকে তাকালে না। তাই কবি নওয়াস তার কবি-ব্রত ধারণ করলে...। হোক পাঁক, সহজ আনন্দ——এই সহজ আনন্দের দিকে আগে মানুষকে টানো——জীবনকে ভালবাস্‌তে শিখুক মানুষ। তাই ত শরাব-শাকী আমার কাব্য-প্রাত্যহিকতার প্রতীক। কা'কে বোঝাব এই কথা?.....একটি মানুষ যদি পৃথিবীতে মানুষের মত বাঁচবার অভিলাষী হয়, নওয়াসের কলঙ্ক সার্থক। সূর্য্যের মত আমার জন্যে থাক্‌ কলঙ্ক, জ্বলা আর জ্বালা——তোমাদের জন্যে থাক শুধু প্রানদাত্রী আলো আর আলো। চতুর্দ্দিকে কালিমা-ময় জাল বিছিয়ে অঙ্গার কী হীরক-কে জ্যোতিহীন, না নির্মূল্য করতে পারে? কিন্তু নওয়াস, তবু——তবু, তোমার হৃদয় আবেগ-উদ্বেলিত কেন? শান্ত হও, মন। রাত্রি নামে গোধূলি শিখরে.....

নওয়াস হঠাৎ অল্প জায়গার মধ্যে পাগলের মত পায়চারী করতে লাগল। অন্ধকার চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। নওয়াস তারই কয়েদ-খানায় হঠাৎ চীৎকার দিয়ে ওঠে: না, না।

সে জানে, এই কণ্ঠস্বর কারো কানে পৌঁছাবে না। তবু থেমে গেল সে, বুকে অস্থিরতা সত্বেও। আবার শহরের দিকে মুখ ফেরায় আবু নওয়াস। রহস্যময়ী দীপান্বিতা বগ্‌দাদ আবার হেসে উঠেছে। সেখানেই ত সে ছুটে যাবে। জীবন ধারা থেকে আঁজলা-পান না করলে ত তার তৃষ্ণা মিটবে না। মানুষের জীবনই মদিরা বিশেষ। তাই ত সে মদিরায় জীবনকে খুঁজেছে।

বগ্‌দাদ অভিমুখী নওয়াস। দজ্‌লা হয়ত জোয়ারে উত্তাল। তার পদধ্বনি বার বার শমে তেহাই মরছে। গজল গাইছে গুফাদারেরা দল বেঁধে। সুরের খেই পাক্‌ড়ে গুনগুন করতে লাগল আবু নওয়াস।

জীবনের সবক নিতে বগ্‌দাদেই ত তা-কে ফিরে যেতে হবে। বিরান, মরুভূমি আর শূন্যতার উপাসনা তার ব্রত নয়।

আবু নওয়াস জোরে পা ফেল্‌তে লাগল।

শহরের দরওাজার কাছাকাছি দজ্‌লার বুকে বিপনী-সারির আলো পড়েছে।

নওয়াস ভাবলে, "দজলা ত নদী নয়—আমার বুক। সম্মুখে কোথাও অন্ধকার আছে বলে কী এই নদীর স্রোতদল শহরের আলোস্নাত এক জায়গায় থম্‌কে দাঁড়ায়? অন্ধকারের রহস্য কী তাদের টানে না?...আমি নিজেই এক দজ্‌লা...।"

হাল্কা বুকে হাসল আবু নওয়াস। অতঃপর নিকটস্থ এক পানশালার ঢুকে পড়ল, যেখানে আবুল আতাহিয়া তার প্রতীক্ষার্থী——বসে ছিল।

এসো, এসো। কোথায় ছিলে তুমি?

—হারিয়ে গিয়েছিলাম, আতাহিয়া।

আতাহিয়া। তুমি দেখছি আর এক মেহেরজান।

নওয়াস। না, আবুল আতাহিয়া। সত্যি হারিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। এই খুঁজে-পাওয়ার আনন্দটুকু আজ পান করব। আমার শরাবে প্রয়োজন হবে না।

আতাহিয়া। বেশ, তবে চলো ওঠা যাক। বগ্‌দাদের নৈশ স্রোতে অবগাহনের পর আজ ঘরে ফিরব। এসব জায়গা আমার ভাল লাগে না। তোমার জন্যেই শুধু আসা।

নওয়াস। বেশ তা-ই চলো।

## ॥ আঠার ॥

লৌহ গরাদের ওপারে আকাশ।

শুধু কী আকাশ? পৃথিবী নিজের অন্তহীন বিস্তার অস্বীকারের জন্য গণ্ডীর মধ্যে বিচিত্রার আতসবাজী জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এগোয়। থাম্‌তে চাইলেও থামতে পারে না। তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষের মধ্যেই তাই পৃথিবী ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুক্‌রো-টুক্‌রো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দুর্ব্বাবনে কুঁচফল ছড়িয়ে পুনরায় খোঁজার মত। খুঁজে পাওয়ার পর আবার ছড়ানো। ঝর্ণা-উৎসারিত ছত্রাকার জলবিন্দুর উত্থানে পতনে এই লীলার আভাস কিছুটা চোখে পড়ে। তাই গরাদের ওপারে শুধু আকাশ-ই অস্তিত্বের ইশারা জাগায় না। ধেয়ে আসে চূর্নিত পৃথিবী, টুক্‌রো-টুক্‌রো রঙীন কাঁচের মত অন্তহীন বর্ণ-সজ্জায়—পলানুপল, দণ্ড-প্রহর, অহর্নিশ।

গরাদের ওপারে তাই ত মানুষ মাথা কোটে। নিষ্প্রান পাথরেও চেতনার প্রলেপ আরোপ করে। মেজে-মেজে হৃদয়-কে করে তোলে অমলিন নিদাগ আর্শী। সেখানে অন্ততঃ পৃথিবীর ছায়া পড়ুক।

গরাদের এপারে এবং ওপারের দুরত্ব-পার্থক্য মুছে দিতে তাই নবেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। ধারা-বিচ্ছিন্ন উপনদী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে। তরঙ্গ-কল্লোল একক শঙ্খে কখনও মুক্তি পায় না।

ওই খানে হাব্‌সী মুখের দিকে তাকাও। কোড়াহত ও মুখ কি অনড় স্থৈর্য্যে অবিকল? না। কৃষ্ণ হাব্‌সীমুখ সফেদ আরমেনী মুখের আদলে কী ডুবে যাচ্ছে না? আর্শীর সমতল রূপান্তর ধরে রাখছে না শুধু।

তুমি হয়ত দেখতে পাও না. কারণ, তুমি সেই নবেন্দ্রিয়ের অধিকারী নও। তার চেয়ে গরাদের প্রাচীরেই কান পাতো। পাষানেও চেতনা-প্রবাহ আছে।

অভিশপ্ত বগ্‌দাদ এখ ও নিদ্রা-সমাহিত। তার ঘুম যেন কেয়ামতের পরও ভাঙবে না।.....

## ॥ উনিশ ॥

বগ্‌দাদের এই সরাইখানার প্রবেশ-পথ খুবই সংকীর্ণ। মালিক একটা ছোট গালিচার উপর উপবিষ্ট। পিছনে মোটা গেদ্দা। সাম্‌নে রূপার নল-সংযুক্ত হুক্কা। আন্‌মনা ধূমপান করছিল সে।

কিন্তু এই প্রবেশ-পথ পার হোয়ে গেলেই সরা'য়ের আসল চেহ্‌রা দেখা যায়। স্তিমিত আলোয় বিরাট হলের মধ্যে নৈশ-বিলাসীরা বসে আছে। কেউ নিঃসঙ্গ। কেউ দল-বাঁধা। এখানে কফি-শরাবের মজ্‌লিশ গুল্‌জার। কল-গুঞ্জনের বিভিন্ন গ্রাম সমস্ত কক্ষে নিনদিত। মৃদু ফিস-ফিসানি থেকে হাহ্‌হা-হৈহো রব—সবই এই জায়গায় সাজে। কোনায় কোনায় নর্তকীদের নাচ মাঝে মাঝে ঘুঙুর ও তাঞ্চুরীনের আওয়াজের সঙ্গে হঠাৎ ঢেউ তুলে যায়; তা আছড়ে পড়ে নানা বীচিভঙ্গে। কেউ শুধু তাকিয়ে দেখে আবার জামে ঠোঁট নামায়, কেউ তালি-সংযোগে চীৎকার দিয়ে ওঠে, "মারহাবা, মারহাবা।" যেন কেয়ামৎ হঠাৎ দেখা দিয়ে ত্রস্ত পালিয়ে গেল। পৃথিবী আবার আনন্দে নির্বিবাদ।

অন্যান্য দিনের মত আজও সরাই-খানা এতক্ষণ গুল্‌জার ছিল। তারপর আওয়াজের তোড় কমে গেছে। কিন্তু কথার তোড় থাম্‌ছে না। অবিশ্যি লয় মৃতু, খাদ-অভিমুখী।

সরাইখানার মাঝ্‌খানে একটি পাথুরে-মাটীর ছোট উঁচু চবুতরা। তার উপর এতক্ষণ কয়েক জন বসে বসে কফি পান করছিল। এক জন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল ঃ সাবাস, আবু নওয়াস, সাবাস।

তারপর সমস্ত সরাইখানায় ওই একই নাম ঘুরে ঘুরে আসে। আবু নওয়াস। আবু—আবু নওয়াস। আবু নওয়াসের কি হবে?

নতুন কয়েকজন আগন্তুক এসে পড়ল সরা'য়ের গুহায়। হয়ত এই স্তিমিত ভাবের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। সরাইখানায় কি কেউ

আসে গৃহোচিত নীরবতা-উপভোগে? সকলের তরঙ্গে গা ঢেলে সবাই সানাথী এইখানে। ম্রিয়মানতা এখানে নিষিদ্ধ, পাপ।

আগন্তুক একজন সরাইয়ের মাঝামাঝি এসে চীৎকার দিয়ে উঠল: গোটা বগ্‌দাদ কি আজ মরে গেছে, না কোন কেয়ামতের খবর পাওয়া গেছে——যার জন্যে সরাইখানা আজ এমন ঠাণ্ডা গোরস্থান?

চারিদিক থেকে চোখ এই চ্যালেঞ্জ দাতার উপর পড়ল।

প্রথমে অনেকে প্রশ্নটা বুঝতে পারে না। উত্তর-প্রার্থীর উদ্দেশ্য কি? কি জবাব চায় সে?

আবার শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠের স্বর "বগ্‌দাদ কি মৃত না কেয়ামতের প্রতীক্ষার্থী"?

এইবার কয়েকজন কফির পেয়ালা ঠোঁট থেকে নামিয়ে নওজওানের দিকে তাকায়। বিরক্ত হয় অনেক। সরা'য়ের হাওয়া যেন এই তরুন আগন্তুক বিষিয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিম কোনা থেকে আর এক যুবক দাঁড়িয়ে জবাব দিলে? "আপনি অন্ততঃ বসে পড়ে প্রমাণ দিন্ যে আপনি মরেন নি।"

—কিন্তু বগ্‌দাদ মরে গেছে।

—না

—তবে, এই সুম্‌সাম ভাব কেন?

—বগ্‌দাদ তার যৌবনের উৎসব পালন করছে। বগ্‌দাদের নওরোজ আজ।

—নওরোজ কি এই ভাবে পালিত হয়, গোরস্থানের স্তব্ধতায়?

—বগ্‌দাদ মরে গিয়েছিল। আজ বগ্‌দাদ বেঁচে উঠেছে। তাই আমরা হুল্লোড়ে মেতে তার পবিত্রতা নষ্ট করতে রাজী নই। আপনার ভাল না লাগে, অন্য সরাই দেখুন। বগ্‌দাদে তার অভাব নেই।

—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি নে।

—বদ্‌দাদ দুনিয়ার শয়তানদের কাছে একটা ধাঁধাঁ। আর তুমি এত সহজে বুঝে ফেল্‌বে, নওজোয়ান?

—মেহেরবানী করুন, আপনাদের এই প্রহেলিকা আর সহ্য করতে পারছি নে।

—আজ বগ্‌দাদ বেঁচে উঠেছে!

—কবে তার মৃত্যু হোয়েছিল?

—তার খোঁজ পাননি, টের পাননি?

—ব্যাপার কী, ভাই?

—আজ বগ্‌দাদ বেঁচে উঠেছে। আপনি ত জানেন, বুসায়না-খুনের ইন্‌সাফ হচ্ছিল আজ আমিরুল মুমেনীনের দরবারে। আমির-ওমরা -কাজী সবাই বল্‌লে, হাব্‌সী তাতারী এই খুন করেছে। খুন কা-বদ্‌লা খুন। গর্দান নেও'া হোক হাব্‌সীর। তখন——

সরায়ের আর এক কোনা অন্য দুই নওজওয়ান চীৎকার দিয়ে উঠ্‌ল, "থামুন——থামুন।" তাদের প্রসারিত করতালু আর আঙুলের দিকে সকলের দৃষ্টি আবার ধাবিত হয়।

"থামুন, থামুন" রবে দুইজনে এগিয়ে এলো, দুই নওজও'ান। তারপর তারা বল্‌লে, "আজ আমরা দুইজনে দরবারে ছিলাম! সব কথাই মনে আছে। আমাদের একজনকে খলিফা আর একজনকে নওয়াস মনে করলেই আপনারা গোটা দরবার চোখের সাম্‌নে দেখতে পাবেন"।

"বেসক-নিশ্চয়-নিশ্চয়," সমর্থনের রব উঠল চারিদিক থেকে। "এত-ক্ষণ ত শুন্‌ছিলাম, এবার চোখেও দেখতে পাব" জনান্তিকে একজন প্রস্তাব করলে, "চত্বরটা ছেড়ে দিন। ওখানে খলিফা বসুন। আর নওয়াস নীচে দাঁড়াক। সকলের দেখতে সুবিধা হবে।"

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

প্রস্তাব-মত মঞ্চ সজ্জিত হোতে আর বেশী বিলম্ব ঘটে না। তারপরই সরাই দরবারে পরিণত হয়। আগন্তুক দুই জন তখন অভিনেতা।

.....

নওয়াস। জাঁহাপানা——

আমিরুল। কি নওয়াস?

নওয়াস। জাঁহাপানা, বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন। বুসায়না-হত্যার বিচার আমি এতক্ষণ নিজের চোখে দেখ্‌লাম। কিন্তু এ-তে খুনের কোন প্রমাণ হয় না।

আমিরুল। প্রমাণ হয় না?

নওয়াস। না। এক জনের জান্ 'হালাক' (ধ্বংস) করার আগে সমস্ত নিখুঁত প্রমাণ পাওয়া উচিত। কারণ, আমরা কেউ জানের মালিক নই। প্রাণ-ধ্বংস সহজ, সৃষ্টি অনেক কঠিন কাজ।

আমিরুল। তুমি কি বল্‌তে চাও?

নওয়াস। এই বিচার ভুল, আলম্পানা।

আমিরুল। কেন ভুল?

নওয়াস। প্রমাণ নেই। কেউ চোখে দেখেনি।

আমিরুল। সব সময় চোখে দেখার প্রয়োজন হয় না। সাক্ষীসাবুদ এবং ঘটনা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

নওয়াস। বিচারের ক্ষেত্রে আন্দাজের কোন জায়গা নেই।

আমিরুল। বুসায়না কি খামাখা মারা গেল?

নওয়াস। খামাখা না, আলম্পানা। কিন্তু হাব্‌সী জও'ান তাকে খুন করে নি। আর এ ত খোদ্‌কসী——আত্মহত্যার ব্যাপার।

আমিরুল। কিন্তু গোলাম নিজের সাফায়ে একটা কথা পর্য্যন্ত বল্‌লে না, মুখ খুললে না। তা কি অভিযোগ-স্বীকার নয়?

নওয়াস। না, জাঁহাপানা। আর স্বীকার করলেও ক্ষেত্র-অনুযায়ী অনেক সময় খুন স্বীকার-কারীর উপর বর্তায় না। বেটার হত্যাপরাধ অনেক সময় কি পিতা নিজের কাঁধে তুলে নেয় না?

আমিরুল। কিন্তু এই গোলাম সব-কিছু করতে পারে।

নওয়াস। না, জিল্লুল্লাহ। ও কালো গোলাম কালো পাথর। স্তব্ধ। কালো পাথর কোনদিন নকল হয় না। সাদা আর ঝল্‌মলে পাথরই সহজে নকল করা যায়।

আমিরুল। আবু নওয়াস, তুমি কি বল্‌তে চাও, আমার বিচার ভুল?

নওয়াস। হাঁা, আলম্পানা।

আমিরুল। ভুল? আবু নওয়াস, তোমার জিভ্ সাম্লাও।

নওয়াস। জাঁহাপানা, ভুল-কে ভুল বলা কবিদের ধর্ম। আমরা শুধু সুন্দরের পূজারী-ই নই।

আমিরুল। আমি ভুল বিচার করি?

নওয়াস। জিল্লুল্লাহ, ইন্সান ভুল করে বসে বৈকি। আমরা জানি, আমিরুল মুমেনীন ফেরেশতা নন।

আমিরুল। নওয়াস, চুপ্-চুপ্। তোমার বেয়াদবী আমি ক্ষমা করব না।

নওয়াস। জাঁহাপানা, আল্হাক্কো মোর্রুন—সত্য তিক্ত পদার্থ, তা আপনি জানেন।

আমিরুল। আবু নওয়াস, তুমি হদ্ ছাড়িয়ে যাচ্ছো। আমার কাজী আমির ওমরা—এত লোক, যারা প্রতিদিন বিচার করে, তারা ত বিচারে কোন ভুল দেখ্ল না।

নওয়াস। জাঁহাপানা, তারা যখন আপনারা চোখ দিয়েই দেখে, তখন নিজেদের চোখ ব্যবহার করে না। আর যখন নিজেদের চোখ-ও দেখার কাজে লাগায়, তখন আপনার চোখের ঝিলিক তারা আগেই দেখে নেয়।

আমিরুল। উপস্থিত এত শরীফ মানুষদের তুমি বেইজ্জৎ করছ, আবু নওয়াস।

নওয়াস। না, জাঁহাপানা। নওয়াস মদ্যপ। মাতালেরা দুনিয়ার কারো উপর শত্রুতা সাধন করে না——এক নিজের উপর ছাড়া। কাউকে বেইজ্জৎ করা আমার খস্লতের বাইরে।

আমিরুল। অর্থাৎ আমার ইন্সাফ ভুল।

নওয়াস। হাঁ, আলম্পানা।

আমিরুল। খামুস, নওয়াস। তোমার বুকের পাটা আল্লার জমিন ছাপিয়ে যাচ্ছে। বেয়াদব ইন্সান-কে আমি মাফ করি না। তোমাকেও মাফ করব না। শুধু এক শর্তে, তুমি ক্ষমা পেতে পারো——

এই উপস্থিত শরীফ ব্যক্তিদের কাছে যদি তুমি মাফ চাও। নচেৎ——

নওয়াস। নওয়াস আপনার দরবারে কোন গোনা' করেনি, জাঁহাপানা।

আমিরুল। তুমি মাফ চাও।

নওয়াস। বে-কসুর নিরপরাধ কি ভাবে ক্ষমা চাইবে?

আমিরুল। মাফ চাও।

নওয়াস। আপনি আমাকে এই কাজ থেকে মাফ করুন।

আমিরুল। নওয়াস, তুমি বেয়াদব নও শুধু। না-ফরমান। গোলামের সঙ্গে তোমারও গর্দান ধুলোয় লুটিয়ে পড়ুক ———। মশ্‌রুর——

নওয়াস। জাঁহাপানা আপনার যা মরজী। কিন্তু জাঁহাপানা মনে রাখবেন, আপনার সাধের বগ্‌দাদ-কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আজ আমি আমার গর্দান বাড়িয়ে দিলাম—— কারণ, এই বগ্‌দাদ-কে আমি ভালবাসি, আমার জন্মভূমি বগ্‌দাদ। ভবিষ্যতের একটি মানুষ অন্তঃত বল্‌বে, বগ্‌দাদ অবিচারের কাছে মাথা নোয়ায়নি। জাঁহাপানা———

আমিরুল। মশ্‌রুর, একে আজ কয়েদখানায় রাখো, কাল দরবারে আবার নতুন বিচার হবে এই না-ফরমান কবির।

নওয়াস। জাঁহাপানা, একটা কথা বলবার দাবী জানাচ্ছি। বগ্‌দাদ-কে আপনি যেমন ভালবাসেন, তেম্নি আমিও ভালবাসি। কিন্তু আপনার বগ্‌দাদের কোন ঐশ্বর্যই টিক্‌বে না। টিকে থাকবে শুধু, বগ্‌দাদের বিবেক এবং বিবেক-সাধনা। ও কেউ ধ্বংস করতে পারে না। ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে থাকলেও ওর কণ্ঠধ্বনি অনাগত মানুষ শুন্‌বে——তারা বগ্‌দাদ-কে বাঁচিয়ে তুল্‌বে। তাই আজ অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালুম। যে—বীজ আপনি রোপণ করেছেন, তা-ই একদিন বগ্‌দাদকে গ্রাস করবে। তাই আবু নওয়াস আজ কবন্ধ সাজ্‌ল।

নিজের হাতে নিজের গর্দানকে গেন্দুয়ার মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে——যেন বগ্‌দাদের বিবেক আবার চীৎকার দিয়ে উঠ্‌তে পারে "আমি কবি, চিরন্তনের কণ্ঠস্বর ; মশ্‌রুরের তলওয়ার, আমিরুল মুমেনীনের ভ্রুকুটি-দণ্ড কবির হল্‌কুমের নিকটে পৌঁছতে পারে না। বগ্‌দাদের প্রেম আমাকে বানিয়েছে কবি, বগ্‌দাদের প্রেম আমাকে করে তোলে শহীদ। কবিরা নিত্যকার শহীদ——কারণ, জীবন-কে সব সময় তারা পিছনে ফেলে চলে। জীবন থেকে জীবান্তর। কবিরা তাই মাত্র একটি বার পুনরুজ্জীবনের স্বর্গলোভী শহীদ নয়। তারা বাঁচে আবার শহীদ হয় ; শহীদ হয় আবার বেঁচে ওঠে। জীবন মৃত্যুর সাময়িক ফারাকে তাই তারা বিহ্বল হয় না, শঙ্কাত্রাসে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে না। কবিমাত্রেই রক্তবীজ, বিবেকের নিষ্কাম সাধক। চলো, মশ্‌রুর। নিয়ে চলো। তোমার তলও'ারের ধার এতদিন কোন মানুষ স্পর্শ করে নি। এবার অন্ততঃ সে-কলঙ্ক থেকে রেহাই পাবে। আদাব, আমিরুল মুমেনীন।"

"আরো বল্‌লাম, মশ্‌রুরের সঙ্গে যেতে যেতে"……হঠাৎ সরাইখানার আর কোনায় দেখা গেল, এতক্ষণ ভিড়ে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি প্রথম বক্তার বাক্য সমাপ্তি-মাত্র কথা বল্‌তে বল্‌তে অগ্রসর হচ্ছে। ভিড় ঠেলে এগোয় সে। মুখে কথা, "বল্‌লাম, বগ্‌দাদের নর-নারীর কান্নায় আমি কাঁদি, তাদের আনন্দে আমি হাসি——তারাই আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা,

শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তারাই আমার কবিত্ব-কে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের জীবনযাত্রার ধারাই আমার রসের উৎস। মশ্‌রুর, আমার কোন দুঃখ নেই। বগ্‌দাদের বাসিন্দা আমার ভীরু বুকে সাহস যোগায়। তাদের কথা আমার ঘুমন্ত কথাকে জাগিয়ে তোলে। তাই মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। কারণ, বগদাদের বাক্যস্রোত-রোধের ব্যবস্থায় এগোবে কোন আহম্মক? বগ্‌দাদের বন্ধুগণ..... ।"

বক্তা ততক্ষণে অভিনেতা-নওয়াসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকলে আনন্দে চীৎকার দিয়ে ওঠে, "আবু নওয়াস, আবু নওয়াস।"

"বগ্‌দাদের বন্ধুগণ, তোমাদের ভালবাসায়, তোমাদের কবি আবার তোমাদের মাঝখানে ফিরে এসেছে। আমিরুল মুমেনীন পরে নিভৃতে মশ্‌রুরকে আমার সামনে বললেন, একজন নিরীহ কবি-কে খুন করে—— বগ্‌দাদ-বাসীদের আমি কি জবাব দেব? তাই বন্ধুগণ, তোমাদের নিকটে, তোমাদের নিঃশ্বাসের উত্তাপে চাঙ্গা আবু নওয়াস এইখানে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুর পর ফেরেশ্‌তা যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি বগ্‌দাদে না বেহেশ্‌তে যেতে চাও? আমি জবাব দেব, বগ্‌দাদে।"

"আহলান্-সাহলান ইয়া আবু নওয়াস, ইয়া আবু নওয়াস।" চারিদিক থেকে রব ওঠে।

"কিন্তু বন্ধুগণ, সরাইখানা নীরব কেন? জল্লাদের হাতে যদি আমার গর্দান যেতো, তোমরা কি সরাইখানা জমিয়ে তুল্‌তে না? একটি মানুষের মৃত্যু এভাবে দেখা উচিত নয়। আমি ত জীবনের কবি। তোমাদের স্তব্ধ দেখ্‌লেই আমার আত্মা বিষণ্ণ হোয়ে পড়ত। আকাশের কোন নক্ষত্র খসে গেলে কি অন্যান্য তারা নিজের কর্তব্য ভুলে যায়? বরং সেই শূন্য জায়গা পূরণে এগিয়ে আসে নব উজ্জ্বলতায়। .....এসো ভর-পেয়ালা সরাইখানা আমরা আজ করে তুলি। নতুন গজল শোনাব আমি। আনন্দ কর, বগ্‌দাদবাসী। মওজ-তরঙ্গ তোলো অঙ্গ-সমুদ্রে, চিত্ত অরণ্যে, রুবাব-পাত্র-পঞ্চমে..... ।

সুরে, সুরায়, নিত্য চঞ্চলতায়, স্বর-মুক্তির স্বচ্ছন্দতায় সরাইখানায় আবার বন্যা ডাক্‌ল। উচ্চ চত্বরে উপবিষ্ট নওয়াস। আনন্দস্রোত নানা দিক থেকে ওইখানে আছড়ে পড়ছে। নওয়াসের সম্মুখে পানপাত্র।

কিন্তু তার দুই চোখ বিবাগী। এই প্রাণ-প্রবাহে কি যেন বার বার খুঁজতে লাগ্‌ল।

॥ কুড়ি ॥

আমিরুল মুমেনীনের মহল।

নিশীথ রাত্রি।

—কে?

—মশ্‌রুর, জাঁহাপানা।

—গোলাম-কে এনেছো?

—হাঁ, জাঁহাপানা।

—ওকে পৌঁছে দিয়ে, তুমি বাইরে যাও। ওর সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।

—আস্‌সামায়ো তায়াতান।

শৃঙ্খলাবদ্ধ তাতারীর প্রবেশ। সমস্ত শরীর কোড়াঘাতে জর্জর। দেহ প্রায় ত্বক-হীন। কপালে, গণ্ডদেশে দগ্‌দগে ঘা।

—তাতারী জানি, তুমি আমার কথার জবাব দেবে না। কিন্তু আজ খলিফা-রূপে আমি তোমাকে ডাকিনি।

তাতারী। (কণ্ঠে ঘড়ঘড় শব্দ। শ্বাস-কষ্ট)

হারুন। আজ তোমার হিতাকাঙ্খী বন্ধু-রূপে তোমাকে এইখানে ডেকে এনেছি। তুমি দেখছো, বাইরের বাতাসের কত দাম। আমি তোমার সমস্ত মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত। আমাকে ভুল বুঝো না।

তাতারী। (খলিফার দিকে চাওয়ার চেষ্টা করিল। কিন্তু চোখ স্ফীত। ফলে তাকানো কষ্টকর)।

হারুন। তুমি একটিবার হাসো। তা-হোলে তুমি যা-চাও, তা-ই পাবে। আমার সুদক্ষ হাকিম রয়েছে, তারা শরীর সাত

দিনে আবার পূর্বের মত চাঙ্গা করে তুলবে। তোমার একটা হাসি শুধু প্রয়োজন। জবাব দাও।

তাতারী। (নিরুত্তর)

হারুন। আবু নওয়াসের কাছে আমি অপদস্থ। তুমি নাকি আর কোনদিন হাস্‌বেই না। কিন্তু কেন? কেন তুমি জীবনের পেয়ালা এমন ভাবে পায়ে ঠেলে দিচ্ছ? তুমি নও-জওয়ান। জীবনের সমস্ত সড়ক তোমার জন্য দু'পাশে ফল ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছে। আর তুমি নিজের দুই চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছ। কানে আর শ্রুতিশক্তি রাখোনি। কেন? এই নিশীথ রাত্রি, কেউ শুন্‌বে না। তুমি শুধু জবাব দাও, আমি সাফ কোরান ছুঁয়ে কসম করছি——তোমার নালিসের ভিৎ আমি উপড়ে ফেলতে চেষ্টা পাব। তস্‌বী-হাতে কস্‌বীর মত আমাকে ভণ্ড মনে করো না। আমার কসমের দাম আছে। .....তবুও তুমি নিরুত্তর। কি চাও তুমি? একটা গোলামের যা কাম্য, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী, অনেক কিছু তোমাকে দিয়েছিলুম, তুমি নিলে না। এত জুলুম সহ্য করছ, অথচ তোমার কথা যেখানে কাজে পরিণত হোতে পারে সঙ্গে সঙ্গে——সেই সুযোগ তুমি নিচ্ছ না। আমি নিজে ভেবে পাইনে। তোমরা কি আর কোন ধাতুতে গড়া। একটা জবাব দাও.....(পায়চারী রত) একটা জবাব..... একটা হাসি.....আচ্ছা হাসি জাহান্নামে যাক্, একটা জবাব দাও। আমি তোমার সব অপরাধ মাফ করে দেব। যা চাও তা-ই পাবে। সময় দিলুম.....বুঝেছি, তুমি .....নির্বাক থাকবে, হাসবে না..... বেশ। যাও। তোমাকে তিন দিনের মেয়াদ দিলুম। শুধু একটি হাসি হেসে তুমি জীবনের সব কিছু অধিকার ফিরে পেতে পারো। নচেৎ আরো শাস্তি——হ্যাঁ, শাস্তি——যা

কোনদিন তুমি কল্পনাও করোনি। তোমাকে ভেবে দেখার সময় দিলুম।.....

( হাত তালি প্রদান ) মশ্‌রুর———

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা!

হারুন। মশ্‌রুর, গোলাম-কে নিয়ে যাও।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়াতান।

হারুন। মশ্‌রুর,——না থাক আর একদিন বলব।

[ সকলের প্রস্থান ]

## ॥ একুশ ॥

নহরে জুবায়দার তীর। বিকাল বেলা। খর্জুরবীথির পাশে একটা টিলার উপর আতাহিয়া ও আবু নওয়াস উপবিষ্ট।

আতাহিয়া। নহরে বাতাসের দোলা লাগ্‌ছে, ছাখো-ছাখো, নওয়াস।

নওয়াস। নারীর স্নেহ পানী-রূপে এখানে বিগলিত হোয়ে ঝরে পড়েছে আতাহিয়া। আহ্, মানবের প্রেম-মমতা যদি এমনই রূপ পেতো।

আতাহিয়া। কিন্তু তুমি দিনদিন এমন উদাসীন হোয়ে যাচ্ছ, আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না, আবু নওয়াস। তুমি আর উচ্ছলিত ঝর্ণা নও।

নওয়াস। আতাহিয়া, সাহারা মরুর অনেক নীচে পৃথিবীর বুক যে পানী সঞ্চয় রেখেছে——তা-কি শান্ত, অনুচ্ছল?

আতাহিয়া। তা নয়।

নওয়াস। মাঝে মাঝে উপরে সব শুকিয়ে ফেল্‌তে হয়, ভেতরে সরস তাজা থাকার জন্যে।

আতাহিয়া। কিন্তু আমি তোমার স্তব্ধতা সইতে পারি নে। উপরি-ভাগ শুকিয়ে ফেল্‌তে যে অনেক কষ্ট, নওয়াস।

নওয়াস। তা ত হবেই। সকলের কথা তোমার মুখ দিয়ে বলার ভার যে নিয়েছ, বন্ধু। তোমার একার বোঝা ত হাল্কা। কিন্তু শতসহস্রের বোঝা যখন তোমার কণ্ঠে চাপে——তখন? কে চায় শুকিয়ে সাহারা হোতে? কিন্তু প্রাণধারা সঞ্জীবনের জন্য এই বিশুষ্কতাই মাঝে মাঝে বেছে নিতে হয়।

আতাহিয়া। চলো, কোন সরাইখানায় যাই।

নওয়াস। আমি এমন সরাইখানার দর্শক, শরীকদার নই।

আতাহিয়া। তবু চলো,

নওয়াস। দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবন-কে মেলাতে হয়, তবেই জীবনের শত-দল ফোটে। চলো।

আতাহিয়া। কিন্তু চুপ্ করে যেয়ো না। তোমার কথা, কথাই ত আমি শুন্‌তে চাই।

নওয়াস। তা-হোলে এই বুকে কান পাতো, মুখের দিকে তাকিয়ো না।

আতাহিয়া। যথাদেশ। তা-ই শুনব, বন্ধু। চলো, তার আগে কোন পানশালার ওৎে আড়াল হোয়ে নিই।

নওয়াস। চলো।

## ॥ বাইশ ॥

সময়, গোধূলি-বেলা। স্থান, কারাগারের চত্বর। হারুনর রশীদ, মশরুরের প্রবেশ। চত্বরের পাশে দণ্ডায়মান তাতারী ও কোড়াদার। তাতারীর হাতে পায়ে জিঞ্জীর। কোড়াদারের হাতে চাবুক। চত্বরের-দুই-ভাগ। একদিক উচুঁ। অন্যদিক কয়েদীর অবস্থান-ভূমি। সেদিকটা নীচু।

হারুন। তাতারী, তিন দিনের জাগায় তিন বৎসর কেটে গেল। তোমার জীবনের মেয়াদ বহু দিন বাড়িয়ে দিয়েছি। আজ কিন্তু আমি বোঝাপড়া করতে চাই! বাজি ধরে, বন্ধুদের কাছে আমি হেরেছি। কিন্তু আর না...। তোমাকে আমি শেষ সুযোগ দিতে চাই। জবাব দাও.....

( তাতারীর দিকে তাকাইল। সে নিশ্চল পাথরের মত দণ্ডায়মান। সমস্ত শরীরে আর চামড়া নাই বলিলেই চলে। অবয়ব কিন্তু পূর্ব্বের মতই আছে। নির্য্যাতনে তা ক্ষয়ে যায় নাই। তাতারী অবশ্য পৃথিবীকে আর সম্পূর্ণ দেখে না। দুই স্ফীত ভুরু চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চাবুকের আঘাত-ফল। )

জবাব দাও.....আবু নওয়াস বলেছিল, তুমি কালো পাথর। সত্যই তুমি কালো পাথর। তোমার শরীর কি ফুলাদের মত ইস্পাতে গড়া? চাবুকের ঘায়ে তুমি নাকি আর্তনাদ পর্য্যন্ত কারো না। সত্যি কোড়াদার?

কোড়াদার। জাঁহাপানা, বহুদিন আপনার নেমক খেয়েছি। কিন্তু এখন হিমাকৎ-ওয়ালা কয়েদী আমি কোনদিন দেখিনি। পিটে পিটে ওকে দুরস্ত করলেও, ও শব্দ করে না, আওয়াজ তোলে না!

হারুন। কি করে?

কোড়াদার। দেখ্‌বেন, আলম্পানা?

হারুন। হ্যাঁ, সেই জন্যেই ত এসেছি।

কোড়াদার। তবে দেখুন——

(কোড়া চালায়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাতারী শুধু দক্ষ অভিনেতার মত মুখমণ্ডল বিকৃত করে, আর হাঁপায়)

হারুন। খামুশ, কোড়াদার। আর কি করে?

কোড়াদার। জাঁহাপানা, বেহুঁশ হোয়ে যায়। কিন্তু তখনও গোঙায় না, আর্তনাদ করে না,। জনাব, এ কয়েদী ইন্‌সান নয়। জীন দেও বা পাথর।

হারুন। যা কোড়াদার, তুই বাইরে যা। কোড়া মশ্‌রুরের হাতে দে। যে-হাতে মশ্‌রুর তলওঁার চালায়, সেই হাতে আজ কোড়া চালাবে।

কোড়াদার। জো হুজুর, জাঁহাপানা।

(মশ্‌রুরের হাতে কোড়া-প্রদান এবং প্রস্থান)

মশ্‌রুর। আলম্পানা, কয়েদীর সমস্ত শরীর থেকে প্রায় খুন ঝরছে, ওর উপর আর কোড়া চালানো বৃথা। বেহুঁস হোয়ে যাবে। আর কথা বলা চল্‌বে না——যে জন্যে আপনার এখানে আগমন।

হারুন। বেশ, কোড়া ফেলে দাও। তবে রাখো দরকার হোতে পারে।……তাতারী মনে রেখো আজ তোমার কেয়ামৎ। আজরাইল-ও আজ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। জবাব দাও……জবাব দাও…বেতমীজ গোলাম তবু স্থির নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। মশ্‌রুর, এই বেতমীজের জিভ টেনে-টেনে ছেঁড়ার আয়োজন করতে হয়।

মশ্‌রুর। তা-হোলে কি কথা-বলা সহজ হবে, জাঁহাপানা?

হারুন। হুঁ, মশ্‌রুর, সেও এক সমস্যা। ইন্‌সানের সঙ্গে লড়া যায়। কিন্তু এ ত পাথর……(পায়চারী-রত) গোলাম, তোমাকে

শেষ সুযোগ দিলাম। নচেৎ তারপর মশ্‌রুর তার কাজ শুরু করবে।.....জবাব দাও.....(তাতারী নির্বিকার। শারিরীক যন্ত্রণায় শুধু মুখ কুঁচকে নিঃশ্বাস নেয় আর ফেলে) না, মশ্‌রুর—বৃথা সময়-ক্ষেপ।

(হাততালি দিল। দুই জন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপানা।

হারুন। ওই কামরায় একজন জানানা অপেক্ষা করছে, তা-কে নিয়ে আয়।

প্রহরীদ্বয়। আস্‌মায়ো তায়াতান।

(প্রস্থান)

হারুন। (অঙ্গুলী-নির্দেশ) এ এক আজব সমস্যা।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, সমস্যা জীইয়ে রেখে লাভ কী? আপনি শুধু হুকুম দিন।

হারুন। মশ্‌রুর, তার জন্যে এত ব্যস্ততা কেন? আমি ভাবছি——

মশ্‌রুর। আলম্পানা, কি ভাবছেন?

হারুন। ভাব্‌ছি, এত দৈহিক যন্ত্রণা এরা সহ্য করে কি ভাবে?

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, আবু নওয়াস বলে——মানুষ আনন্দাতীত আরো কিছু পায়, যার কাছে এই যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা মনে হয় না।

হারুন। আনন্দাতীত——ও একটা পাগলের প্রলাপ। আবু নওয়াসই তা বল্‌তে পারে।

মশ্‌রুর। আমি কিন্তু এই কয়েদীকে দেখে তা প্রায় বিশ্বাস করতে বসেছি।

হারুন। তুমিও বোধ হয় পাগল বনছ।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, অথবা এরা বোধ হয় মানুষ নয় অথবা মানুষ যা দিয়ে তৈরী এদের উপাদান তার চেয়ে আলাদা।

হারুন। তোমার পাগল হোতে বেশী দেরী নেই এই ত্থাখো——

(এতক্ষণ তাতারী দাঁড়াইয়াছিল। শরীরে বোধ হয় অব্যক্ত যন্ত্রণা, তাই ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। জায়গাটা বালুময়। হত-ব্যক্তির রক্ত

পরিষ্কারের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা। তাতারী বসিয়া পড়িল। তারপর দুই গোড়ালি চাপিয়া ধরিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজিয়া দিল। সবই নিঃশব্দে ঘটে )

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা——

হারুন। আস্তে আস্তে, মশ্‌রুর।

( দুই জন ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে কথা বলে )

আস্তে, একটু বিশ্রাম নিক্‌।

মশরুর। ওর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।

হারুন। আছে। একটু তেজ সঞ্চয় করে নিক্‌।

মশ্‌রুর। জাঁহাপানা, তেজের উৎস আনন্দ। ওর তেজ হয়ত সেই এক জায়গা থেকেই আসে।

হারুন। মশরুর। তুমি বড় বাজে বকো। শুধু ছাখো, ছাখো। ওর তেজের সব পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি আজ। এই গোলাম——

( কথায় ছেদ পড়ে। মেহেরজানের প্রবেশ। পরনে রেশমী লেবাস। যৌবন সর্বাঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থীর মত লুটাইয়া পড়িতেছে। চোখেমুখে হাসির ঝিলিক ছাপাইয়া ওঠে। আপ্ত-রমনীর মত চলা-ফেরা )

মেহেরজান। জাঁহাপানা, কোথায় আপনার তামাসা? আমি———

হারুন। (হঠাৎ পেছন ফিরে) ধীরে, আস্তে——

[ এবার সকলে খুব নীচু গলায় সংলাপ-রত ]

মেহেরজান। বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু আপনার তামাসা কোথায়? আমি ত কোতোয়ালের মাকানে বসে বসে হয়রান। শেষে আপনার ডাক যে পড়ল, তার জন্য শুক্‌রিয়া——

হারুন। তামাসা নিশ্চয় দেখ্‌বে।

মেহেরজান। কিন্তু কোথায়?

হারুন। আছে বেগম সাহেবা।

মেহেরজান। কিন্তু কই?

হারুন। (উপবিষ্ট তাতারীর দিকে নির্দেশ) ওই——

মেহেরজান। ও কে?

হারুন। একটা না-ফরমান কয়েদী, আমার কথার কোন ইজ্জৎ রাখে না।

মেহেরজান। ওর গর্দান দু-টুক্‌রা করেন। ওর অপরাধ কি?

হারুন। তার সুমার নেই।

মেহেরজান। তবু——

হারুন। আমার অবাধ্য গোলাম।

মেহেরজান। চাবুক লাগান।

হারুন। তা-ই লাগিয়ে লাগিয়ে ত শরীরের ওই দশা।

মেহেরজান। বেশ করেছেন। কিন্তু গোলামটা কে?

হারুন। বলছি, সব বলব তোমাকে।

মেহেরজান। কে এই গোলাম, মশ্‌রুর?

হারুন। মশ্‌রুর ওর নাম জানে না।

মেহেরজান। তা মশ্‌রুর নিজের মুখেই বললে পারে। গোলামটা কে?

হারুন। তুমি এগিয়ে গিয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা কর না।

মেহেরজান। বেশ।

(অগ্রসর হইয়া চত্বরের কিনারায় আসে, তারপর বেশ জোরেই ডাক দেয়। এরপর স্বাভাবিক কণ্ঠে সব সংলাপ)

কে——তুমি কে?

(হাঁটুর মধ্যে মুখ-গোঁজা তাতারী প্রথম 'কে'-শব্দে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত মাথা তোলে। তারপর ধীরে ধীরে মেহেরজানের দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ রাখিয়া খাড়া হয়)

তুমি কে?

(তাতারী কোন জবাব দেয় না। শুধু স্ফীত চোখ তেড়ে-তেড়ে তাকায়)

তুমি কে?

( তাতারী উদ্‌ভ্রান্তের মত জিঞ্জীর-বাঁধা দুই হাত শুধু তোলার চেষ্টা করে )

তুমি কে ?

( কোন জবাব আসে না। পেছনে ফেরে মেহেরজান )

কে এই গোলাম, আমিরুল মুমেনীন ?

হারুন। তুমিই জিজ্ঞেস করো, জবাব নাও।

মেহেরজান। ( মুখ ফিরাইয়া ) তুমি কে ? জবাব দাও। জবাব দিচ্ছ না কেন ? (আবার খলিফার দিকে) কে এই গোলাম, জাঁহাপানা। ও জবাব দিচ্ছে না।

হারুন। জবাব আদায় করো।

মেহেরজান। তুমি কে ?

( তাতারী নিরুত্তর )

হারুন। এ-কে চেন না ?

মেহেয়জান। না।

হারুন। মশ্‌রুর, হাহ্‌হা, মশ্‌রুর।

( হাসিতে লাগিল। বাধা দিয়া )

মেহেরজান। হাসি বন্ধ করুন, আমিরুল মুমেনীন। কে এই গোলাম ?

হারুন। তুমি একে চেন না ?

মেহেরজান। দুনিয়ার তামাম মানুষ কি আমার চেনা যে একে চিন্‌ব ?

হারুন। হাহ্‌হা।.....জিজ্ঞেস কর ও তোমাকে চেনে কি না।

মেহেরজান। জাঁহাপানা, কয়েদখানার এই অন্ধকারে এই বুঝি আপনার তামাসা ? আমি বাইরে চল্‌লাম।

হারুন। তা যাও। কিন্তু তার জন্যে সারা জীবন আফ্‌শোষ করতে হবে।

মেহেরজান। কেন ?

হারুন। তুমি ওকে চেন।

মেহেরজান। চিনি?

হারুন। হ্যাঁ। ওই কোঁকড়া-কঠিন চুলের দিকে তাকাও। গায়ের চামড়া ত আর কালো নেই। চুল ঠিক আছে।

মেহেরজান। তুমি কে, কয়েদী? জবাব দাও।

হারুন। হাহ্‌হা। চার বছর ধরে আমরা জবাব পাইনি, আর তুমি এই কয়েক লহ্‌মায় উত্তর পাবে।

মেহেরজান। কিন্তু এ কে? আমি চিন্‌তে পারছি নে, জাঁহাপানা।

হারুন। হাহ্‌হা চিন্‌তে পারলে না? গোলাম তাতারী-কে আজ চিন্‌তে পারলে না, মেহেরজান?

মেহেরজান। তাতারী.....তাতারী...কিন্তু তাতারীর এই দশা কেন?

হারুন। না-ফরমান। তাই—

মেহেরজান। না-ফরমান। কি ওর অপরাধ?

হারুন। মুখের কথা বন্ধ করেছে। ওকে কি না দিয়েছিলুম। বাগবাগিচা তয়খানা, বাঁদী গোলাম ইমারৎ——সব ইন্‌কার করলে। বন্ধ করলে মুখের কথা। তাই চার বছর ধরে, তিলে তিলে শায়েস্তা হচ্ছে—···

মেহেরজান। ইন্‌কার করলে?

হারুন। হ্যাঁ।

মেহেরজান। ইন্‌কার করলে (একটু অগ্রসর হয়, পর পেছনে ফিরিয়া) .....জাঁহাপানা, যে না-ফরমান তাকে কতল করেন নি কেন?

হারুন। হিমাকতের শাস্তি দেব বলে।

মেহেরজান। সে শাস্তি ত অনেক পেয়েছে। আজ এখনই ওকে কতল করুন। হুকুম দিন, মশ্‌রুরকে।

হারুন। তা তোমার পরামর্শে হবে না মেহেরজান। আজো ও-কথা বলুক, ওর সব অপরাধ আমি মাফ করে দেব।

মেহেরজান। তাতারী, কথা বলো, জবাব দাও। খোদ্ আমিরুল মুমেনীন ওয়াদা করেছেন। কথা বলো। তোমার সমস্ত শরীর জখমে-খুনে জারেজার। এই জর্জ্জর দেহের যন্ত্রণা আর কেন সহ্য করবে? কথা বলো।

(তাতারী নিরুত্তর)

হারুন। হাহ্হা। জবাব আদায় করো, মেহেরজান।

মেহেরজান। তাতারী, খোদার ওয়াস্তে—একবার কথা বলো। বলো...

(হারুনর রশীদ হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে) জাঁহাপানা, ওকে কতল করুন। ওর এই কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। হুকুম দিন মশরুর-কে।

হারুন। না মেহেরজান। কতল আমি ওকে করব না। জীবন-কে যে পাশার গুটি বানাতে পারে এত সহজে তাকে হত্যা করব না। তিলে তিলে দগ্ধে-দগ্ধে———

মেহেরজান। না, জাঁহাপানা, এত নিষ্ঠুর হবেন না। দয়া করুন।——

(নতজানু)

আমি আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছি, ওকে কতল করুন।

হারুন। না, না——তা হবে না।

মেহেরজান। হবে না?

হারুন। না।

মেহেরজান। (উদ্ভ্রান্ত) হবে না.....(তাতারীর দিকে অগ্রসর) কথা বলো, তাতারী। তুমি এমন নির্বোধ কেন? স্বপ্ন-ভাঙার পর স্বপ্নে দেখা ধন-দৌলত হারানোর শোকে কেউ কোনদিন কাঁদে নাকি——এক নির্বোধ ছাড়া। নিজেকে কেন এই ভাবে চুরমার করে ফেলছ? কথা বলো। আমিরুল মুমেনীন ওয়াদা করছেন ·· ··কথা বলো····· আমি তোমার দিকে চেয়ে রইলাম, কান পেতে রইলাম...

( তাতারী নিরুত্তর। খলিফা হাসিয়া উঠিল। হাসি থামার পর, মেহের-জান ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, একদম তাতারীর কাছে বালুভূমির উপর )

কথা বলো, আমি অনুরোধ করছি। কথা বলো.....

তুমি যা বল্‌তে, তুমি কি এত যন্ত্রণা বুকে আজও তা-ই মনে রেখেছো। তুমি বলতে, "মেহেরজান, গোলামের মহব্বৎ আর এক আলাদা চিজ। তা আমির-ওমরার মহব্বৎ নয়। তারা দৌলতের কদর বোঝে। আর দৌলতের বড় গুণ হ'ল বিনিময় আর হাত ফেরী হওা। হস্তান্তর ছাড়া তার গুণ প্রকাশ পায় না। আমির ওমরার মহব্বৎ এই হাতফেরীর মহব্বৎ। গোলামের প্রেম ধ্রুব তারার মত স্থির——আকাশের একটি প্রান্তে একাকী মৌন——অবিচল—( রোরুদ্যমান ) তুমি তেমনই অবিচল আছো। কিন্তু আমি.....আমি ত বিনিময়ের ভাঁটিতে সিদ্ধ হোয়ে গেলাম। আর বান্দী থাক্‌লাম না। কোড়াঘাতের এত ব্যথা বয়েছে, এসো মুছিয়ে দিই, মুছিয়ে নিই।

( মেহেরজান হস্ত প্রসার মাত্র )

হারুন। শান্তী। শান্তী—

[ দুই প্রহরীর প্রবেশ ]

শান্তী, যা এই বিবি সাহেব-কে বাইরে নিয়ে যা'।

মেহেরজান। ( আর্তস্বর ) না, না।

হারুন। সরম করিস নে, প্রহরী। দুইজনে দুই হাত ধর।

[ তথাকরন, টানিতে-টানিতে অগ্রসর ]

মেহেরজান। ( পশ্চাতে মুখ ) তোমার যন্ত্রণা মুছে নিতে পারলাম না, তোমার নির্ম্মল দেহ-স্পর্শের যোগ্যতা আমার নেই..... নাইবা স্পর্শ করলাম এই কলঙ্কিত হাতে— ( চীৎকার তাতারী——তাতারী———

[কারাগার হইতে অপস্থয়মান মুখ, শেষবার মেহেরজান ডাকে : তাতারী]

তাতারী। ( সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ) মেহেরজান, মেহেরজান ( তারপর-ই ) শোনো, হারুন রশীদ———

হারুন। বেতমীজ, জাঁহাপানা বল্।

মশ্‌রুর। বেয়াদব। বল্ আমিরুল মুমেনীন।

তাতারী। শোনো, হারুনর রশীদ———

হারুন। কোড়াদার, মশ্‌রুর, মশ্‌রুর কোড়া চালাও। বেয়াদব, বেয়াদব——

[ কোড়া চালাইতে থাকে সেই অবস্থায় ]

তাতারী। শোনো, হারুনর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস, গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব—। কিন্তু— কিন্তু— —, ক্রীতদাসের হাসি—না—না—না—না ——

[ পতন ও মৃত্যু, বেগে আবু নওয়াসের প্রবেশ ]

নওয়াস। আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি...

[ এই খানে পাণ্ডুলিপি ছিন্ন ]

অসমাপ্ত